দৈনিক

Manabik Bangladesh

মানবিক বাংলাদেশ

বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

ঢাকা রবিবার ॥ বর্ষ-২ সংখ্যা-২০৩ ॥ ১০ নভেম্বর ২০২৪ ॥ ২৫ কার্তিক ১৪৩১ বাংলা ॥ ০৭ জমাঃ আউঃ ১৪৪৬ হিজরি ॥ পৃষ্ঠা ৮ ঃ মূল্য ৫ টাকা

জনগণের অংশগ্রহণ ছাড়া কোনো সংস্কার অর্থবহ হবে না : মির্জা ফখরুল

স্টাফ রিপোর্টার : জনগণের অংশগ্রহণ ছাড়া কোনো সংস্কার অর্থবহ হবে না আর তা হতে হবে সংসদীয় ব্যবস্থায়, সে জন্য নির্বাচন দরকার। শনিবার (৯ নভেম্বর) দুপুরে সুপ্রিম কোর্ট ভবনে আয়োজিত বাংলাদেশ ইয়ুথ পার্লামেন্ট-২০২৪ এ প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। এসময় তরুণদের ধৈর্য ধরার আহ্বান জানিয়ে বিএনপির মহাসচিব বলেন, তিন মাসের মধ্যেই অন্তর্বর্তী সরকার অনেক কাজ করেছে। এই সরকারকে সময় দিতে হবে। সংস্কারের জন্য অনেক কমিশন করেছে, ফ্যাসিবাদের বিচারের উদ্যোগ নিয়েছে।

গাজীপুরে ১০ ঘণ্টা ধরে মহাসড়কে শ্রমিকরা, ৮ কিমি যানজট

স্টাফ রিপোর্টার : গাজীপুরে মালেকের বাড়ি এলাকায় বকেয়া বেতনের দাবিতে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করেছেন টিএনজেড অ্যাপারেলস্ লিমিটেড নামের কারখানার শ্রমিকরা। এতে মহাসড়কের উভয় পাশে আট কিলোমিটার এলাকায় যানজট সৃষ্টি হওয়ায় চরম ভোগান্তিতে পড়েছে সাধারণ মানুষ। শনিবার (৯ নভেম্বর) সকাল সাড়ে ৯টায় শুরু হয় এই বিক্ষোভ। এরপর তারা ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করেন। এই রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত (সন্ধ্যা ৭টা) শ্রমিকরা সেখানে অবরোধ চালিয়ে যাচ্ছেন। তারা এ পর্যন্ত দুইবার অবরোধ তুলে নেওয়ার আশ্বাস দিয়েও নেননি। সবশেষ তারা রাত ১০টায় অবরোধ তুলে নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন বলে জানিয়েছে পুলিশ। টানা ১০ ঘণ্টা অবরোধের কারণে মহাসড়কের উভয় পাশে আট কিলোমিটার এলাকায় যানজটের সৃষ্টি হয়েছে বলে জানান গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের উপপুলিশ কমিশনার (ট্রাফিক) ইব্রাহিম খান। তিনি বলেন, শ্রমিকরা দীর্ঘ সময় মহাসড়ক অবরোধ করে রাখায় সড়কে যানজটের সৃষ্টি হয়েছে। দক্ষিণের দিকে টঙ্গীর কাছাকাছি যানজট গিয়ে পৌঁছেছে। আমরা অনেক গাড়ি বিকল্প পথে চলাচলের ব্যবস্থা করেছি। এ ছাড়াও মহাসড়কে অনেকগুলো ড্রাইভারসন আছে, সেগুলো দিয়ে চালক ও যাত্রীরা চলাচল করছে। আমরা মালিক ও শ্রমিকপক্ষের সঙ্গে কথা বলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছি। গাজীপুর মহানগর পুলিশের উপপুলিশ কমিশনার (অপরাধ, উত্তর) নাজির আহমেদ বলেন, সকাল থেকে এ পর্যন্ত ১০ থেকে ১২ বার শ্রমিকদের সঙ্গে আমরা দফায় দফায় আলোচনা করেছি। মালিক পক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে দ্রুত তাদের বকেয়া আদায়ের ব্যবস্থা করা হবে বলেও আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। কিন্তু অতীতে মালিকপক্ষ কথা রাখেনিড় এমন অভিযোগ তুলে শ্রমিকরা প্রথমে দুপুর ২টায়, পরে বিকেল ৫টায় অবরোধ তুলে নেওয়ার আশ্বাস দেন, কিন্তু তারা অবরোধ তুলে নেননি। এখন তারা বলছেন, রাত ১০টায় অবরোধ তুলে নেবেন। তারপরও আমরা তাদের বোঝানোর চেষ্টা করছি। কিন্তু তারা কোনো আশ্বাস মানতে রাজি হচ্ছেন না। ফলে মহাসড়কের যানজট নিরসন করা সম্ভব হচ্ছে না। দিনভর যানজটে আটকা পড়েছে ওই মহাসড়কে চলাচলকারী যাত্রী ও চালকরা। স্ত্রী ও তিন বছরের শিশু নিয়ে ঢাকার উদ্দেশ্যে ময়মনসিংহের ভালুকা থেকে রওনা দিয়েছিলেন আসলাম খান। তিনি বলেন, সকাল ৯টায় ময়মনসিংহের ভালুকা থেকে রওনা দিয়ে বেলা সাড়ে ১০টা থেকে এখানে বসে আছি। সামনে যাওয়ার কোনো অবস্থা নেই। আমরা তো দোকান ২-এর পাতায় দেখুন

ঢাকায় ১৩ জায়গায় কম দামে মিলবে ডিম

স্টাফ রিপোর্টার : জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (ডিজি) মোহাম্মদ আলীম আখতার খান বলেছেন, ঢাকা সম্প্রসারিত হলেও স্বাধীনতার পর থেকে এখন পর্যন্ত তেজগাঁও ও কাপ্তানবাজারড়এই দুটি স্থানে ডিমের আড়ৎ রয়েছে। ভোক্তাদের সুবিধার্থে আগামীকাল থেকে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনে ৬টি ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনে ৭টি সাবসেন্টারে সরাসরি ডিম বিক্রির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। শনিবার (৯ নভেম্বর) রাজধানীর এফডিসিতে ডিবেট ফর ডেমোক্রেসি অয়োজিত ছায়া সংসদে তিনি এ কথা বলেন। এতে সভাপতিত্ব করেন ডিবেট ঘর ডেমোক্রেসির চেয়ারম্যান হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরণ। মোহাম্মদ আলীম আখতার খান বলেন, রমজানে নিত্যপণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণে রাখতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। সরকার ইতোমধ্যে কিছু দ্রব্যাদির ওপর শুল্ক প্রত্যাহার করেছে। ভোজ্যতেল, চিনি, ছোলা, ডাল, খেজুরসহ রোজায় অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আমদানিতে এলসি মার্জিন উঠিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। এতে রোজায় নিত্যপণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হবে। ভোক্তার অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ২-এর পাতায় দেখুন

পুলিশ কমিশন জরুরি, এটা পুলিশের পক্ষ থেকে এসেছে: সাখাওয়াত হোসেন

স্টাফ রিপোর্টার : পুলিশ কমিশন গঠন করা জরুরি, এ দাবি পুলিশের পক্ষ থেকে এসেছে উল্লেখ করে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের নৌপরিবহন এবং বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) ড. এম সাখাওয়াত হোসেন বলেছেন, 'পুলিশ বাহিনীকে রাজনৈতিক বলয়মুক্ত ও স্বচ্ছ বাহিনীতে রূপান্তর করতে চাইলে, কমিশন গঠনের মাধ্যমেই পুলিশ বাহিনীকে মানবিক করে তুলতে হবে। একজন সিনিয়র বিচারপতির নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের মধ্যে কমিশনের সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। পুলিশের নিয়োগ পক্রিয়া কমিশনের মাধ্যমে নিশ্চিত করতে হবে।' শনিবার (৯ নভেম্বর) দুপুরে নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ে সিন্ডিকেট হলে 'জনমুখী পুলিশ সেবা নিশ্চিতকল্পে পুলিশ কমিশন গঠনের প্রয়োজনীয়তা' শীর্ষক সেমিনারে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাউথ এশিয়ান ইনস্টিটিউট অব পলিসি অ্যান্ড গভর্নেন্স (এসআইপিজি) চলমান জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুগুলোর ওপর গবেষণা উদ্যোগের একটি অংশ এই সেমিনার। মূলত জুলাই বিপ্লব পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের পুলিশ প্রশাসনে সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে এ আয়োজন করা হয়। ড. এম সাখাওয়াত হোসেন বলেন, 'সরকার পতনের পর পুলিশ কর্মবিরতিতে গিয়েছিল। তখন তারা ৯টা দাবি তুলেছিল। এরমধ্যে প্রথম দাবিই ছিল পুলিশ কমিশন গঠন করতে হবে। কেননা তারা জানে বিদ্ধমান আইনে পুলিশকে দলীয় কাজে ব্যবহার করা হয়েছে। পুলিশ কমিশন গঠন না হলে ২-এর পাতায় দেখুন

ফ্যাসিস্ট দল আ. লীগকে কোনো কর্মসূচি করতে দেওয়া হবে না : প্রেস সচিব

স্টাফ রিপোর্টার : আওয়ামী লীগ বর্তমানে একটি ফ্যাসিবাদী দল। এই ফ্যাসিবাদী দলকে বাংলাদেশে কোনো প্রতিবাদ কর্মসূচি করতে দেওয়ার সুযোগ নেই বলে উল্লেখ করেছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম। শনিবার (০৯ নভেম্বর) দুপুর ১২টা ১০ মিনিটে নিজের ভ্যারিফায়েড ফেসবুক পেজে এমন কথা বলে একটি পোস্ট করেন তিনি। শফিকুল আলম লিখেছেন, আওয়ামী লীগ তার বর্তমান রূপে একটি ফ্যাসিবাদী দল। গণহত্যাকারী ও স্বৈরশাসক শেখ হাসিনার নির্দেশ নিয়ে যে কেউ র‍্যালি, সমাবেশ ও মিছিল করার চেষ্টা করলে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পূর্ণ শক্তির মুখোমুখি হবে। অন্তর্বর্তী সরকার কোনো সহিংসতা বা দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভঙ্গের কোনো প্রচেষ্টাকে বরদাস্ত ২-এর পাতায় দেখুন

ষড়যন্ত্র রুখতে হলে ভোটের অধিকার নিশ্চিত করতে হবে : তারেক রহমান

স্টাফ রিপোর্টার : দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র থেমে নেই জানিয়ে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেন, ষড়যন্ত্র রুখতে হলে ভোটের অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। গতকাল শনিবার বিকেলে রাজধানীর কাকরাইলে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার ইন্সটিটিউটে কৃষক দলের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের উদ্বোধন ও আলোচনাসভায় তিনি এ কথা বলেন। বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান বলেন, গণতন্ত্র ফেরাতে না পারলে ষড়যন্ত্র রুখে দেওয়া যাবে না। জবাবদিহি নিশ্চিত করতে না পারলে ভালো কিছু সম্ভব না। ভোট যাতে হয়, সেটি নিশ্চিত করতে হবে। মানুষ যাকে খুশি তাকে ভোট দেবে। তারেক রহমান বলেন, কৃষক দলকে কৃষকনির্ভর করে গড়ে তুলতে হবে। কৃষকদের সমস্যা শুনে সমাধানের পথ খুঁজতে হবে। কৃষির প্রতি নজর দিতে হবে। ক্ষমতায় গেলে কৃষকদের সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা হবে জানিয়ে তিনি বলেন, শহীদ জিয়াউর রহমানের খাল খনন কর্মসূচি ফের শুরু করা হবে। অনেক জায়গায় কৃষক প্রয়োজনীয় পানি পায় না। এতে ফসল উৎপাদনে বাধাগ্রস্ত হয়।

বিএনপির এই নেতা বলেন, খালেদা জিয়ার সময় পাঁচ হাজার পর্যন্ত কৃষি ঋণ মওকুফ করে দেওয়া হয়েছিল। ফসলের মৌসুমে বিদ্যুৎ বিল সরকার বহন করতো। যার মধ্য দিয়ে কৃষকদের কিছু সমস্যার সমাধান হয়েছে। তারেক রহমান বলেন, ২০ কোটি মানুষের জন্য খাদ্য উৎপাদন করতে হলে কৃষির ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। এত মানুষের জন্য খাদ্য আমদানি সম্ভব না। তাই মৌলিক খাদ্য দেশেই উৎপাদন করতে হবে। এ সময় আগামী ১০ নভেম্বর থেকে আগামী তিনমাস প্রতিটি ইউনিয়নে কৃষক সমাবেশের ঘোষণা দেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান।

বিশ্বজুড়ে খাদ্যপণ্যের দাম ১৮ মাসের মধ্যে সর্বোচ্চ

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : প্রায় দু'বছর কম-বেশি স্থিতিশীল থাকার পর ফের খাদ্যপণ্যের দামে ঊর্ধ্বগতি শুরু হয়েছে বিশ্বজুড়ে। শুক্রবার জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি নিরাপত্তা বিষয়ক অঙ্গসংস্থা ফুড অ্যান্ড এগ্রিকালচারাল অর্গানাইজেশন (ফাও) এক বিবৃতিতে জানিয়েছে এ তথ্য। ফাও ফুড প্রাইস ইনডেক্স নামের একটি সূচকের মাধ্যমে বৈশ্বিক বাজারে খাদ্যপণ্যের মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধি পর্যবেক্ষণ করে ফুড অ্যান্ড এগ্রিকালচারাল অর্গানাইজেশন। শুক্রবারের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, গত সেপ্টেম্বরের তুলনায় অক্টোবরে সার্বিকভাবে বিশ্বে খাদ্যপণ্যের দাম বেড়েছে ২ শতাংশ। আরও বলা হয়েছে, ২০২৩ সালের অক্টোবরে বিশ্বে খাদ্যপণ্যের যে দাম ছিল, তার তুলনায় চলতি ২০২৪ সালের অক্টোবরে তা বৃদ্ধি পেয়েছে অন্তত ৫ দশমিক ৫ শতাংশ। ফাওয়ের তথ্য অনুযায়ী, মাংস ব্যতীত প্রায় সবধরনের খাদ্যপণ্যের দাম ২-এর পাতায় দেখুন

জানুয়ারি থেকে স্মার্ট ফ্যামিলি কার্ডে মিলবে টিসিবির পণ্য

স্টাফ রিপোর্টার : হাতে লেখা কার্ডে নয়, ২০২৫ সালের ১ জানুয়ারি থেকে স্মার্ট ফ্যামিলি কার্ডের মাধ্যমেই ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশের (টিসিবি) পণ্য দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন সংস্থাটির মুখপাত্র হুমায়ুন কবীর। গতকাল শনিবার সকালে রাজধানীর তেজগাঁওয়ে আঞ্চলিক কার্যালয়ে রমজান উপলক্ষে আগাম প্রস্তুতি বিষয়ক প্রেস ব্রিফিংয়ে তিনি এসব কথা বলেন। হুমায়ূন কবির বলেন, তেল, ডাল, চিনির পাশাপাশি খেজুর ও ছোলা ঢাকা ও অন্য সিটি করপোরেশন এলাকায় দেওয়া হবে। ছোলা ও খেজুরের জন্য এরইমধ্যে চুক্তি হয়ে গেছে। জানুয়ারির ভেতরে পণ্য টিসিবির গুদামে চলে আসবে। সরকারি বিপণন সংস্থাটির এই মুখপাত্র বলেন, একটি পরিবার থেকে যেন একজনের বেশি না পায়, এ জন্য স্মার্ট ফ্যামিলি কার্ড করা হচ্ছে। ডিলারদের বিরুদ্ধে অভিযোগের ভিত্তিতে জেলা প্রশাসনকে চিঠি দেওয়া হয়েছে। এখন ডিলার নিয়োগ বন্ধ রয়েছে। ভবিষ্যতে ২-এর পাতায় দেখুন

বিদেশি এলএনজি দেশে জলবায়ু ঝুঁকি তৈরি করছে

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশ তার জ্বালানি ভবিষ্যতের এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছে। এই মুহূর্তে ব্যয়বহুল ও দূষণকারী জীবাশ্ম জ্বালানি গ্যাস আমদানির বর্তমান পথ থেকে সরে আসার একটা সুবর্ণ সুযোগ রয়েছে। বিদেশিদের তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) বাংলাদেশের জন্য জলবায়ু ঝুঁকি তৈরি করছে। আমদানি করা গ্যাস ইতোমধ্যেই বিদ্যুৎ সংকট এবং রোলিং ব্ল্যাকআউটের দিকে ঠেলে দিয়েছে। শনিবার (৯ নভেম্বর) জাতীয় প্রেসক্লাবের তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া হলে এক আয়োজনে 'ব্যয়বহুল এলএনজির বিস্তার: বিদেশিদের এলএনজি সংক্রান্ত স্বার্থ যেভাবে বাংলাদেশের জন্য জলবায়ু ঝুঁকি তৈরি করছে' শিরোনামে প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদনে এসব তথ্য উঠে এসেছে। মার্কেট ফোর্সেস, ফসিল ফ্রি চট্টগ্রাম, ২-এর পাতায় দেখুন

কার্টার সেন্টার-এফবিসিসিআইর সঙ্গে বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের বৈঠক আজ

স্টাফ রিপোর্টার : অন্তর্বর্তী সরকারকে প্রয়োজনীয় সংস্কার প্রস্তাব পেশ করার লক্ষ্যে গঠিত বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন অংশীজনদের সঙ্গে মতবিনিময় করার অংশ হিসেবে আজ রোববার কার্টার সেন্টার ও এফবিসিসিআইয়ের প্রতিনিধিদলের সঙ্গে আলোচনায় বসবে। গতকাল শনিবার কমিশনের সচিব (জেলা ও দায়েরা জজ) মোহাম্মদ ফারুক একথা জানান। তিনি বলেন, ১০ নভেম্বর সকাল ১০টায় মানবাধিকার ও নির্বাচন পর্যবেক্ষণসহ নানা সামাজিক বিষয় নিয়ে কাজ করা অলাভজনক প্রতিষ্ঠান 'কার্টার সেন্টার বাংলাদেশ' এর একটি প্রতিনিধিদলের সঙ্গে মতবিনিময় করবে কমিশন। এদিনই বেলা ৩টায় এফবিসিসিআইয়ের সঙ্গে অপর একটি বৈঠকে বসবে কমিশন। এছাড়া, আগামী ১১ ২-এর পাতায় দেখুন

অন্তর্বর্তীকালীনন সরকারের আইন উপদেষ্টা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের অধ্যাপক ড. আসিফ নজরুল উপর পতিত আওয়ামী লীগের দোসরদের অসৌজন্যমূলক আচরণের প্রতিবাদে শনিবার কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারের সামনে মানববন্ধন করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের বর্তমান ও সাবেক শিক্ষার্থীবৃন্দ

আইসিএসসির সদস্য নির্বাচিত হলেন রাষ্ট্রদূত আব্দুল মুহিত

স্টাফ রিপোর্টার : যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দফতরে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সিভিল সার্ভিস কমিশনের (আইসিএসসি) সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি ও রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ আব্দুল মুহিত। তিনি ২০২৫ থেকে ২০২৮ সাল পর্যন্ত চার বছরের জন্য আইসিএসসির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। গতকাল শনিবার জাতিসংঘের বাংলাদেশ স্থায়ী মিশন এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে। জানা গেছে, বাংলাদেশ, চীন ও কোরিয়া প্রজাতন্ত্রের (দক্ষিণ কোরিয়া) তিন জন প্রার্থী, এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের জন্য নির্ধারিত দুটি শূন্য আসনে নির্বাচিত হতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। এর মধ্যে নির্বাচনে জয়লাভ করেন বাংলাদেশ ও চীনের প্রার্থীরা। স্থায়ী প্রতিনিধির অফিস থেকে ২-এর পাতায় দেখুন

৪৫ টাকার আলু বিক্রি হচ্ছে ৬৩ টাকায়

স্টাফ রিপোর্টার : নিত্যপণ্যের দাম দিন দিন বেড়েই চলেছে । পরিবারের বাজারের চাহিদা মেটাতে মানুষের যখন হিম-সিম খেতে হচ্ছে তখন এক লাফে ৭০ এর ঘরে ওঠেছে গোল আলুর দাম। কিন্তু হঠাৎ এই আলুর দাম বৃদ্ধির পেছনের কারন কী সেটা নিয়েও সৃষ্টি হচ্ছে নানান জটিলতা। পাইকারি আড়তদার ব্যবসায়িদের অভিযোগ কোল্ড স্টোরেজ থেকে উচ্চ দামে কিনতে হচ্ছে তাদের। ফলে বাধ্য হয়েই উচ্চ দামে বিক্রি করতে হচ্ছে। কিন্তু ভোক্তা অধিদফতর বলছেন ভিন্ন কথা। তাদের ভাষ্য, আলুর দাম বৃদ্ধির পেছনের আসল কারিগর আড়তদার ব্যবসায়িরা। কারণ কোল্ড স্টোরেজ থেকে যদি তাদের বেশি দামে কেনা লাগে বলে জানালেও প্রয়োজনীয় রশিদ দেখাতে পারেনি আড়তদাররা। তাই আলুর দাম বৃদ্ধি পেছনে আড়তদাররাই নিয়ামক হিসেবে কাজ করছে বলে জানিয়েছে ভোক্তা অধিদফতর। এদিকে সরকারের পক্ষ থেকে নিয়মিত বাজারে নিত্যপণ্যের যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণ করে দিয়ে থাকে বাংলাদেশ সরকারের সরকারি সংস্থা কৃষি বিপণন অধিদফতর। এই সংস্থাটির দেয়া সবশেষ গত ৭ নভেম্বরের বাজার দরের তালিকা অনুযায়ি প্রতি কেজি দেশি সাদা গোল আলুর পাইকারী পর্যায়ে মূল্য নির্ধারণ করা হয় ৩৯টাকা। কিন্তু সবশেষ গত ৭ নভেম্বরের বাজার দরের তালিকা দেওয়া থাকায় ৯ নভেম্বরের যৌক্তিক মূল্য জানা সম্ভব হয়নি। তবে ভোক্তা অধিদফতর বলছে পাইকারি পর্যায়ে সরকার নির্ধারিত দাম কেজি প্রতি ৪৫ টাকা বিক্রির কথা। আর এদিকে খুচরা বাজারে গ্রাহক পর্যায়ে এই আলু প্রতি কেজি দাম বেড়ে বিক্রি হচ্ছে ৭০টাকা দরে। শনিবার (৯ নভেম্বর) সকাল সাড়ে ৮টায় রাজধানীর কারওয়ান বাজার এলাকায় আলুর বাজারে একটি বিশেষ অভিযান পরিচালনা করেন ভোক্তা সংরক্ষণ অধিদফতরের ঢাকা জেলা কার্যালয়ের সহকারী ২-এর পাতায় দেখুন

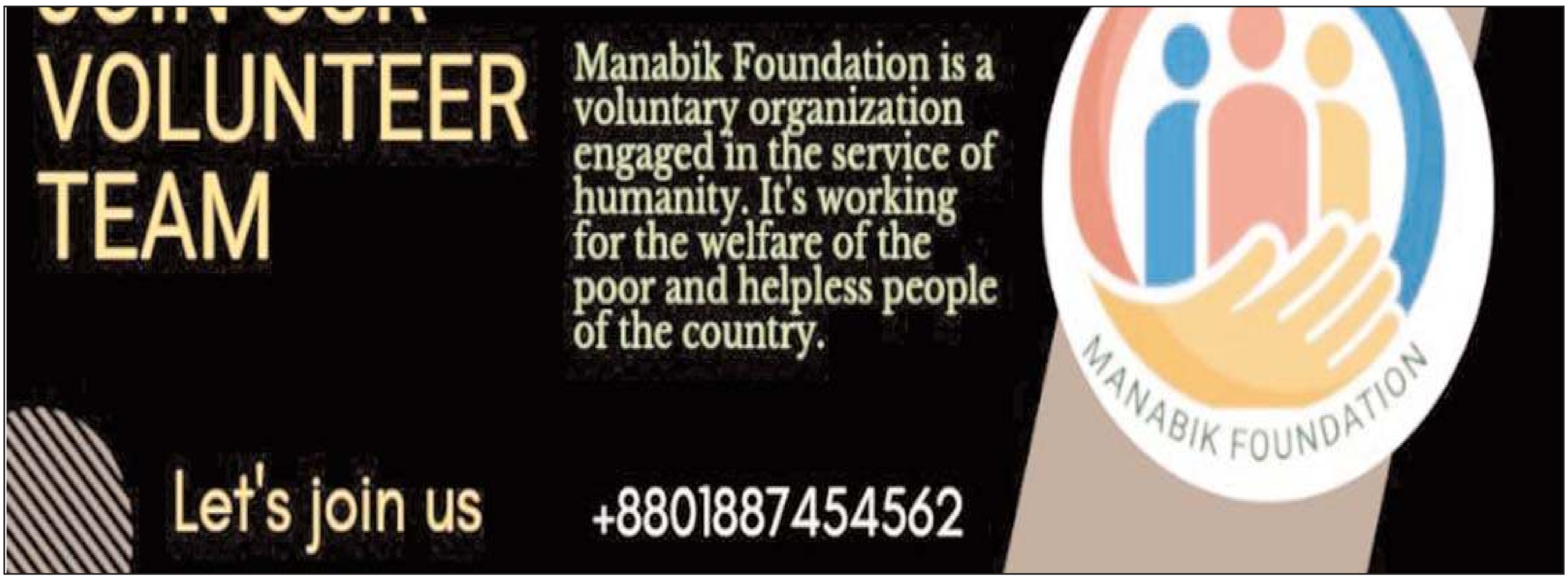

দৈনিক
মানবিক বাংলাদেশ
Manabik Bangladesh

বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

ঢাকা রবিবার ॥ ১০ নভেম্বর ২০২৪ ॥ ২৫ কার্তিক ১৪৩১ বাংলা

গাজা যুদ্ধে নিহতদের প্রায় ৭০ শতাংশই নারী ও শিশু

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : গাজা যুদ্ধে অসংখ্য বেসামরিক নিহতের ঘটনায় নিন্দা জানিয়েছে জাতিসংঘের মানবাধিকার সংস্থা। সংস্থাটির বিশ্লেষণ দেখা গেছে, গত ছয় মাসের সময়সীমায় যাচাই করা নিহতদের প্রায় ৭০ শতাংশই নারী ও শিশু। সংস্থাটির এক প্রতিবেদনে বলা হয়, 'আন্তর্জাতিক আইনের অভূতপূর্ব লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটছে যা 'যুদ্ধাপরাধ ও অন্যান্য সম্ভাব্য নৃশংস অপরাধের' উদ্বেগ বাড়াচ্ছে। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি এ খবর জানিয়েছে। সংস্থাটি বলছে, ২০২৩ সালের নভেম্বর থেকে ২০২৪ সালের এপ্রিল পর্যন্ত গাজায় ৮,১১৯ জন নিহত হয়েছেন। যাচাইকৃত নিহতদের মধ্যে প্রায় ৪৪ শতাংশ শিশু এবং ২৬ শতাংশ নারী। নিহতদের মধ্যে ৫ থেকে ৯ বছর বয়সী শিশুদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। সংস্থাটি আরও জানিয়েছে, প্রায় ৮০ শতাংশই আবাসিক ভবন বা অনুরূপ বসতিতে নিহত হয়েছেন। জাতিসংঘের মানবাধিকার প্রধান ভলকার তুর্ক বলেন, 'এই অপ্রত্যাশিত মাত্রার হত্যা এবং বেসামরিক নাগরিকদের হতাহতের কারণ হলো আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের মৌলিক নীতিগুলো পালন করতে ব্যর্থ হওয়া।'শুক্রবারের এই প্রতিবেদন সম্পর্কে মন্তব্যের জন্য বিবিসি ইসরায়েলি

প্রতিরক্ষা বাহিনীর (আইডিএফ) সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। জাতিসংঘ জানায়, ফিলিস্তিনি সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলো জনবহুল অঞ্চল থেকে যুদ্ধ পরিচালনা করছে। ফলে ইসরায়েললি বাহিনীর নির্বিচারে গোলা বা ক্ষেপণাস্ত্রের ব্যবহার করছে যা মৃত্যুর সংখ্যা বাড়াতে ভূমিকা রেখেছে। আইডিএফ বেসামরিক অবকাঠামো ধ্বংস করেছে এবং 'বেঁচে থাকা মানুষদের আহত, গৃহহীন ও ক্ষুধার্ত অবস্থায় রেখে দিয়েছে। তাদের জন্য পর্যাপ্ত পানি, খাদ্য বা স্বাস্থ্যসেবার অভাব তৈরি করেছে।' উত্তর গাজায় পরিস্থিতি সবচেয়ে ভয়াবহ। ত্রাণ সংস্থাগুলোর মতে, অক্টোবরের শুরুর দিকে ইসরায়েল হামাসের বিরুদ্ধে নতুন স্থল আক্রমণ শুরু করলে উত্তর গাজা অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। জাতিসংঘ জানায়, অক্টোবরের প্রথম দুই সপ্তাহে উত্তরে কোনও খাদ্য সহায়তা প্রবেশ করেনি।

ত্রাণ সংস্থা নরওয়েজিয়ান রিফিউজি কাউন্সিলের প্রধান জ্যান এগেল্যান্ড শুক্রবার বিবিসিকে বলেন, গাজায় সাম্প্রতিক এক সফরে তিনি 'অবিশ্বাস্য ধ্বংসযজ্ঞ' প্রত্যক্ষ করেছেন। তিনি বলেন, 'সেখানে এমন কোনও ভবন নেই যা ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। আর বড় বড় এলাকা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে স্তালিনগ্রাদের মতো দেখাচ্ছে। এই অবরুদ্ধ জনগোষ্ঠীর উপর এই নির্বিচারে বোমাবর্ষণের তীব্রতা কল্পনাতীত বলে বর্ণনা করেছেন তিনি। তিনি বলেন, 'এটা স্পষ্ট যে এই নিষ্ঠুর যুদ্ধের মূল দিচ্ছে প্রধানত শিশু এবং নারী।'

৩১ দফা নিয়ে সেমিনার করবে বিএনপি

স্টাফ রিপোর্টার : রাষ্ট্র সংস্কারের লক্ষ্যে প্রণীত ৩১ দফাকে কেন্দ্র করে সেমিনার করবে বিএনপি। আগামী ২৩ নভেম্বর এই সেমিনারের আয়োজন করার কথা জানা গেছে। রাজধানীতে একটি হোটেলে আয়োজন করা এই সেমিনারে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান, মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, স্থায়ী কমিটির সদস্য, যুগপৎ আন্দোলন ও নির্বাচন বর্জন করা রাজনৈতিক দলের নেতাসহ বিশিষ্টজনেরা অংশগ্রহণ করবেন। এ বিষয়ে বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান বলেন, আমি সেমিনারের বিষয়ে শুনেছি। যুগপৎ আন্দোলনের রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতির অংশ হিসেবে গত বছরের ১৩ জুলাই সংবিধান ও রাষ্ট্রব্যবস্থার গণতান্ত্রিক সংস্কার এবং অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে 'রাষ্ট্র মেরামতে ৩১ দফা' ঘোষণা করে বিএনপি। গণতন্ত্র মঞ্চসহ অন্যান্য দলগুলোর সঙ্গে যুগপতভাবে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে আন্দোলনকারী পক্ষগুলোর প্রতি বিএনপির প্রতিশ্রুতি ছিল এই ৩১ দফা। এর আগে, ২০২২ সালের ১৯ ডিসেম্বর বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান দলের 'রাষ্ট্র কাঠামো মেরামতের রূপরেখা' ঘোষণা করেন। ২০১৭ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে খালেদা জিয়া 'ভিশন-২০৩০' উপস্থাপন করেন। তবে তার রাজনৈতিক ঘোষণাটি মূলত আসে আগেই। ২০১৬ সালের ১৯ মার্চ বিএনপির ষষ্ঠ জাতীয় কাউন্সিলে। ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে অনুষ্ঠিত সেই সম্মেলনে খালেদা জিয়া জানান, ক্ষমতায় এলে তার দল জাতীয় সংসদকে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট করবে।

৭-এর পাতায় দেখুন

ইমাম-মুয়াজ্জিনদের সম্মানজনক বেতন কাঠামো হবে: ধর্ম উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : দেশের ইমাম-মুয়াজ্জিনদের জন্য সম্মানজনক বেতন কাঠামো নির্ধারণে উদ্যোগ গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ধর্ম উপদেষ্টা ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন বলেছেন, আলেমসমাজ সামাজিক শক্তির প্রতিভূ। তাদের সঙ্গে জনসম্পৃক্ততা ও সামাজের প্রগাঢ়? বন্ধন রয়েছে। গতকাল শনিবার দুপুরে খুলনা ইসলামিক ফাউন্ডেশন বিভাগীয় কার্যালয়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা ও সামাজিক সমস্যা নিরসনে উলামা-মশায়েখদের করণীয় শীর্ষক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি এসব কথা বলেন।

ধর্ম উপদেষ্টা বলেন, ইমাম-খতিবদের মানুষ সম্মান করে। তারা জুমার খুতবা ও ওয়াজ-নসিহতের মাধ্যমে মানুষের উত্তম চারিত্রিক গুণাবলি বিকাশে মেহনত করে যাচ্ছেন। ঠিক একইভাবে মানুষের চরিত্রের নেতিবাচক দিকগুলো থেকে বিরত রাখার ক্ষেত্রেও ভূমিকা পালন করে যাচ্ছেন। সমাজে যেসব ব্যাধি রয়েছে সেগুলো নিরসনেও আলেম-উলামাদের বিশাল ভূমিকা রয়েছে।ধর্ম উপদেষ্টা আরো বলেন, আলেম-উলামাদের মেহনতের কারণেই বাংলাদেশে ইসলামের অনুকূল আবহ তৈরি হয়েছে। তারা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সুরক্ষায় মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেন।এ সময় তিনি ইমাম-মুয়াজ্জিনদের জন্য সম্মানজনক বেতন কাঠামো নির্ধারণে উদ্যোগ গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দেন। এছাড়া বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদকে বিশ্বের অন্যান্য আইকনিক মসজিদের মতো সুন্দর, দৃষ্টিনন্দন ও ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ মসজিদে রূপান্তরিত করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।ড. খালিদ বলেন, সরকার অত্যন্ত নাজুক পরিস্থিতিতে দেশের দায়িত্ব নিয়েছে। আমরা ধীরে ধীরে অগ্রগতির পথে ধাবিত হচ্ছি। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ছাড়া দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়। জাতিতে জাতিতে কিংবা ধর্মে ধর্মে যদি হানাহানি হয় তাহলে জাতীয় অগ্রগতি ও উন্নয়ন ব্যাহত হতে বাধ্য। এ কারণে সরকার অগ্রাধিকারভিত্তিতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সুরক্ষায় কাজ করে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে উলামায়ে কেরামের বিরাট ভূমিকা রয়েছে।ড. খালিদ আরো বলেন, বাংলাদেশ ঐতিহ্যগতভাবে সাম্প্রদায়িক সৌহার্দ্যের দেশ। এদেশে নানা জাতি-গোষ্ঠী ও ধর্মের লোক বসবাস করে। এটাই বাংলাদেশের বৈচিত্র্য। আমাদের সংবিধানেও প্রতিটি নাগরিকের অধিকার সমান। সরকার সাম্প্রদায়িক সৌহার্দ্যের এই ঐতিহ্যকে অত্যন্ত সম্মানের চোখে দেখে, এটাকে লালন করে আসছে এবং আগামীদিনেও লালন করে যাবে।তিনি বলেন, কিছু দুর্বৃত্ত বা কায়েমী স্বার্থবাদী মহল মাঝে-মধ্যে এই সাম্প্রদায়িক সৌহার্দ্য বিনষ্ট করার পায়তারা চালিয়ে থাকে। এসব দুর্বৃত্তদের সরকার প্রতিহত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।উপদেষ্টা বলেন, সরকার তিন মাস হলো দায়িত্ব নিয়েছে। অর্থনীতি চাঙ্গা হচ্ছে। ইতোমধ্যে রিজার্ভ বৃদ্ধি পেয়েছে। আগামীদিনে বাংলাদেশের অর্থনীতি মজবুত হবে।জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ-পরিচালক মোঃ ইউসুপ আলীর সভাপতিত্বে

৭-এর পাতায় দেখুন

চেয়ারে বসে থাকার অধিকার নেই রাষ্ট্রপতির : মাহমুদুর রহমান

স্টাফ রিপোর্টার : রাষ্ট্রপতির চেয়ারে বসে থাকার অধিকার চুপ্পুর নেই বলে মন্তব্য করেছেন দৈনিক আমার দেশ পত্রিকার সম্পাদক মাহমুদুর রহমান। গতকাল শনিবার জাতীয় প্রেসক্লাবের জহুর হোসেন চৌধুরী হলে নাগরিক ফোরামের উদ্যোগে 'সংবিধান অনুলিখন: সংশোধন ও জাতীয় ঐকমত্য' শীর্ষক আলোচনা সভায় তিনি এ কথা বলেন। মাহমুদুর রহমান বলেন, যেদিন স্বৈরাচারী শেখ হাসিনা চুপ্পুকে রাষ্ট্রপতি বানিয়েছেন সেই দিনই সংবিধান নষ্ট হয়ে গেছে। একজন রাষ্ট্রপতি যখন বলে স্বৈরাচারী শেখ হাসিনা পদত্যাগ করে ভারতে পালিয়ে গেছেন, আবার পরবর্তীকালে তিনি বলেন, পদত্যাগপত্র তার কাছে নেই বা তিনি পাননি। যিনি এত বড় মিথ্যা কথা বলতে পারেন, তাহলে তিনি সংবিধান লঙ্ঘন করেছেন এবং তার শপথ ভঙ্গ করেছেন। ওই চেয়ারে তার থাকার আর কোনও বৈধতা নেই। তিনি বলেন, এই সংবিধান একটি পরিবারের পক্ষের দলিল। এই সংবিধান শুধুমাত্র একটি পরিবারের জন্য তৈরি করা হয়েছিল। এই সংবিধানে বলা হয়েছেড় এই সংবিধান

৭-এর পাতায় দেখুন

বাংলাদেশে বিদ্যুৎ সরবরাহ ৬০ শতাংশের বেশি কমিয়েছে আদানি

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : বাংলাদেশে বিদ্যুৎ সরবরাহ ৬০ শতাংশের বেশি কমিয়েছে ভারতের সবচেয়ে বড় বেসরকারি বিদ্যুৎ কোম্পানি আদানি পাওয়ার। বকেয়া ৮৫০ মিলিয়ন ডলার আদায়ে এমন পদক্ষেপ নিয়েছে তারা। বাংলাদেশের পাওয়ার গ্রিড অপারেটর ও এ সংক্রান্ত আরও দুটি সূত্র রয়টার্সকে এসব তথ্য জানিয়েছে। এর আগে ভারতীয় গণমাধ্যম টাইমস অব ইন্ডিয়ার এক প্রতিবেদনে বলা হয়, ৭ নভেম্বরের মধ্যে ৮৫০ মিলিয়ন ডলার বকেয়া পরিশোধের জন্য বাংলাদেশকে আলটিমেটাম দিয়েছে আদানি পাওয়ার। গত ৩১ অক্টোবর বকেয়া পরিশোধের নির্ধারিত সময়সীমা পার হওয়ার পর বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিপিডিবি) কৃষি ব্যাংকের মাধ্যমে ১৭০ মিলিয়ন ডলারের ঋণপত্র খোলার চেষ্টা করেছিল। পিডিবি কৃষি ব্যাংকের মাধ্যমে এলসি ইস্যু করেছিল। কিন্তু এটি বিদ্যুৎ কেনার চুক্তি অনুযায়ী ছিল না। এজন্য ডলার সংকটকে অন্যতম কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়। এদিকে পূর্ব ভারতের ঝাড়খণ্ড রাজ্যের ১৬০০ মেগাওয়াট ক্ষমতার গোড্ডা প্লান্ট থেকে ঢাকায় বিদ্যুৎ রপ্তানি করা আদানি পাওয়ার আগস্টের শুরুতে সরবরাহ ১৪০০ থেকে ১৫০০ মেগাওয়াট থেকে কমিয়ে ৭০০ থেকে ৭৫০ মেগাওয়াটে নামিয়ে আনে। পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের (বিপিডিবি) এক কর্মকর্তার মতে, গত বৃহস্পতিবার সরবরাহ আরও কমিয়ে প্রায় ৫২০ মেগাওয়াটে নামিয়ে আনা হয়। বকেয়া পরিশোধ ত্বরান্বিত করা এবং গত ৭ নভেম্বর আদানি বকেয়া

পরিশোধের সময়সীমা তুলে নিলেও বাংলাদেশে বিদ্যুৎ সরবরাহ ক্রমান্বয়ে কমছে। রয়টার্স এক প্রতিবেদনে জানায়, বাংলাদেশ আদানির জন্য ১৭০ মিলিয়ন ডলারের ঋণপত্র খুলেছে এবং অর্থ পরিশোধ ত্বরান্বিত করেছে।

বিদ্যুৎ সরবরাহ হ্রাস এবং এ বিষয় সম্পর্কে রয়টার্সের প্রশ্নের জবাব দেয়নি আদানি পাওয়ার। তবে আদানি পাওয়ারের একটি সূত্র রয়টার্সকে জানিয়েছে, বকেয়া পরিশোধের বিষয়টি মাথায় রেখে বাংলাদেশ থেকে চাহিদার ভিত্তিতে পর্যায়ক্রমে বিদ্যুৎ সরবরাহ কমানো হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী, অক্টোবরে আদানিকে ৯০ মিলিয়ন ডলার দিয়েছে বাংলাদেশ। কিন্তু আগের মাস গুলোতে যেখানে প্রতিমাসে বিল বাবদ ৯০ থেকে ১০০ মিলিয়ন ডলার করে দেওয়ার চুক্তি রয়েছে সেখানে মাত্র ২০ থেকে ৫০ মিলিয়ন ডলার করে দেওয়া হয়েছে। আদানির কাছ থেকে বাংলাদেশ প্রতি ইউনিট বিদ্যুৎ কেনে ১০ থেকে ১২ টাকায়। ইন্দোনেশিয়া এবং অস্ট্রেলিয়া থেকে কয়লা কেনার দামও এর সঙ্গে সম্পর্কিত।

গ্যাস আমদানির পথ থেকে সরে আসার সুযোগ রয়েছে, গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশ তার জ্বালানি ভবিষ্যতের এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছে। এই মুহূর্তে ব্যয়বহুল ও দূষণকারী জীবাশ্ম জ্বালানি গ্যাস আমদানির বর্তমান পথ থেকে সরে আসার একটা সুবর্ণ সুযোগ রয়েছে। বিদেশিদের তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) বাংলাদেশের জন্য জলবায়ু ঝুঁকি তৈরি করছে। আমদানি করা গ্যাস ইতোমধ্যেই বিদ্যুৎ সংকট এবং রোলিং ব্ল্যাকআউটের দিকে ঠেলে দিয়েছে। গতকাল শনিবার জাতীয় প্রেসক্লাবের তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া হলে এক আয়োজনে 'ব্যয়বহুল এলএনজির বিস্তার: বিদেশিদের এলএনজি সংক্রান্ত স্বার্থ যেভাবে বাংলাদেশের জন্য জলবায়ু ঝুঁকি তৈরি করছে' শিরোনামে গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করে মার্কেট ফোর্সেস, ফসিল ফ্রি চট্টগ্রাম, ওয়াটারকিপার্স বাংলাদেশ এবং ধরিত্রী রক্ষায় আমরা (ধরা)। ওই প্রতিবেদনে এসব তথ্য উঠে এসেছে। প্রতিবেদনে বলা হয়, এখন বাংলাদেশ পরিবেশবান্ধব, সবুজ ও নবায়নযোগ্য জ্বালানির দিকে অগ্রসর হতে পারে। এটা পরিবেশের সুরক্ষা নিশ্চিত করার

৭-এর পাতায় দেখুন

সাফজয়ীদের দেড় কোটি টাকা পুরস্কার ঘোষণা বাফুফের

স্পোর্টস ডেস্ক : বাফুফের নতুন কমিটির প্রথম সভা হয়েছে আজ (শনিবার)। রেকর্ড সংখ্যক ২৮টি এজেন্ডা থাকলেও সভা খুব বেশি দীর্ঘায়িত হয়নি। সকাল সাড়ে ১০টায় শুরু হওয়া সভার ব্রিফিং হয়েছে দুপুর আড়াইটার দিকে। যেখানে সাফ চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশ দলকে দেড় কোটি টাকা পুরস্কার প্রদানের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। বাফুফের সদস্য আমিরুল ইসলাম বাবু সভা শেষে ব্রিফিং করেন। তিনি উপস্থিত সাংবাদিকদের বলেন, 'সাফ চ্যাম্পিয়ন নারী দলকে বাফুফের পক্ষ থেকে দেড় কোটি টাকা প্রদান করা হবে। আমরা খুব শিগগিরই একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আপনাদের সামনে এটি প্রদান করব।' শুধু খেলোয়াড় নয়, দলের সঙ্গে থাকা সবাই এই পুরস্কারের আওতায় আছেন বলে জানিয়েছেন বাবু, 'যারা এই দলের সঙ্গে ছিল, প্রতিটি সদস্য বাফুফের এই পুরস্কার পাবে।' বাফুফের আর্থিক সংকট অনেক। মেয়েদের বেতনই মাঝে-মধ্যে বকেয়া পড়ে যায়। সেখানে বাফুফের পক্ষ থেকে দেড় কোটি টাকা পুরস্কার প্রদান বেশ কষ্টসাধ্যই। এই প্রসঙ্গে বাবু বলেন, 'আমরা দেড় কোটি টাকা শিগগিরই সংগ্রহ করব। সংগ্রহ হওয়া মাত্রই আমরা সেটি নারী ফুটবল দলকে প্রদান করব।'

বাফুফের তহবিল সংকট থাকলেও ফেডারেশনের কর্মকর্তারা অবশ্য বিত্তশালী। বাফুফের নির্বাচিত ব্যক্তিবর্গের মাধ্যমেই সাবিনাদের বোনাসের অর্থ প্রদান করা হবে বলে জানা গেছে। এর আগে ২০২২ সালেও সাবিনারা সাফ চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন। সেই সময় বাফুফের

৭-এর পাতায় দেখুন

নাট্যকর্মীদের ওপর হামলার ঘটনায় ক্ষোভ

স্টাফ রিপোর্টার : দেশে নিরাপদে শিল্প সংস্কৃতি চর্চার সুযোগ না থাকার অভিযোগ এবং নাট্যকর্মীদের ওপর হামলার ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার প্রতি অনেকগুলো প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন নাট্যকর্মী তথা গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশনের নেতারা। দিয়েছেন ১৫ নভেম্বরের আগে এসবের জবাব ও সমাধানের আল্টিমেটামও। গতকাল শনিবার বেলা ১১টার দিকে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির সেমিনার কক্ষে জরুরি সংবাদ সম্মেলন করেছেন বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশনের নেতারা। এতে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক কামাল বায়েজিদ, নাট্যজন ঝুনা চৌধুরী, মাসুম রেজাসহ অনেকেই। সম্মেলনে প্রধান উপদেষ্টার প্রতি নাট্যকর্মীদের প্রশ্নগুলো এমন, নাটকের মানুষ এমন কি করেছে? দুষ্কৃতকারীরা কারা? তাদের অভিযোগটা কী? সংস্কৃতিকর্মীরা কি আওয়ামী লীগের দোসর? এদেশে নিরাপদে শিল্প সংস্কৃতি চর্চা করতে পারব কি না? এমন অসংখ্য প্রশ্ন তোলা হয় জরুরি সম্মেলনে। অভিযোগ তোলা হয়

৭-এর পাতায় দেখুন

কাস্টমস আইনের ৮২ ধারা বাতিল চায় বিটিএমএ

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস অ্যাসোসিয়েশন (বিটিএমএ) মনে করে, চলমান ব্যবসায়িক মন্দা ও নানা বিরূপ পরিস্থিতি বিবেচনায় কাস্টমস আইন, ২০২৩-এর ৮২ ধারা বাতিল বা যৌক্তিক করা উচিত। এ বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে (এনবিআর) চিঠি দিয়েছে সংগঠনটি। কাস্টমস আইনের ৮২ ধারায় পণ্য ঘোষণায় প্রদত্ত তথ্যের সঠিকতা এবং সম্পূর্ণতার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। পাশাপাশি, উপস্থাপিত যে কোনো দলিলের সত্যতা, প্রদেয় সব শুল্ক-কর প্রদান ও অন্যান্য চার্জের বিষয়ে বাধ্যবাধকতার কথা বলা আছে। ৮২ ধারায় সংঘটিত অপরাধের জন্য আইনের ১৭১ এর ১৯ ধারায় জরিমানা ন্যূনতম ৫০ হাজার টাকা

৭-এর পাতায় দেখুন

রাজশাহী চীন সম্মেলন কেন্দ্রে এশিয়ান আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা ২০২৪ অনুষ্ঠিত হয়। ১৭ দিনব্যাপী বাণিজ্য মেলা চলবে। বাণিজ্য মেলার বিভিন্ন স্তর ঘুরে দেখছেন ক্রেতারা। ছবিটি শনিবার তোলা।

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন শক্তিশালী করার তাগিদ

স্টাফ রিপোর্টার : দেশের মানুষের স্বাস্থ্যঝুঁকি, আর্থসামাজিক অবক্ষয় ও যাবতীয় ক্ষতির কথা বিবেচনা করে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন শক্তিশালী করা এবং তার প্রয়োগ নিশ্চিত করা জরুরি। গতকাল শনিবার দুপুরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে (ঢাবি) আয়োজিত এক আলোচনা সভায় এই মন্তব্য করেন বক্তারা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতি (ডুজা) এবং ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন অব দি রুরাল পূয়র-ড্রপ যৌথভাবে আলোচনা সভাটি আয়োজন করে। সভায় তামাক নিয়ন্ত্রণের জন্য ডব্লিউএইচও ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোবাকো কন্ট্রোল-এফসিটিসির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের প্রণীত খসড়ার সংশোধনীতে ৬টি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব

৭-এর পাতায় দেখুন

রিমান্ড শেষে কারাগারে মেনন, ইনু ও পলক

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর যাত্রাবাড়ী এলাকায় ইমন হোসেন গাজী নামে এক যুবককে হত্যার মামলায় সাবেক মন্ত্রী রাশেদ খান মেনন, হাসানুল হক ইনু ও জুনায়েদ আহমেদ পলককে রিমান্ড শেষে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। শনিবার (৯ নভেম্বর) সাত দিনের রিমান্ড শেষে তাদের আদালতে হাজির করে কারাগারে আটক রাখার আবেদন করেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা যাত্রাবাড়ী থানার সাব-ইন্সপেক্টর মো. মাহাবুল ইসলাম। আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আওলাদ হোসাইন মুহাম্মদ জোনাইদ তাদের কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন। যাত্রাবাড়ী থানার আদালতের সাধারণ নিবন্ধন শাখার সাব-ইন্সপেক্টর মো. আসাদুজ্জামান এতথ্য নিশ্চিত করেন। গত ২ নভেম্বর তাদের সাত দিনের রিমান্ড

৭-এর পাতায় দেখুন

আ. লীগ লুণ্ঠনকারী দল, তাই দেশ ছেড়ে পালিয়েছে : ডা. জাহিদ

স্টাফ রিপোর্টার : বিএনপির স্থায়ী কিমিটির সদস্য ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন বলেছেন, আওয়ামী লীগ লুণ্ঠনকারী দল। তারা দেশের জনগণকে ভয় পায়। তাই ৫ আগস্ট জনগণের ভয়ে দেশ ছেড়ে পালিয়েছে। পক্ষান্তরে বিএনপি জনগণের দল। শহীদ জিয়া ষড়যন্ত্রকারীদের হাতে নিহত হওয়ার পরও ১৯৯১ বিএনপির সংখ্যা গরিষ্ঠ আসনে জয়লাভ করে। গতকাল শনিবার দুপুরে দিনাজপুরের হাকিমপুর মহিলা কলেজে উপজেলা বিএনপির কর্মী সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন। এসময় উপস্থিত ছিলেন, হাকিমপুর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ফেরদৌস রহমান, দিনাজপুর জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক বখয়িার রহমান কচি, হাকিমপুর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক শাখাওয়াত হোসেন শিল্পি,

৭-এর পাতায় দেখুন

রিমান্ড শেষে কারাগারে তাপস ও শমী কায়সার

স্টাফ রিপোর্টার : উত্তরা পূর্ব থানার হত্যাচেষ্টা মামলায় বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল গান বাংলার চেয়ারম্যান কৌশিক হোসেন তাপস ও অভিনেত্রী শমী কায়সারকে কারাগারে পাঠিয়েছে আদালত। গতকাল শনিবার ঢাকা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট জিএম ফারহান ইশতিয়াক এ আদেশ দেন। এর আগে পুলিশের হেফাজত থেকে তাদের আদালতে আনা হয়। এরপর সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে মামলার তদন্ত কর্মকর্তা ও উত্তরা পূর্ব থানার সাব-ইন্সপেক্টর মো. মহিববুল্লাহ আসামিদের কারাগারে আটক রাখার আবেদন করেন। আসামি পক্ষের আইনজীবী জামিন আবেদন করেন। রাষ্ট্র পক্ষ জামিনের বিরোধিতা করে। শুনানি শেষে বিচারক কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন। গত ৬ নভেম্বর তাদের ৩ দিনের রিমান্ড দেয় আদালত। এর আগে ৩ নভেম্বর রাতে রাজধানীর উত্তরা থেকে তাপসকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। গত ৫ নভেম্বর রাতে রাজধানীর উত্তরা থেকে অভিনেত্রী

৭-এর পাতায় দেখুন

পাকিস্তানে রেলওয়ে স্টেশনে ভয়াবহ বিস্ফোরণ, নিহত ২৪

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : পাকিস্তানের কোয়েটায় রেলওয়ে স্টেশনে ভয়াবহ বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত ২৪ জন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন ৪০ জনের মতো। প্রাথমিক প্রতিবেদনে বলা হচ্ছে, রেলওয়ে

স্টেশনের বুকিং অফিসে বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। সেখানে অনেক মানুষের উপস্থিতি ছিল। যার করণে হতাহতের সংখ্যা অনেক বেশি। এরই মধ্যে পুলিশ ও উদ্ধারকর্মীরা বিস্ফোরণের স্থানে পৌঁছেছেন। তাছাড়া পরিস্থিতি সামাল দিতে কোয়েটার সিভিল হাসপাতালে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছে। অতিরিক্ত ডাক্তার ও সহায়তা কর্মীদেরও ডাকা হয়েছে সেখানে। এদিকে কোয়েটার কমিশনার হামজা শাফকাত নিশ্চিত করেছেন যে বিস্ফোরণটি আত্মঘাতী টাইপের। কমিশনার বলেন, লাগেজে করে বোম নিয়ে স্টেশনে প্রবেশ করা হয়। কোনো ব্যক্তির যদি ইচ্ছা থাকে যে তিনি আত্মঘাতী হামলা চালাবেন তাহলে সেটা থামানো অনেক কঠিন। কর্মকর্তরা জানিয়েছেন, আহতদের মধ্যে বেশ কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। ফলে নিহতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে।

ছাত্র আন্দোলনে আহত রানা বিনা চিকিৎসায় পড়ে আছেন গ্যারেজে

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি : নারায়ণগঞ্জে ছাত্র-জনতার আন্দোলন চলাকালে গত ১৯ জুলাই গুলিবিদ্ধ হন ফতুল্লার সস্তাপুর এলাকার বাসিন্দা রানা। গুলিতে তার নাড়িভুঁড়ি ছিঁড়ে যায়। পরে দুই দফা অস্ত্রোপচার করলেও আজও তিনি সুস্থ হননি। যন্ত্রণায় প্রতিনিয়ত কাতরাচ্ছেন তিনি। রানা বিয়ে করলেও স্ত্রী ছেড়ে চলে গেছেন অনেক আগেই। গার্মেন্টস কর্মী তার ছোট বোন মাঝে মাঝে সাধ্যমতো সহযোগিতা করে থাকেন। কিন্তু এ টাকায় তার পরিপূর্ণ চিকিৎসা হচ্ছে না। একটি গ্যারেজে দিন কাটছে তার। রানার সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, গত ১৯ জুলাই আন্দোলন চলাকালে অস্ত্রের মহড়া দিচ্ছিলেন নারায়ণগঞ্জ-৪ আসনের সাবেক এমপি শামীম ওসমান ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা। এসময় গুলিবিদ্ধ হন রানা। পরে ফতুল্লা থানা স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম-আহ্বায়ক এস কে শাহীন তাকে উদ্ধার করে খানপুর ৩০০ শয্যা

৭-এর পাতায় দেখুন

প্রকৃতিতে শীতের আমেজ

স্টাফ রিপোর্টার : দূর্বা ঘাসে মাকড়সার জাল। সূর্যের আলো পড়তেই চিকচিক করে উঠছে শিশিরবিন্দু। সঙ্গে বয়ে যাওয়া হিমেল হাওয়া কানে কানে বলছে শীত এসেছে। শহুরে জীবনে সেভাবে না বোঝা গেলেও গ্রামীণ জনপদে এই আমেজটা এখন বেশি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সকালে জানালা খুললেই দেখা মিলছে কুয়াশার। হিমেল পরশ গায়ে মেখে কাজে মেতে উঠছেন পল্লীবধূ। ধোঁয়া ওঠা গরম ভাত আর হরেক পদের তরকারিতে চলছে সকালের আতিথেয়তা। পাড়া-মহল্লার দোকানে চোখে পড়ছে লেপ-তোশক তৈরির চিত্র। কোথাও আবার দেখা যাচ্ছে, গাছ থেকে পাতা ঝরছে। ঝরছে শিউলি ফুলও। ভোরের সোনারাঙা রোদে গ্রামের ছোট্ট বাজারে চায়ের দোকানে বসছে জটলা। এক কাপ চায়ে চনমনে হয়ে উঠছে সবার মন। কোথাও আবার ঢেঁকির ছন্দে চলছে নতুন চালের গুড়া তৈরির কাজ। গাছিরাও ব্যস্ত খেজুর গাছ কাটতে। এমন অবস্থায় শীতের কাপড়ের ব্যবহার শুরু না হলে শেষ রাতে গায়ে কাঁথা চাপাচ্ছেন অনেকেই। তারা বলছেন, দিনের বেলায় খুব একটা অনুভূত না হলেও সন্ধ্যা নামার পর থেকে ভোর পর্যন্ত ঠিকই টের পাওয়া যায় শীত আস্তে আস্তে আসছে। তাছাড়া শরীরের ত্বকেও টান পড়ছে, শুষ্ক হয়ে যাচ্ছে ঠোঁট। রাজধানীর

বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখা গেছে, কোথাও কোথাও শীতের পোশাক বিক্রি হচ্ছে, ফুটপাতে বসেছে মুখরোচক পিঠাপুলির পসরা। পাশাপাশি বাজারে মিলছে শীতকালীন টাটকা সবজিও। এদিকে আগামী তিন মাসের (নভেম্বর, ডিসেম্বর ও জানুয়ারি) দীর্ঘমেয়াদি আবহাওয়া পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, এই সময় সামগ্রিকভাবে দেশে স্বাভাবিক বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা আছে। বঙ্গোপসাগরে ২ থেকে পাঁচটি লঘুচাপ সৃষ্টি হতে পারে। এরমধ্যে ১ থেকে দুটি নিম্নচাপ অথবা ঘূর্ণিঝড়ে রূপ নিতে পারে। এ ছাড়া আগামী তিন মাসে দিন ও রাতের তাপমাত্রা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেতে পারে। তবে দিন ও রাতের তাপমাত্রা স্বাভাবিক অপেক্ষা কিছুটা বেশি থাকতে পারে। একইসময়ে শেষরাত থেকে সকাল পর্যন্ত দেশের উত্তর, উত্তরপশ্চিমাঞ্চল, মধ্যাঞ্চল ও নদ-নদী অববাহিকায় মাঝারি অথবা ঘন কুয়াশা এবং অন্যত্র হালকা থেকে মাঝারি

৭-এর পাতায় দেখুন

ট্রাফিক আইন লঙ্ঘনে দুদিনে জরিমানা ৭৬ লাখ টাকা, মামলা ২১৬৬

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় গত দুইদিন ট্রাফিক আইন লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করে ৭৬ লাখ ২৮ হাজার ২০০ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। এ সংক্রান্তে ২১৬৬টি মামলা করেছে ডিএমপির ট্রাফিক বিভাগ। গতকাল শনিবার ডিএমপির মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশনস্স বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এসব তথ্য জানান। ডিসি মুহাম্মদ তালেবুর রহমান বলেন, ৭ ও ৮ নভেম্বর ট্রাফিক আইন লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করে ৭৬ লাখ ২৮ হাজার ২০০ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। এ সংক্রান্তে ২১৬৬টি মামলা করেছে ডিএমপির ট্রাফিক বিভাগ। এছাড়া দুইদিনে অভিযানকালে ১৮৪টি গাড়ি ডাম্পিং ও ৯৪টি গাড়ি রেকার করা হয়েছে। ঢাকা মহানগর এলাকায় ট্রাফিক শৃঙ্খলা রক্ষায় ডিএমপির ট্রাফিক বিভাগের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেও জানান ডিএমপির এ কর্মকর্তা।

সম্পাদক ও প্রকাশক : মোহাম্মদ আলী কর্তৃক গাজী ভবন (৩য় তলা), প্লট : ৩৫, রোড : ২, ব্লক : খ, সেকশন : ৬, মিরপুর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। তুহিন প্রেস, ২১৯/২, ফকিরাপুল (১ম গলি), মতিঝিল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।
ফোন : ০৯৬৩৮-৩৬০৭৪৩, **ই-মেইল :** news.manabikbangladesh@gmail.com, **ওয়েবসাইট :** www.manabikbangladesh.com.

গাজীপুরে ১০ ঘণ্টা ধরে মহাসড়কে

থেকে বিভিন্ন খাবার কিনে খেয়েছি, কিন্তু আমার বাচ্চা তো দোকান থেকে কেনা কিছু খায় না। তাকে নিয়েই বিপদে আছি। সে খুব কান্নাকাটি করছে। বাচ্চা ও স্ত্রী নিয়ে বিকল্প পথে যাওয়ার কোনো অবস্থাও নেই। চালক কালাম মিয়া বলেন, সকাল সাড়ে ৯টা থেকে যানজটে বসে আছি। আন্দোলনকারীরা প্রথমেই আমার গাড়ি আটকিয়েছে। গাড়ি নিয়ে পেছনে ফিরে যাবো তারও কোনো সুযোগ নেই। আরেক যাত্রী মেহেদী হাসান বলেন, সকাল পৌনে ১০টায় আমার গাড়ি আটকিয়েছেন। আমার ছয় মাসের বাচ্চাসহ চারজন মহিলা গাড়ির ভেতরে আছে। এরকম নাকি আরও দু-তিনবার করছে। সরকারের উচিত একটা সমঝোতা করা। গাজীপুর শিল্পপুলিশ ও শ্রমিকরা জানান, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের মালিকের বাড়ি এলাকায় টি এন জেড অ্যাপারেলস লিমিটেড নামের একটি পোশাক তৈরি কারখানা রয়েছে। ওই কারখানার শ্রমিকদের বেতন-ভাতা না দিয়ে কর্তৃপক্ষ কারখানা বন্ধ রেখেছে। এ নিয়ে শ্রমিকরা দীর্ঘদিন ধরেই তাদের বেতন পরিশোধের দাবি জানিয়ে আসছিল। কিন্তু কারখানা কর্তৃপক্ষ তা পরিশোধ করেননি। পরে মঙ্গলবার সকালে শ্রমিকরা কারখানার সামনে জড়ো হতে থাকেন। এক পর্যায়ে তারা মালেকের বাড়ি কলম্বিয়া মোড় এলাকায় ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন। খবর পেয়ে পুলিশ ও সেনাবাহিনী ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করছে।

আইএইচটিতে সিনিয়রদেও হামলায়

পুরোপুরি অস্বীকার করে শনিবার দুপুরে তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী নাবিল ইসলাম বলেন, এ ধরণের কোন বিষয় আমার জানা নেই। বৈষম্যবিরোধী মেডিক্যাল টেকনোলজি ও ফার্মেসি ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ বরিশাল আইএইচটি শাখার আহবায়ক সুলতান আবিদ হাসান বলেন, ক্যাম্পাসে একটি ঝামেলা হয়েছে বলে শুনেছি। খবর পেয়ে কলেজ অধ্যক্ষ ঘটনাস্থলে এসেছিলেন। তিনি পরবর্তী কর্মদিবসে বিষয়টি নিয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন বলে জানিয়েছেন। সদস্য সচিব মো. জিদান বলেছেন, দুই গ্রুপ শিক্ষার্থীর মধ্যে ঝামেলা হওয়ার বিষয়টি শুনেছি। এটি ক্যাম্পাসের অভ্যন্তরীণ ঘটনা। অপরদিকে লিখিত অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের কথা জানিয়েছে থানা পুলিশ। তবে কলেজ প্রশাসনের পক্ষ থেকে কেউ এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি।

থানা পর্যায়ে নাগরিক কমিটি গঠন

আক্তার, মো. রফিকুল ইসলাম (রুবেল), মো. মহসিন, মো. রুহুল আমিন, মো. আছিফ হোসেন, মো. সাহলম গাজী, মো. রাতুল, ইয়াসমিন জাহান। এছাড়াও রয়েছে- মাওলানা হেলাল উদ্দিন, মুফতি রিদওয়ান হাসান, মো. রাসেল, বাছির আলম, শাহ আলম, মো. পিংকু, নাহিদুল ইসলাম আসিফ, মিম আক্তার, আতিকা জান্নাত, মো. রবিন, কামাল উদ্দিন, মো. রুবেল, তানিয়া আফরোজা, ফেরদৌস বোখারী, মো. ছাব্বির হোসেন, মো. সোলাইমান, মো. আমির, মো. ইয়াসিন, স্বপ্না আক্তার, মোখলেসুর রহমান, মোবারক হোসেন, রুবিয়া আক্তার, মো. সাগর, নাজমা সুলতানা, ইঞ্জিনিয়ার নজরুল, তাহমিনা আক্তার, সুমি আক্তার, মিন্টু চন্দ্র দাস, সাগর ও মোক্তাদিক হোসেন।

কার্টার সেন্টার-এফবিসিসিআইর সঙ্গে

নভেম্বর দুপুর আড়াইটায় বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশনের সঙ্গে এবং ১৮ নভেম্বর সকাল সাড়ে ১১টায় জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি বা ইউএনডিপ্পির প্রতিনিধিদলের সঙ্গে আলোচনায় বসার কথা আছে কমিশনের, তিনি জানান। এর আগে ২৪ অক্টোবরে অংশীজনদের সঙ্গে বৈঠকে বসার ধারাবাহিকতায় সুপ্রিম কোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের সাত সদস্যের প্রতিনিধিদলের সঙ্গে বৈঠক করে বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন। সেখানে উপস্থিত ছিলেন, সুপ্রিম কোর্ট বারের সাবেক সভাপতি সিনিয়র অ্যাডভোকেট জয়নুল আবেদীন, অ্যাডভোকেট সুব্রত চৌধুরী, ব্যারিস্টার মো. বদরুদ্দোজা বাদল, ব্যারিস্টার মো. রুহুল কুদ্দুস কাজল, অ্যাডভোকেট মনজিল মোরসেদ, ব্যারিস্টার কায়সার কামাল ও মো. আফজাল এইচ খান। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি এটর্নি জেনারেল ব্যারিস্টার মো. মাহফুজুর রহমান মিলন এবং কমিশনের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা। দ্রুতই এসব বিষয়ে গণমাধ্যম ও জনগণকে অবহিত করার স্বার্থে কমিশনের ওয়েবসাইটটি চালু করার কাজ চলছে।

বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া

সকাল পর্যন্ত খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের দুয়েক জায়গায় বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। এছাড়া দেশের অন্যত্র অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে। সারা দেশে রাত এবং দিনের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। বর্ধিত পাঁচ দিনের আবহাওয়ার সামান্য পরিবর্তন হতে পারে।

‘নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগের হাতে

এবং কিছু সন্ত্রাসী ঘটনায় সংগঠনটির নেতাকর্মীদের অপরাধ আদালতেও প্রমাণিত হয়েছে।

যেহেতু ১৫ জুলাই থেকে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে বাংলাদেশ ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা আন্দোলনরত ছাত্রছাত্রী ও সাধারণ জনগণকে উন্মত্ত ও বেপরোয়া সশস্ত্র আক্রমণ করিয়া শতশত নিরপরাধ শিক্ষার্থী ও ব্যক্তিদের হত্যা করিয়াছে এবং আরও অসংখ্য মানুষের জীবন বিপন্ন করেছে। যেহেতু সরকারের নিকট যথেষ্ট তথ্য-প্রমাণ আছে, গত ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পরও বাংলাদেশ ছাত্রলীগ রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রমূলক, ধ্বংসাত্মক ও উসকানিমূলক কর্মকাণ্ড এবং বিভিন্ন সন্ত্রাসী কার্যের সহিত জড়িত।

সেহেতু সরকার ‘সন্ত্রাসবিরোধী আইন, ২০০৯’ এর ধারা ১৮ এর উপ-ধারা (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠন ‘বাংলাদেশ ছাত্রলীগ’-কে নিষিদ্ধ ঘোষণা করিল এবং ওই আইনের তফসিল-২ এ ‘বাংলাদেশ ছাত্রলীগ’নামীয় ছাত্র সংগঠনকে নিষিদ্ধ সত্তা হিসেবে তালিকাভুক্ত করল।

লেবানন থেকে মঙ্গলবার ফিরবেন

জন্য সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছে বাংলাদেশের দূতাবাস।

৪৫ টাকার আলু বিক্রি

পরিচালক আব্দুল জব্বার মন্ডল। অভিযানকালে পাইকারি পর্যায়ে প্রতি কেজি আলু ৬২ থেকে ৬৩ টাকা কেজি দরে বিক্রি হতে দেখেন জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদফতর। পাইকারি আলুর আড়তদার ব্যবসায়িদের ক্রয় ও বিক্রয় রশিদ দেখতে চান ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদফতর।

এসময় আড়ত ব্যবসায়িদের ক্রয় ও বিক্রয় রশিদ না থাকা ও ব্যবসায়িদের কথা মতন অলুর ক্রয়মূল্যের সাথে বিক্রয় মূল্যের অসামঞ্জস্য থাকায় তিনজন আলুর আড়তদার ব্যবসায়িকে ১৫ হাজার করে মোট ৪৫ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। একই সঙ্গে দোকানিদেরকে এখন থেকে আইন মানার শর্তে ক্ষমা ও যৌক্তিক মূল্যে স্বল্প লাভে জনসাধারণের কাছে বিক্রির নির্দেশনা দেন জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদফতর।

অভিযান শেষে আব্দুল জব্বার মন্ডল বলেন, আজকে আলুর উপরে আমরা বিশেষ অভিযান পরিচালনা করেছি। আমাদের কাছে যে তথ্য রয়েছে এবং আজকে যে আমাদের ফাইন্ডিংস একই রকমের। সেটি এমন যে যেখান থেকে আলুগুলো কেনা হয়েছে সেই ক্যাশ মেমো তারা দেখাতে পারছে না। ফলে বরাবরের মতই এই কেনা দাম অন্ধকারেই থেকে যাচ্ছে। এই আড়তদাররা যাদের কাছে আলুগুলো বিক্রি করছেন তাদের ক্যাশ মেমো দেয়ার বিধান ছিল সেটিও প্রতি পালন করা হচ্ছে না। দুই থেকে চার জনকে পাঁকা ক্যাশমেমো দেয়া হয়েছে বাকি কাউকেই ক্যাশ মেমো দেয়া হয়নি। ব্যবসায়িদের ভাষ্য অনুযায়ী কাঁচামাল বিক্রেতা নাকি আইন মেনে ব্যবসা করতে পারেন না। তিনি আরও জানান, আমাদের উপস্থিতিতে তারা জানালেন ৫৮ টাকা করে বিক্রির নির্দেশনা পেয়েছেন। কিন্তু দুই থেকে ৪ জনকে যে বিক্রির পাঁকা ক্যাশমেমো দিয়েছেন সেখানে আমরা দেখলাম ৬২ বা ৬৩ টাকা করে বিক্রি করেছেন। অর্থাৎ কেজি প্রতি প্রায় ৫ টাকা করে অতিরিক্ত মুনাফা লাভ করছেন। আমরা অভিযানের পর এখন ব্যবসায়িরা ৫৮ টাকা করে মূল্য তালিকা প্রদর্শন করেছেন এবং ৫৮ টাকা করে বিক্রি করছেন। আরেকটি বিষয় আমরা দেখলাম খুচরা বিক্রেতারা আমাদের উপস্থিতি জানতে পেরে আমরা যেখানে যাচ্ছি সেখান থেকে তারা দোকান ফেলে রেখেই চলে যাচ্ছে। খুচরা পর্যায়ে তারা কোন দামে বিক্রি করছেন সেটিও মনিটরিং করতে আমরা এখানে এসেছিলাম কিন্তু সেটি আমরা পারলাম না। এই কারওয়ানবাজার থেকে ঢাকা মহানগরীর যে অন্যন্য বাজারগুলো আছে তারাও আলু এখান থেকেই কিনে থাকে। যেহেতু এই কারওয়ান বাজার থেকে পাঁকা রশিদ দেয়া হচ্ছেনা সেহেতু আমরা যখন অন্যন্য বাজারে অভিযান পরিচালনা করে থাকি তখন তারা বলেন কারওয়ান বাজার থেকে আমরা আলু কিনেছি কিন্তু পাঁকা ক্যাশমেমো দেয়া হয়নি। কী দামে কিনেছেন জানতে চাইলে তারা বলেন বেশি দামে কিনেছি। আসলে আমরা অন্ধকারের ভেতরেই থেকে যাচ্ছি। এসকল কারনেই আসলে আলুর দামটা বৃদ্ধি পেয়েছে বলে আমাদের মনে হচ্ছে। আমরা তাদের কাছ থেকে কমিটমেন্ট নিয়েছি, তারা জানিয়েছেন আজকে থেকেই তারা পাঁকা ক্যাশমেমো দিবেন এবং যেখান থেকে পণ্য কিনেছেন সেখান থেকেও তারা পাঁকা ক্যাশমেমো সংগ্রহ করবেন। যদি কেউ পাঁকা ক্যাশমেমো দিতে রাজি না হয় তাহলে সেই তথ্য আমাদের কাছে জানাবেন। আমরা তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিবো। এছাড়া, ক্রয় বিক্রয়ের পাঁকা ক্যাশ মেমো না থাকা ও বেশি মূল্যে বিক্রির কারনে তিনটি প্রতিষ্ঠানকে ৪৫ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আড়তদাররা মূলত এই অভিযোগ করে বার বার। এক হচ্ছে তারা বলেন খুচরা ব্যবসায়িরা বেশি দাম রাখছেন আর দ্বিতীয় হচ্ছে কোল্ডস্টোরেজ থেকে তাদের কাছে বেশি দামে বিক্রি করা হচ্ছে এবং তারা পাঁকা ক্যাশমেমো দিচ্ছে না। তখন আমরা তাদের তথ্য চাইলে তারা তথ্য দিতে পারেন না। তার মানে এরা (আড়তদাররা) নিজেরাই দাম বৃদ্ধিতে জড়িত বলে আমাদের মনে হচ্ছে। সরকার নির্ধারিত যে দাম সেই দামের অতিরিক্ত তারা বিক্রি করছে। আসলে নিয়মটা এমন কিনা যে তারা বেশি দামে কিনে এনেছেন তাই বিক্রি করছেন নাকি নির্ধারিত দামেই বিক্রি করতে হবে এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, তারা যদি ৫৮ টাকা কেজি প্রতি বিক্রি করেন তাহলেও তাদের একটা যৌক্তিক লাভ থাকবে। কিন্তু তারা অযৌক্তিক ভাবে সেই ৫৮ টাকার আলু বিক্রি করছেন ৬৩ টাকা। যদিও সরকারের বেঁধে দেয়া দাম হচ্ছে ৪৫ টাকা। আসলে ৪৫ টাকা কেজি দরেই বিক্রি করার কথা ছিল কিন্তু তাদের কেনা যেহেতু একটু বেশি দামে তাই বেশি দামে বিক্রি করতে হচ্ছে বলে জানাচ্ছেন তারা। কিন্তু কোন রেটে (দামে) তারা কিনেছেন সেই তথ্য তারা দিতে পারেননি। আমরা চেষ্টা করছি কারা এই কারসাজি করে মূল্য বৃদ্ধির পেছনে কাজ করছেন, কারা এর পেছনে জড়িত তাদেরকে খুজে বের করে আইনের আওতায় নিয়ে আসার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। এছাড়া, এই অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেও জানিয়েছেন ভোক্তা অধিদফতর কর্মকর্তা।

আইসিএসসির সদস্য নির্বাচিত হলেন

পাঠানো বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, গত শুক্রবার নির্বাচিত হওয়ার পর রাষ্ট্রদূত ও স্থায়ী প্রতিনিধি মুহিত বলেন, বাংলাদেশের এই জয়, প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে বাংলাদেশ ২.০ এর প্রতি জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রগুলোর আস্থা ও বিশ্বাস এবং জাতিসংঘে বাংলাদেশের সক্রিয় ভূমিকা ও অবদানেরই স্বীকৃতি। আইসিএসসি হলো জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটি স্বাধীন বিশেষজ্ঞ কমিশন, যা ১৫ সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত। জাতিসংঘের মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা, ক্ষতিপূরণ দেওয়া, কর্মীদের প্রাপ্যতা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত এবং সুপারিশের কাজ করে থাকে এই কমিশন। পেশাদার কূটনীতিক, রাষ্ট্রদূত মুহিত ২০২২ সালের জুলাই মাসে জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি হিসেবে যোগদান করেন। বর্তমানে তিনি জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের দ্বিতীয় কমিটির (ইকনমিক ও ফিন্যান্সিয়াল কমিটি) চেয়ার হিসেবে দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি ইউএনডিপি/ইউএনএফপিএ/ইউএনওপিএসের এক্সিকিউটিভ বোর্ডের ২০২৪ সালের জন্য সভাপতি হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন।

বিদেশি এলএনজি দেশে জলবায়ু

ওয়াটারকিপার্স বাংলাদেশ এবং ধরিত্রী রক্ষায় আমরা (ধরা) যৌথভাবে এ প্রতিবেদন প্রকাশ করে। এসময় উপস্থিত ছিলেন ওয়াটারকিপার্সের কোঅর্ডিনেটর শরীফ জামিল, এশিয়া এনার্জি এনালিস্ট এর মুনিরা চৌধুরী, আইইইএফএ এর লিড এনালিস্ট শফিকুল আলম, গ্রীফিফটির আমানুল্লাহ পরাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক মোশাহিদা সুলতানা, সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ এর ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম। প্রতিবেদনে বলা হয়, এখন বাংলাদেশ পরিবেশবান্ধব, সবুজ ও নবায়নযোগ্য জ্বালানির দিকে অগ্রসর হতে পারে। এটা পরিবেশের সুরক্ষা নিশ্চিত করার পাশাপাশি জনগণের জন্য কম মূল্যে সাশ্রয়ী বিদ্যুৎতের ব্যবস্থা করতে পারে। বাংলাদেশের জন্য পরিচ্ছন্ন ও সবুজ জ্বালানিতে উত্তরণের উপায় হিসেবে বেশ কিছু দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো আমদানি করা জীবাশ্ম জ্বালানি, যেমন-কয়লা ও এলএনজি, যা আন্তর্জাতিক জ্বালানি বাজারের অস্থিরতার ওপর নির্ভরশীল, তার ব্যবহার কমাতে হবে; সব ধরনের প্রস্তাবিত এলএনজি বিদ্যুৎ প্রকল্প এবং এলএনজি আমদানি অবকাঠামো পরিকল্পনা প্রত্যাহার করতে হবে; জাপানের জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সি (জাইকা) এবং ইনস্টিটিউট অব এনার্জি ইকোনমিক্স জাপান (আইইইজে) দ্বারা প্রণীত এসএনজি-নির্ভর মাস্টার প্ল্যান সংশোধন করা প্রয়োজন; পরিকল্পিত এলএনজি প্রকল্পগুলির তহবিল নবায়নযোগ্য জ্বালানি এবং গ্রিড অবকাঠামোর উন্নয়নে পুনঃনির্দেশ করা প্রয়োজন; একটি আধুনিক গ্রিড এবং উন্নত ট্রান্সমিশন অবকাঠামো গড়ে তোলার দিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে, যা নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যাপক ব্যবহারকে সমর্থন করবে। অনুষ্ঠানে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক আনু মোহাম্মদ বলেন, ‘এলএনজি একদিকে আর্থিক বোঝা আরেকদিকে পরিবেশগত বিপর্যয়। বাংলাদেশকে অবশ্যই আমদানি করা এলএনজি এবং বিদেশি স্বার্থ দ্বারা প্রভাবিত বিদ্যুৎ পরিকল্পনা থেকে সরে এসে দেশীয় নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে রূপান্তরের পথ অনুসরণ করতে হবে। এটি দেশে জীবিকা রক্ষা করবে, স্বাস্থ্যসেবা উন্নত করবে এবং জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে, পাশাপাশি জ্বালানি আমদানির উচ্চ খরচ থেকেও রক্ষা করবে।’ জ্বালানি নীতি যেন কোনও ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে না হয়, সেই আহ্বান জানান তিনি। ন্যাশনাল রিভার কনজারভেশন কমিশনের (এনআরসিসি) সাবেক চেয়ারম্যান ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার বলেন, ‘বিদেশি সরকার, বহুপাক্ষিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং বেসরকারি বিনিয়োগকারীদের নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের পাশে দাঁড়ানোর জন্য উৎসাহিত করতে হবে। সরকারকে নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে বড় বিনিয়োগের জন্য প্রতিযোগিতামূলক আর্থিক কাঠামো প্রবর্তন করতে হবে, যেমন বিদ্যুৎ ক্রয় চুক্তি (পিপিএ) এবং অন্যান্য উদ্যোগ, যা বিনিয়োগের ঝুঁকি হ্রাস করতে সহায়ক হবে।

বিশ্বজুড়ে খাদ্যপণ্যের দাম

বেড়েছে। সবচেয়ে বেশি বেড়েছে ভোজ্য তেলের দাম। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, অক্টোবরে ভোজ্য তেলের দাম বেড়েছে ৭ দশমিক ৩ শতাংশ, যা গত দুই বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ। এছাড়া দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্যের দাম বেড়েছে ১ দশমিক ৯ শতাংশ, যা শতকরা হিসেবে ২০২৩ সালের অক্টোবরের তুলনায় ২১ দশমিক ৪ শতাংশ বেশি, চিনির দাম বেড়েছে ২ দশমিক ৬ শতাংশ এবং সিরিয়েলের দাম বেড়েছে দশমিক ৮ শতাংশ। বিপরীতভাবে, মাংসের দাম কমেছে গত অক্টোবরে। ফাও’র খাদ্য সূচক বলছে, সেপ্টেম্বরের তুলনায় অক্টোবর মাসে বৈশ্বিক বাজারে মাংসের দাম হ্রাস পেয়েছে দশমিক ৩ শতাংশ। তবে তারপরও গত মাসে গড়ে যে দামে মাংস ক্রয়-বিক্রয় হয়েছেড় তা ২০২৩ সালের অক্টোবরের তুলনায় ৭ দশমিক ৫ শতাংশ বেশি।

জানুয়ারি থেকে স্মার্ট ফ্যামিলি কার্ডে

প্রয়োজন হলে ডিলার নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হবে। হুমায়ুন কবীর আরও বলেন, পণ্য স্থানীয় পর্যায়ে পৌঁছাতে বিঘ্ন হচ্ছে না। তবে মনিটরিংটা ঠিকমতো হচ্ছে না। ভোক্তার কাছে সঠিকভাবে যেতে যে সহযোগিতা দরকার, সেটাতে কমতি রয়েছে। বর্তমানে স্থানীয় প্রতিনিধিরা নিজ নিজ এলাকায় না থাকায় পণ্য সরবরাহে সমস্যা হচ্ছে। এ সমস্যা সমাধানে ডিসি অফিস ও সিটি করপোরেশনে চিঠি দেওয়া হয়েছে। রমজানে পণ্যের সংকট হবে না জানিয়ে তিনি বলেন, রমজান উপলক্ষে সব প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। যেসব পণ্য আমদানি করা হয়, সে সবেরও প্রস্তুতি নেওয়া শেষ। রমজানে পণ্যের কোনও সংকট হবে না। টিসিবির মুখপাত্র হুমায়ুন কবির জানান, অনিয়মের অভিযোগে ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশ-টিসিবি’র ৪৩ লাখ কার্ড বাতিল হয়ে গেছে। হাতে লেখা কার্ডগুলোকে স্মার্ট ফ্যামিলি কার্ডে রূপান্তর করতে গিয়ে এনআইডি যাচাইকালে এসব কার্ড বাদ পড়ে যায়। তবে নানা জটিলতায় সব কার্ড স্মার্ট কার্ডে রূপান্তর করা সম্ভব হয়নি। তাই এখনও আগের হাতের লেখা কার্ডেই টিসিবির পণ্য বিতরণ করতে হচ্ছে। হুমায়ূন কবির জানান, এক কোটি হাতে লেখা কার্ড যখন এনআইডি’র সঙ্গে ইন্টিগ্রেশন করা হয়েছেড় তখন দেখা গেছে, একই এনআইডি দিয়ে ঢাকায় একবার কার্ড নিয়েছে, আবার নিজের গ্রামের বাড়িতে হয়তো আরেকটা কার্ড করেছে। যার ফলে যখন আমরা এনআআইডি দিয়ে যাচাই করতে গেলাম তখন ৪৩ লাখ কার্ড বাদ পড়ে গেছে। তিনি জানান, এক কোটি ফ্যামিলি কার্ডের মধ্যে একই পরিবারের একাধিক ব্যক্তি পণ্য পাচ্ছে। স্থানীয় প্রশাসন বা জনপ্রনিধিরা না থাকায় ভোক্তা পর্যায়ে পণ্য ঠিক মতো পৌছাচ্ছে কিনা তাও সঠিকভাবে পর্যবেক্ষণ করা যাচ্ছে না। হুমায়ূন কবির বলেন, ফ্যামিলি কার্ডের এসব সমস্যা দূর করার জন্য একটি পরিবার যাতে একটি কার্ডের বেশি না পায়, সেজন্য আমরা স্মার্ট ফ্যামিলি কার্ড করার উদ্যোগ নিয়েছি। এখনও পর্যন্ত ৫৭ লাখ স্মার্ট ফ্যামিলি কার্ড হয়েছে। বাকি কার্ডগুলো করার জন্য আমরা জেলা প্রশাসন এবং সিটি করপোরেশনকে চার দফা চিঠি দিয়েছি। সাম্প্রতিক সময়ে জেলা প্রশাসনে যে রদবদল হচ্ছেড় সেজন্য তাদের পক্ষ থেকে এই তথ্যগুলো না পাওয়ার কারণে বাকি কার্ডগুলো আমরা এখনও শনাক্ত করতে পারিনি। তিনি জানান, রমজানে টিসিবির ৫টি পণ্যড় তেল, চিনি, ছোলা, খেজুর, ডাল বিক্রি করা হবে। আর সিটি করপোরেশনের বাইরে খেজুর বাদে ৪টি পণ্য বিক্রি হবে। কার্ডের বাইরেও ট্রাকে করে ঢাকা ও ঢাকার বাইরে মোট ৭০টি পয়েন্টে ২৪ হাজারের বেশি মানুষ পণ্য কিনতে পারবে। প্রতি ট্রাকে ৩৫০ জনের উপযোগী পণ্য দেওয়া হচ্ছে।

ফ্যাসিস্ট দল আ. লীগকে কোনো

করবে না বলেও উল্লেখ করে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব। উল্লেখ্য, আগামী রোববার (১০ নভেম্বর) শহীদ নূর হোসেনের স্মরণে ও গণতন্ত্র অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবিতে বিক্ষোভ মিছিলের কর্মসূচি ঘোষণা করেছে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত শেখ হাসিনার দল আওয়ামী লীগ। শুক্রবার রাতে আওয়ামী লীগের ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে এ কর্মসূচির কথা জানানো হয়। রোববার বিকেল ৩টায় রাজধানীর জিরো পয়েন্টে শহীদ নূর হোসেন চত্বরে এই বিক্ষোভ মিছিল কর্মসূচির ঘোষণা দিয়েছে দলটি। ছাত্র-জনতার রক্তাক্ত বিপ্লবে গত ৫ আগস্ট পতন হয় বিতর্কিত নির্বাচনের মাধ্যমে জোরপূর্বক টানা ১৬ বছর ক্ষমতায় থাকা আওয়ামী লীগের। দেশ ছেড়ে পালিয়ে ভারতে আশ্রয় নেন দলটির সভাপতি ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

পুলিশ কমিশন জরুরি, এটা পুলিশের

আবারও পুলিশ রাজনৈতিক অবয়বের মধ্যে যাবে। তাই এই দাবি পুলিশের পক্ষ থেকে এসেছে। ফলে পুলিশ কমিশন গঠন করা খুবই জরুরি। পুলিশে তিন স্তরের নিয়োগের ফলে অনেক পুলিশ সদস্যদের মধ্যে আমলাতান্ত্রিক মনোভাব তৈরি হয়েছে উল্লেখ করে ড. এম সাখাওয়াত হোসেন বলেন, ‘পুলিশের নিয়োগ পক্রিয়া ?দুটি স্তরে করা উচিত। এছাড়া অধস্তন পুলিশদের সঙ্গে দূরত্ব কমিয়ে আনতে প্রশিক্ষণ শেষে সহকারী পুলিশ সুপারদের থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের সঙ্গে অন্তত এক বছর থানার কাজ করার পর তাদের দায়িত্ব দেওয়ার দরকার।’বিগত সময়ে পুলিশ ব্যাপক অনিয়ম ও দুর্নীতির মধ্যে ছিল উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘গত ১৫ বছরে প্রতিটি সাধারণ পুলিশের পোস্টিংয়ের জন্য এক লাখ টাকা ও ওসির বদলির জন্য এক কোটি টাকা বাণিজ্য হয়েছে। এটা যদি হয়, তাহলে এই পরিস্থিতিতে আর কী আশা করা যায়। ফলে আগামীর পুলিশকে একটি আদর্শিক পুলিশের বাহিনীতে রূপান্তর করতে স্বাধীন পুলিশ কমিশনের বিকল্প নেই। সেই সঙ্গে পুলিশকে জনসাধারণরে সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে হবে।’সেমিনারে নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. রিজওয়ানুল ইসলাম ও পলিটিক্যাল সায়েন্স এবং সোশিওলজি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. ইশরাত জাকিয়া সুলতান পুলিশ সংস্কারের একটি সম্ভাব্য রোডম্যাপ এবং সম্ভাব্য পুলিশ কমিশন গঠনের পরিকল্পনা তুলে ধরেন। তারা বলেন, দেশের কমিউনিটিতে পুলিশদের সরাসরি অংশগ্রহণের মাধ্যমে একটি সত্যিকারের জনমুখী পুলিশিং ব্যবস্থা তৈরি করা যায়। যা পুলিশিং এবং কমিউনিটি সেবার মধ্যে আরও ঘনিষ্ঠ সংযোগ স্থাপন করবে। ড. মো. রিজওয়ানুল ইসলাম আরও বলেন, ‘আমাদের একটি স্বাধীন পুলিশ কমিশন থাকা জরুরি। তা অবশ্যই সরকার এবং পুলিশ এই দুই ক্ষেত্রেই ভালো হবে। পুলিশ কমিশনের মাধ্যমে স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ পাবে।’ বক্তারা বলেন, বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনী বর্তমানে এক সংকটময় অবস্থায় আছে। বছরের পর বছর ধরে রাজনীতিকরণ, জবাবদিহির অভাব এবং জনগণের আস্থাহীনতার কারণে পুলিশ বাহিনীর প্রতি সাধারণ মানুষের অসন্তোষ বেড়েছে। ২০২৪ সালের জুলাই আন্দোলনের ফলে পূর্ববর্তী সরকারের পতন এ সংকটকে আরও স্পষ্টভাবে সামনে নিয়ে আসে। এই আন্দোলন পুলিশ বাহিনীর অসধাচরণ, রাজনৈতিক প্রভাব খাটানো এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে জনগণের ব্যাপক অসন্তোষকে তুলে ধরে। এর ফলে পুলিশ স্টেশন ও কর্মকর্তাদের ওপর আক্রমণ এবং অনেক এলাকায় কার্যকর আইন প্রয়োগের অভাব দেখা দেয়। সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে আলোচকরা বলেন, ২০১৫ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত এসআইপিজি পরিচালিত তিনটি ভিন্ন জরিপে দেখা গেছে, পুলিশ বাহিনীর ওপর জনগণের আস্থা নাটকীয়ভাবে কমেছে। ২০১৫ সালে পুলিশের ওপর জনসাধারণের আস্থা ছিল ৪৫ শতাংশ, যা ২০২৪ সালে এসে মাত্র ১১.১ শতাংশে নেমে এসেছে। পুলিশ বাহিনীকে জননিরাপত্তা ও মানবাধিকার রক্ষার বাহিনী হিসেবে নয় বরং রাজনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধির হাতিয়ার হিসেবে দেখা হচ্ছে। নির্মমতা, গুম এবং বিরোধী কথা দমনের মতো ঘটনায় জনগণের আস্থা ভেঙে পড়েছে। যা পুলিশ বাহিনীকে একটি পেশাদার ও জনমুখী সেবাদানকারী সংস্থায় পরিণত করার জন্য ব্যাপক সংস্কারকে অত্যাবশ্যক করে তুলেছে। পুলিশ কমিশনের প্রস্তাব তুলে ধরে বক্তারা বলেন, প্রস্তাবিত পুলিশ কমিশন একটি স্বাধীন সংস্থা হিসেবে কাজ করবে। যেখানে রাজনৈতিক প্রতিনিধি ও সাধারণ নাগরিকদের সমন্বয় থাকবে। কমিশনে বিচার বিভাগ, মানবাধিকার সংস্থা, প্রশাসন, পুলিশ কর্মকর্তা এবং চট্টগ্রাম পার্বত্য, সাংবাদিক এবং তরুণ সমাজের প্রতিনিধিরা থাকবে। এছাড়াও কমিশনের মূলনীতি হবে স্বাধীনতা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহি এবং জনগণের সম্পৃক্ততা। কমিশনের অধীনে একটি ‘পুলিশ অভিযোগ শাখা’ গঠন করা হবে। যা অসদাচরণের অভিযোগগুলো সমাধানের জন্য কাজ করবে। এতে পুলিশ বাহিনীর যথাযথ কমান্ড চ্যানেল বজায় রেখেই জবাবদিহি নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের এসআইপিজি পরিচালক অধ্যাপক শেখ তাওফিক এম. হকের সঞ্চালনায় এতে আরও বক্তব্য রাখেন জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন-এনডিএম এর প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান ববি হাজ্জাজ, সাবেক স্বরাষ্ট্র সচিব ও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা এস এম জহিরুল ইসলাম, পুলিশের অ্যাডিশনাল আইজি মাহবুব উল করিম সেশনের সমাপনী বক্তব্য রাখেন নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আবদুল হান্নান চৌধুরী।

ঢাকায় ১৩ জায়গায় কম দামে মিলবে

আরও বলেন, প্রান্তিক খামারিরা কন্ট্রাক্ট ফার্মিংয়ের কারণে অতিগ্রস্ত হচ্ছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে মুরগির বাচ্চা, ফিড ও ভ্যাকসিনান গ্রহণের যে রীতি গড়ে উঠেছিল, তা থেকে খামারিদের মুক্ত করে উৎপাদন ও বিপণন আরও সহজ করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। আশা করা যায়, এর মাধ্যমে ভোক্তা ও খামারিরা উপকৃত হবে। জনগণের কল্যাণের জন্য জনগণের মালিকানাধীন রাষ্ট্রে জনগণের পক্ষে ব্যবস্থা নেওয়া এখতিয়ার ও ক্ষমতা সরকারের আছে। তাই সিন্ডিকেট ভাঙতে সরকার কোনো উদ্যোগ নিলে এতে শঙ্কায় পড়ার কোনো কারণ নেই। সভাপতির বক্তব্যে ডিবেট ফর ডেমোক্রেসির চেয়ারম্যান হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরণ বলেন, সাধারণ মানুষের ভোটের অধিকারের সাথে সাথে ভাতের অধিকারও নিশ্চিত করতে হয়। বিগত সরকার ভোট ও ভাত কোনটারই অধিকার নিশ্চিত করতে পারেনি। মানুষ না পেরেছে ভোট দিতে, না পেরেছে দ্রব্যমূল্যের যাঁতাকল থেকে বাঁচতে। তাই অন্তর্বর্তী সরকারের ওপর মানুষের অনেক আশা ভরসার জায়গা তৈরি হয়েছে। দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখতে কিছু অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যের ওপর শুল্ক কমানোর সিদ্ধান্তে এনবিআরকে স্বাগত জানাই। একই সাথে আশা করি, আসন্ন রমজানে দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখতে চিনি, গম, ভোজ্যতেলসহ ৫/৬টি পণ্যের ওপর সরকার এলসি মার্জিন উঠিয়ে নেওয়ার যে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে, তা যাতে দ্রুত বাস্তবায়ন হয়। ডিবেট ফর ডেমোক্রেসির আয়োজনে ‘বিগত সরকার সৃষ্ট সিন্ডিকেটই বাজার অস্থিরতার জন্য দায়ী’ শীর্ষক ছায়া সংসদে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজের বিতার্কিকদের পরাজিত করে বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস অ্যান্ড টেকনোলজির বিতার্কিকরা বিজয়ী হন। এ প্রতিযোগিতায় বিচারক ছিলেন অধ্যাপক আবু মুহাম্মদ রইস, সাংবাদিক দৌলভ আক্তার মালা, মো. আলমগীর হোসেন, ইকবাল আহসান ও মো. আতিকুর রহমান। প্রতিযোগিতা শেষে অংশগ্রহণকারী দলকে ট্রফি, ক্রেস্ট ও সনদপত্র দেওয়া হয়।

জামালপুরে পুড়িয়ে দেওয়া হলো ইউপি চেয়ারম্যানের কার্যালয়

স্টাফ রিপোর্টার : জামালপুরের বকশীগঞ্জে ধানুয়া কামালপুরের ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও আওয়ামী লীগ নেতা মশিউর রহমান লাকপতির ব্যক্তিগত কার্যালয় পুড়িয়ে দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। গত শুক্রবার রাত ২টার দিকে কামালপুর মির্ধাপাড়া মোড়ে অবস্থিত ওই কার্যালয় আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। ধানুয়া কামালপুর ইউপি চেয়ারম্যান মশিউর রহমান লাকপতির দাবি, ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বারদের সঙ্গে দ্বন্দ ও রাজনৈতিক কারণে তার কার্যালয় পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। স্থানীয় সূত্র জানায়, ২০২২ সালে ধানুয়া কামালপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন উপজেলা আওয়ামী লীগের সদস্য মশিউর রহমান লাকপতি। তিনি চেয়ারম্যান নির্বাচিত হওয়ার পর কামালপুর মির্ধাপাড়া মোড়ে একটি ব্যক্তিগত কার্যালয় স্থাপন করেন। অফিসের কাজের বাইরে নিজের ঠিকাদারি কাজ দেখভাল করার জন্য এই কার্যালয় ব্যবহার করতেন। এর আগে ৪ আগস্ট বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনে প্রথমবার এই কার্যালয় ভাঙচুর করা হয়। সবশেষ গতকাল শনিবার রাতে লাকপতির ব্যক্তিগত কার্যালয় পুড়িয়ে দেওয়া হলো। এতে কার্যালয়ের আসবাবপত্রসহ ঠিকাদারি কাজের মালামাল পুড়ে যায়। তবে কারা এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত তা স্পষ্ট নয়।মশিউর রহমান লাকপতি জানান, স্থানীয় এক ব্যক্তি ও তার পরিষদের কয়েকজন সদস্যের সঙ্গে তার বিরোধ চলছে। এর আগেও তারা তার বাড়ির সীমানা প্রাচীর ভাঙচুর করেছেন। তিনি আইনগত ব্যবস্থা নেবেন বলে জানিয়েছেন। বকশীগঞ্জ থানার ওসি খন্দকার শাকের আহমেদ জানান, ইউপি চেয়ারম্যানের ব্যক্তিগত কার্যালয়ে আগুন দেওয়ার ঘটনাটি কীভাবে ঘটেছে তা তদন্ত করা হচ্ছে। কেউ যদি নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড ঘটিয়ে থাকে অবশ্যই তা খুঁজে বের করা হবে। এ ব্যাপারে পুলিশ কাজ করছে।

এক সপ্তাহ পর আবারও আরিচা-কাজিরহাট ফেরি চলাচল বন্ধ

স্টাফ রিপোর্টার : নাব্য সংকটে আরিচা-কাজিরহাট ফেরি চলাচল আবারও বন্ধ হয়ে গেছে। গত শুক্রবার রাত ১১টায় ফেরি চলাচল বন্ধ ঘোষণা করে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন সংস্থা (বিআইডব্লিউটিসি)। ফেরি বন্ধ থাকায় দুর্ভোগে পড়েছেন দুই প্রান্তে আটকা পড়া তিন শতাধিক পণ্যবাহী ট্রাকের চালক, সহযোগী এবং যাত্রীরা। ট্রাকচালক আব্দুর রহিম বলেন, রাজশাহী যেতে নারায়ণগঞ্জ থেকে আরিচা ঘাটে এসেছি গতকাল (গত শুক্রবার) সন্ধ্যায়। গতকাল শনিবার বেলা সাড়ে ১১টা পর্যন্ত এখানেই ফেরি পারের অপেক্ষায় আছি। ফেরি চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। এখন বিকল্প পথে যাওয়ার চিন্তা করছি। তিনি বলেন, ফেরিতে নদী পারাপার আরামদায়ক ও সহজে যাতায়াত করা যায় বলে আমরা এই নৌপথ ব্যবহার করি। কিন্তু ফেরি চলাচল বন্ধ হওয়ায় কষ্টে পড়ে গেছি। বিআইডব্লিউটিসি আরিচা ঘাটের ব্যবস্থাপক আবু আব্দুল্লাহ বলেন, গত তিন মাস ধরে আরিচা ঘাটের অদূরে ডুবোচরে ফেরি আটকে যাচ্ছে। ছয়টি খননযন্ত্র দিয়ে দিয়ে খনন করেও নাব্য ঠিক রাখা যাচ্ছে না। ফেরি ডুবোচরে ধাক্কা খেয়ে দফায় ফেরি চলাচল বন্ধ থাকছে। এভাবে ফেরি চলাচল করতে থাকলে যেকোনও সময় বড় ধরনের দুর্ঘটনার আশঙ্কা থাকে। দুর্ঘটনা এড়াতেই গতরাত থেকে ফেরি চলাচল বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। নৌপথের নাব্য স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত ফেরি চলাচল বন্ধ থাকবে। এর আগে, একই কারণে কারণে গত ১ নভেম্বর রাত ১০টা থেকে ৩৭ ঘণ্টা ফেরি চলাচল বন্ধ থাকে।

বাংলাদেশে বেড়াতে এসে ভারতীয় নাগরিকের মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার : ভারতের মুর্শিদাবাদ থেকে বাংলাদেশে বেড়াতে এসে মো. আকবর আলী মন্ডল (৩৮) নামে এক ভারতীয় এক নাগরিক মারা গেছেন। তিনি রাজধানীর মিরপুর-১০ নম্বরে রোজ হ্যাভেন রেসিডেন্সিয়াল হোটেলে ছিলেন। গত শুক্রবার দিবাগত রাতে এ ঘটনা ঘটে। গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক ভোর সোয়া ৪টার দিকে তাকে মৃত ঘোষণা করেন ঢামেক পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, গতকাল শনিবার ভোর ৪টার দিকে ভারতীয় এক নাগরিককে অচেতন অবস্থায় জরুরি বিভাগে নিয়ে আসলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। তার লাশ মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানাকে অবহিত করা হয়েছে। আকবর আলীর বন্ধু ফারজু মন্ডল বলেন, আমরা ৬ বন্ধু ভারত থেকে বাংলাদেশে ভ্রমণের জন্য এসেছি। গত শুক্রবার সন্ধ্যা ৭টায় মিরপুর-১০ নম্বরের রোজ হেভেন রেসিডেন্সিয়াল হোটেলে উঠি। রাতে ঘুমের মধ্যে আকবর আলী হঠাৎ চিৎকার দিয়ে অচেতন হয়ে পড়ে। পরে তাকে অচেতন অবস্থায় দ্রুত মিরপুর-২ হার্ট ফাউন্ডেশন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে ঢাকা মেডিক্যালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। তিনি আরও বলেন, আকবর আলীর বাড়ি মুর্শিদাবাদ জেলা ডোমকল থানারকাটা কোপরা এলাকায়। তার বাবার নাম মো. আমির উদ্দিন মন্ডল।

মধ্যরাতে চট্টগ্রাম এক্সপ্রেসওয়েতে ২ মোটরসাইকেল আরোহী নিহত

স্টাফ রিপোর্টার : চট্টগ্রাম নগরের এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়েতে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় দুই যুবকের মৃত্যু হয়েছে। গত শুক্রবার মধ্যরাতে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের ইপিজেড থানাধীন ফ্রিপোর্ট এলাকায় লালখান বাজারমুখী লেনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন মো. মোক্তার (২৮) ও মো. রুবেল (৩৬)। দুজনই নগরের সদরঘাট থানা এলাকার বাসিন্দা। চট্টগ্রাম এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়েতে এটিই প্রথম কোনও দুর্ঘটনা। যেখানে একসঙ্গে দুজন মোটরসাইকেল আরোহীর মৃত্যু হয়েছে। চট্টগ্রাম ফায়ার সার্ভিসের উপসহকারী পরিচালক মো. আব্দুর রাজ্জাক বলেন, দ্রুতগামী মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের রেলিংয়ের সঙ্গে ধাক্কা লাগে। এতে ঘটনাস্থলেই মোটরসাইকেলচালক ও আরোহী দুজনের মৃত্যু হয়। খবর পেয়ে রাত ১২টায় ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশ উদ্ধার করা হয়। নগরের ইপিজেড থানার ওসি মোহাম্মদ আখতারুজ্জামান বলেন, মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কবাতির খুঁটিতে ধাক্কা লাগে। এতে মোটরসাইকেলে থাকা দুই আরোহী ছিটকে পড়ে যায়। এর মধ্যে একজন খুঁটিতে আটকে ছিল, অন্যজন রাস্তায় ছিটকে পড়ে। দুজনই ঘটনাস্থলে মারা যান। এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের পতেঙ্গা থেকে লালখান বাজারমুখী লেনের ফ্রিপোর্ট এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। উল্লেখ্য, গত ২৮ আগস্ট থেকে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে দিয়ে যানবাহন চলাচল উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। বর্তমানে টোল ছাড়াই যানবাহন চলাচল করছে।

সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলতাফ চৌধুরীর গাড়িবহরে হামলার ১১ বছর পর মামলা

স্টাফ রিপোর্টার : পটুয়াখালীতে কেন্দ্রীয় বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এয়ার ভাইস মার্শাল (অব.) আলতাফ হোসেন চৌধুরীর গাড়িবহরে হামলার ১১ বছর পর মামলা করা হয়েছে। গত শুক্রবার সন্ধ্যায় পটুয়াখালী সদর থানায় মেহেদী হাসান জীবন নামে এক ব্যক্তি বাদী হয়ে মামলাটি দায়ের করেন। এতে সদর উপজেলার বদরপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি মুক্তা মিয়াকে প্রধান আসামি করে ৫৭ জনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। সদর থানার ওসি মো. ইমতিয়াজ মাহমুদ মামলার বিষয়টি নিশ্চিত করেন। মামলা সূত্রে জানা যায়, ২০১৩ সালের ২৫ অক্টোবর বদরপুর বাজারের দলীয় কর্মসূচি শেষে শহরে ফেরার পথে শিয়ালী বাজার এলাকায় সাবেক স্বরাষ্ট্র ও বাণিজ্যমন্ত্রী এয়ার ভাইস মার্শাল (অব.) আলতাফ হোসেন চৌধুরীর গাড়িবহরে হামলা করে তৎকালীন ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা। এতে জেলা কৃষক দলের সভাপতি এস এম আব্দুর রব হাওলাদার, ইউনিয়ন যুবদলের সহসভাপতি মোহন সিকদার, যুবদলের সদস্য দেলোয়ার হোসেন ও শফিক টেইলার গুরুতর আহত হন। মামলায় ৫৭ জন নামধারী ছাড়াও ৩০-৪০ জনকে অজ্ঞাত আসামি করা হয়েছে। মামলার বাদী মেহেদী হাসান জীবন বলেন, ২০১৩ সালে সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলতাফ হোসেন চৌধুরীর গাড়িবহরে মুক্তা মিয়ার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা হামলা চালায়। এ সময় আমার বাবা গুরুতর আহত হন। তখন আমার বাবার চিকিৎসাই আমরা ঠিকভাবে করতে পারিনি। ওই ফ্যাসিস্ট সরকারের আমলে আমরা যেখানে চিকিৎসাই করাতে পারিনি, সেখানে বিচার পাওয়া তো দূরের কথা। ছাত্র-জনতার আন্দোলনে ৫ আগস্ট ওই সরকার বিতাড়িত হওয়ায় ন্যায়বিচার পাওয়ার আসায় আমি মামলাটি করেছি। সদর থানার ওসি বলেন, ২০১৩ সালে হামলার ঘটনায় সদর থানায় মেহেদী হাসান জীবন বাদী হয়ে একটি মামলা দায়ের করেছেন। আসামিদের দ্রুত আইনের আওতায় আনতে পুলিশ কাজ করছে।

লালমনিরহাটে মোটরসাইকেল থেকে ছিটকে পড়ে আ. লীগ নেতার মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার : লালমনিরহাটের কালীগঞ্জে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় ফিরোজ হোসেন জিহাদ বাবু (৫২) নামে এক আওয়ামী লীগ নেতার মৃত্যু হয়েছে। গত শুক্রবার সন্ধ্যায় উপজেলার দলগ্রাম ইউনিয়নের কালভৈরব বাজারের উত্তরে আকিজ কোম্পানিসংলগ্ন কালভার্টের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। মৃত আওয়ামী লীগ নেতা জেলার হাতীবান্ধা উপজেলার ভেলাগুঁড়ি ইউনিয়নের মধ্যকাদমা এলাকার মৃত রুহুল আমিনের ছেলে। তিনি হাতীবান্ধা উপজেলার ভেলাগুঁড়ি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি। পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, রংপুর থেকে মোটরসাইকেলযোগে বাড়িতে ফিরছিলেন আওয়ামী লীগ নেতা ফিরোজ হোসেন জিহাদ। এ সময় কালভৈরব বাজারের তেঁতুলতলা কালভার্টে পৌঁছালে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মোটরসাইকেল থেকে পড়ে গুরুতর আহত হন তিনি। পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে কালীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। স্থানীয়রা জানান, কালভার্টটি রাস্তা থেকে অনেক নিচু থাকায় ওই মোটরসাইকেল আরোহী ছিটকে পড়ে মাথায় আঘাত পেয়ে মারা যান। কালীগঞ্জ থানার ওসি এরশাদ হোসেন বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, কোনও অভিযোগ না থাকায় মরেদহ তার পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

লক্ষ্মীপুরে ছুরিকাঘাতে স্বর্ণ ব্যবসায়ীকে হত্যা

স্টাফ রিপোর্টার : লক্ষ্মীপুরে এক স্বর্ণ ব্যবসায়ীকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। নিহতের নাম হিরালাল দেবনাথ (৫৫)। গত শুক্রবার রাত ৯টার দিকে সদর উপজেলার কাজির দীঘিরপাড় এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত হিরালাল দেবনাথ সদর উপজেলার উত্তর হামছাদীর কাজির দিঘীরপাড় এলাকার প্রফুল্ল কুমার দেবনাথের ছেলে। এ ঘটনার পর এলাকায় সাঁড়াশি অভিযান শুরু করেছে পুলিশ। তবে কী কারণে এ হত্যাকাণ্ড, সেটি এখনও নিশ্চিত হওয়া যায়নি। বাজারের ব্যবসায়ীরা বলেন, হিরালাল দেবনাথের কাজির দিঘীরপাড় বাজারে মাতৃশিল্পালয় নামে একটি জুয়েলারির ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান রয়েছে। ওই প্রতিষ্ঠানে দীর্ঘদিন ধরে ব্যবসা করতেন তিনি। প্রতিদিনের মতো গত শুক্রবার রাত ৯টার দিকে তিনি ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ করে মোটরসাইকেলে করে ছেলেকে নিয়ে বাড়ির দিকে যাচ্ছিলেন। বাড়ির পাশে মোটরসাইকেল থেকে তাকে নামিয়ে দিয়ে সামনের দিকে চলে যান ছেলে। এ সময় ওত পেতে থাকা দুর্বৃত্তরা হিরালাল দেবনাথকে গতিরোধ করে বুকে দুটি ছুরিকাঘাত করে। এতে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন হিরালাল দেবনাথ। পরে তার ডাক-চিৎকারে ছেলে প্রীতম দেবনাথ এগিয়ে এলে দুর্বৃত্তরা পালিয়ে যায়। গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করে সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। বাজারের প্রতিবেশী কাপড়ের দোকানের ব্যবসায়ী যতন দেবনাথ হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত বলে দাবি করেছেন নিহতের ছেলে প্রীতম দেবনাথ। তিনি জানান, তাদের দোকানের সামনে প্রায়ই পার্শ্ববর্তী দোকানের ব্যবসায়ী যতন দেবনাথরা কাপড় ঝুলিয়ে রাখে। এতে দোকানের সামনে অন্ধকার থাকে। এ নিয়ে প্রায় কথা-কাটাকাটি হয়। এর জেরে রাতের অন্ধকারে তার বাবাকে ছুরিকাঘাত হত্যা করে যতন দেবনাথ ও তার সহযোগীরা। এ ঘটনায় ওই ব্যবসায়ীর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান তিনি। এদিকে, ঘটনার পর থেকে যতন দেবনাথ পলাতক রয়েছেন। সদর হাসপাতালের মেডিক্যাল অফিসার ডা. কমলাশীষ বলেন, প্রচুর রক্তক্ষরণে হিরালাল দেবনাথের মৃত্যু হয়েছে। হাসপাতালে আনার আগেই তার মৃত্যু হয়। তার বুকে দুটি ছুরিকাঘাতের ক্ষত রয়েছে। সদর থানার ওসি মো. আবদুল মোন্নাফ বলেন, পারিবারিক নাকি ব্যবসায়িক দ্বন্দ্বে এ হত্যাকাণ্ড, সে বিষয়ে তদন্ত চলছে। জড়িতদের চিহ্নিত করে গ্রেপ্তারে অভিযান চালানো হচ্ছে। নিহতের লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে।

সাতক্ষীরা সীমান্তে ৬ স্বর্ণের বারসহ চোরাকারবারি আটক

স্টাফ রিপোর্টার : সাতক্ষীরা জেলার কলারোয়া সীমান্ত এলাকা থেকে ছয়টি স্বর্ণের বারসহ মো. রাশেদুল ইসলাম (২৪) নামে এক যুবককে আটক করেছে বিজিবি। গতকাল শনিবার উপজেলার গোয়ালচত্বর বাজার এলাকা থেকে তাকে আটক করা হয়। আটক রাশেদুল ইসলাম কলারোয়া উপজেলার কেড়াগাছি গ্রামের মো. আনিছ জামানের ছেলে। বিজিবির সাতক্ষীরা ৩৩ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে. কর্নেল মো. আশরাফুল হক জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে কাকডাঙ্গা বিওপির নায়েক মো. হরমুজের নেতৃত্বে একটি দল গোয়ালচত্বর বাজার এলাকায় অবস্থান নেয়। এসময় ভ্যানযোগে ভারতে পাচারের উদ্দেশ্যে সীমান্তের দিকে যাওয়ার পথে মো. রাশেদুল ইসলামকে আটক করা হয়। পরবর্তীতে তাকে তল্লাশি করে কোমরে গামছা দিয়ে পেঁচানো অবস্থায় ছয়টি স্বর্ণের বার উদ্ধার করা হয়। স্বর্ণের বারগুলোর ওজন এক কেজি ১০৮ গ্রাম ১৫০ মিলিগ্রাম। উদ্ধারকৃত স্বর্ণের মূল্য প্রায় ১ কোটি ৩৪ লাখ ৮৬ হাজার ১৮৬ টাকা। আটক রাশেদুলকে কলারোয়া থানায় সোপর্দ ও স্বর্ণের বারগুলো সাতক্ষীরা ট্রেজারি অফিসে জমা দেওয়া হয়েছে বলেও জানান তিনি।

রাজশাহী অঞ্চলে এনআইডি সেবার মান বাড়ানোর নির্দেশ ইসির

স্টাফ রিপোর্টার : রাজশাহী অঞ্চলে জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) সেবার মান বাড়াতে সব মাঠ কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। রাজশাহীর আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা মো. দেলোয়ার হোসেন নির্দেশনাটি ইতোমধ্যে সব জেলা ও উপজেলা কর্মকর্তাদের পাঠিয়েছেন। নির্দেশনায় বলা হয়েছে, জাতীয় পরিচয়পত্র সংশোধনের আবেদনগুলো প্রোঅ্যাকটিভ অ্যাপ্রোচ গ্রহণপূর্বক জনবান্ধবমুখী করার লক্ষ্যে অত্র কার্যালয়ে দূর-দূরান্ত থেকে আগত সেবা প্রার্থীদের সেবা সহজ করতে হবে। এজন্য রাজশাহী অঞ্চলের যেসব সেবা প্রার্থীরা জাতীয় পরিচয়পত্র সংশোধন ও ক্যাটাগরির জন্য সিনিয়র জেলা/জেলা নির্বাচন অফিসারের কার্যালয় এবং উপজেলা/থানা নির্বাচন অফিসারের কার্যালয়ে আসেন, কিন্তু এদের মধ্যে যাদের আবেদনসমূহ ‘গ’ ক্যাটাগরি অন্তর্ভুক্ত ও ক্যাটাগরি পেন্ডিং থাকায় সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের আওতা বহির্ভূত, তাদের আবেদন আইনানুগভাবে নিষ্পত্তির জন্য সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে একটি তালিকা আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তার কার্যালয়ে পাঠাতে হবে।

মেধাভিত্তিক জনপ্রশাসন গড়ে তোলার দাবিতে সমাবেশ

বরিশাল প্রতিবেদক : একটি আধুনিক, বৈষম্যহীন, মেধাভিত্তিক জনপ্রশাসন নিশ্চিত করতে সকল ক্যাডারের মতের ভিত্তিতে জনপ্রশাসনের কাঠামোগত সংস্কারের জোর দাবী জানিয়েছেন আন্তঃক্যাডার বৈষম্য নিরসন পরিষদ। শনিবার দুপুরে বরিশাল সরকারি ব্রজমোহন কলেজের শিক্ষক মিলনায়তনে আন্তঃক্যাডার বৈষম্য নিরসন পরিষদের বিভাগীয় সমাবেশে বক্তারা বলেছেন।

চেয়ারে বসে থাকার অধিকার নেই

অপরিবর্তনীয়। এই সংবিধানে বলা হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী সারাজীবন ক্ষমতায় থাকবেন। তার মানে বাংলাদেশে তার পিতা শেখ মুজিব যেমন ৭২ সালে বাকশাল কায়েম করেছিলেন, তেমনই তার কন্যাও এই সংবিধান অনুযায়ী অঘোষিত বাকশাল কায়েম করেছিলেন। তিনি আরও বলেন, এই সংবিধানের মাধ্যমে প্রেসিডেন্সিয়াল করা হয়েছিল আবার হয়ে গেলো পার্লামেন্টারি সংবিধান, যা সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে। ভুয়া নির্বাচনের মাধ্যমে শেখ হাসিনা বাংলাদেশে ভয়ংকর ফ্যাসিস্ট সরকার গঠন করে দীর্ঘদিন বাংলাদেশে রাজত্ব কায়েম করেছেন। বাংলাদেশে এখন প্রেসিডেন্সিয়াল সরকারের ফিরে যাওয়ার সময় এসেছে। মাহমুদুর রহমান বলেন, এখন বাংলাদেশে সরাসরি ভোটের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত করতে হবে, এটি রাজনৈতিক দলে নেতারা মানবেন কিনা সেটা জানি না। জিয়াউর রহমান বলেছিলেন- সংবিধানে আল্লাহর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস এবং আস্থা এবং ধর্মীয় বিশ্বাস সংবিধানে থাকতে হবে। সেটা যদি না থাকে তাহলে কিসের সংবিধান। বাংলাদেশের ৯৫ ভাগ মানুষ মুসলিম, আল্লাহর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস যদি না থাকে, সেই সংবিধান আমাদের নয়। অনন্তকাল প্রধানমন্ত্রী একজন ব্যক্তি থাকবেন এটি বাদ দিতে হবে। সাবেক বিচারপতি এএফএম আব্দুর রহমানের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় আরও বক্তব্য রাখেন সুপ্রিম কোর্টের বিশিষ্ট আইনজীবী ও বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতা অ্যাডভোকেট আবেদ রেজা, বিএনপি চেয়ারপারসনের বিশেষ সহকারী শামসুর রহমান শিমুল বিশ্বাস, সুপ্রিম কোর্টের সাবেক রেজিস্ট্রার ও জেলা জজ ইকতেদার আহমেদ প্রমুখ।

রিমান্ড শেষে কারাগারে তাপস ও

শমী কায়সারকে গ্রেপ্তার করে উত্তরা পশ্চিম থানা পুলিশ। শহীদ বুদ্ধিজীবী শহীদুল্লাহ কায়সারের মেয়ে শমী কায়সার আওয়ামী লীগ মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক উপ-কমিটির সদস্য। তিনি আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে সক্রিয় এবং জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দলটির মনোনয়নপ্রত্যাশীও ছিলেন। মামলার সূত্রে জানা যায়, বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন চলাকালে গত ১৮ জুলাই ইসতিয়াক মাহমুদ নামে এক ব্যবসায়ীসহ অন্যরা কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন। উত্তরা পূর্ব থানার চার নম্বর সেক্টরের আজমপুর নওয়াব হাবিবুল্লাহ হাই স্কুলের সামনে আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগ তাদের ওপর হামলা চালায় এবং গুলিবর্ষণ করে। ইসতিয়াকের পেটে গুলি লাগে। তিনি এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসা গ্রহণ করেন। পরে মামলা দায়ের করেন। এ মামলা তাপস ৯ নম্বরেএবং শমী কায়সার ২৪ নম্বর এজাহারনামীয় আসামি।

প্রকৃতিতে শীতের আমেজ

ধরনের কুয়াশা পড়তে পারে। ঘন কুয়াশার কারণে দিন ও রাতের তাপমাত্রার পার্থক্য কমে আসতে পারে। এতে শীতের অনুভূতি বাড়তে পারে। পূর্বাভাসে আরও বলা হয়, নভেম্বর, ডিসেম্বর ও জানুয়ারি মাসে দেশে ৮ থেকে ১০টি মৃদু থেকে মাঝারি ধরনের শৈত্যপ্রবাহ বয়ে যেতে পারে। তবে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, উত্তর-পূর্বাঞ্চল ও মধ্যাঞ্চলে ২ থেকে তিনটি তীব্র শৈত্য প্রবাহে রূপ নিতে পারে। আবহাওয়াবিদ এ কে এম নাজমুল হক জানান, ইতোমধ্যে উত্তরবঙ্গের লোকজন সকালের দিকে শীতের অনুভূতি পাচ্ছেন। চলতি মাসের ১৫ তারিখের পর দেশের উত্তর-পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে শীতের অনুভূতি তৈরি হবে। তিনি আরও বলেন, ডিসেম্বর ও জানুয়ারি মাসে শৈত্যপ্রবাহ চলতে পারে। তবে তীব্র শৈত্যপ্রবাহ বইবে ডিসেম্বরের শেষ ও জানুয়ারির শুরুতে।

ছাত্র আন্দোলনে আহত রানা বিনা

হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে কয়েকদিনের চিকিৎসার পর জানা যায়, তার নাড়িভুঁড়ি ছিঁড়ে গেছে, তার অস্ত্রোপচার করা লাগবে। পরে স্বেচ্ছাসেবক দল নেতা শাহীনের সহযোগিতায় তাকে ঢাকা মেডিকেল হাসপাতালে ভর্তি করানো হলে সেখানে অস্ত্রপচার করা হয়। সেখানে চিকিৎসা নেওয়ার কিছুদিন পর তার শারীরিক অবস্থার আবার অবনতি হয়। পরে ভর্তি করা হয় খানপুর ৩০০ শয্যা হাসপাতালে। সেখানে কোনোরকম চিকিৎসা শেষে তাকে আবার ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। তবে এখনো পুরোপুরি সুস্থ হতে পারেননি। বর্তমানে শাহীনের গ্যারেজের এক কোণে নিঃসঙ্গ দিন কাটছে তার। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে তেমন যোগাযোগ নেই। স্ত্রী অনেক আগেই ছেড়ে চলে গেছেন। গার্মেন্টস কর্মী বোন আর ভাই মাঝেমধ্যে যোগাযোগ করেন। তবে তাদেরও তেমন সাধ্য নেই। রানা বলেন, আন্দোলন চলাকালীন শামীম ওসমানের গুলিতে আমি আহত হয়েছি। এ পর্যন্ত অনেক টাকা খরচ হয়েছে। কিন্তু কোথাও থেকে তেমন কোনো সহযোগিতা পাইনি। শুধু শুনি সহযোগিতা করা হচ্ছে। কিন্তু আমাকে একমাত্র শাহীন ভাই ছাড়া আর কোনো রাজনৈতিক দল কিংবা কোনো ব্যক্তি সহযোগিতা করেনি। আমি গরিব মানুষ। টাকার ব্যবস্থা হলে পরিপূর্ণ চিকিৎসা পেতাম। রানাকে নিজ গ্যারেজে আশ্রয় দেওয়া ফতুল্লা থানা স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম-আহ্বায়ক এসকে শাহীন বলেন, রানা আমার সঙ্গে স্বেচ্ছাসেবক দলের ব্যানারে সব মিছিলে যোগ দিতো। ছাত্র-জনতার আন্দোলন চলাকালে গত ১৯ জুলাই মার্কেটের সামনে রাস্তা পারাপার হওয়ার সময় শামীম ওসমানের নেতৃত্বে অতর্কিত গুলিতে সে রাস্তায় লুটিয়ে পড়ে। এরপর থেকে তাকে বিভিন্ন জায়গায় চিকিৎসা করানো হয়েছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত কোথাও থেকে তাকে সহযোগিতা করা হয়নি। তিনি আরও বলেন, এ পর্যন্ত অনেকেই নাম-ঠিকানা সংগ্রহ করে নিয়ে গেছেন। কিন্তু কেউ সাহায্য-সহযোগিতা করছেন না। টাকার অভাবে তার চিকিৎসা করানো সম্ভব হচ্ছে না। নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ জাফর সাদিক চৌধুরী বলেন, আন্দোলনে শহীদ ও আহতদের জন্য সংগঠন করা হয়েছে। আমরা নির্দেশনা অনুযায়ী আহতদের তালিকা পাঠিয়েছি। সে অনুযায়ী সরকার থেকে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

আ. লীগ লুণ্ঠনকারী দল, তাই দেশ

সাবেক সভাপতি আকরাম হোসেন মন্ডল, পৌর বিএনপির সভাপতি ফরিদ খান ও পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক নাজমুল হক। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন উপজেলা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এসএম রেজা বিপুল।

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন শক্তিশালী

তুলে ধরা হয়। প্রস্তাবগুলো হলো- সব পাবলিক প্লেস এবং পাবলিক পরিবহনে ধূমপানের জন্য নির্ধারিত স্থান বিলুপ্ত করা, বিক্রয়কেন্দ্রে তামাক পণ্যের প্রদর্শন নিষিদ্ধ করা, তামাক কোম্পানির সামাজিক দায়বদ্ধতা কার্যক্রম নিষিদ্ধ করা, ই সিগারেট বা ইমার্জিং হিটেড টোব্যাকো প্রোডাক্ট আমদানি, উৎপাদন, ব্যবহার ও বাজারজাতকরণ নিষিদ্ধ করা, তামাক পণ্যের সব প্রকার খুচরা ও খোলা বিক্রি বন্ধ করা ও সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণীর আকার ৫০ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৯০ শতাংশ করা। অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ডব্লিউবিবি-এর উপ-নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ যোবায়ের হাসান। তিনি বলেন, ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৪'-এর খসড়া নীতিগত ও চূড়ান্ত অনুমোদন এখন অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা পরিষদ-বৈঠকের উপর নির্ভর করছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এই বিষয়ে উপদেষ্টা কমিটি গঠন করবে। তাদের মতামত ও পরামর্শ অনুযায়ী স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ পরিমার্জিত খসড়াটি পুনরায় উপদেষ্টা পরিষদ-বৈঠকে উপস্থাপন করবে। আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ। ডুজার সাধারণ সম্পাদক মহিউদ্দিন মুজাহিদ মাহির সঞ্চালনায় সভাপতিত্ব করেন সভাপতি আল সাদী ভূঁইয়া। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন ডুজ-এর উপদেষ্টা মো. আজহার আলী তালুকদার। বিশেষ অতিথিদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক উমামা ফাতেমা এবং আব্দুল কাদের। সভায় অংশগ্রহণকারীরা তামাকের স্বাস্থ্যঝুঁকি, তামাক নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা এবং সংশোধনী আইন বাস্তবায়নের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য জনস্বার্থে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনকে আরও শক্তিশালী করার প্রয়োজনীয়তাও উল্লেখ করেন তারা।

রিমান্ড শেষে কারাগারে মেনন, ইনু ও

মঞ্জুর করেন আদালত। জানা গেছে, রাজধানীর যাত্রাবাড়ী এলাকার চিটাগাং রোডে গত ৫ আগস্ট বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনে গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হন ইমন হোসেন গাজী নামে এক যুবক। এ ঘটনায় তার ভাই আনোয়ার হোসেন বাদী হয়ে ২৮ আগস্ট যাত্রাবাড়ী থানায় ৮৫ জনের নাম উল্লেখ করে মামলা করেন।

কাস্টমস আইনের ৮২ ধারা বাতিল

থেকে অনধিক ২ লাখ টাকা পর্যন্ত আরোপ করা হয়েছে। পাশাপাশি, পণ্য বাজেয়াপ্ত করার বিধান রয়েছে। বিটিএমএর সেক্রেটারি জেনারেল ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. জাকির হোসেনের সই করা চিঠিটি সম্প্রতি এনবিআর চেয়ারম্যানকে দেওয়া হয়েছে। চিঠিতে বলা হয়েছে, চলমান ব্যবসায়িক মন্দা, সর্বোপরি বহুবিধ বিরূপ পরিস্থিতিতে সদস্য মিলগুলো, যারা স্বল্প মুনাফা লাভ করে, তাদের পক্ষে ৮২ ধারা সংক্রান্ত এই অনাকাঙ্ক্ষিত ব্যয়ভার বহন করা একেবারেই অসম্ভব হয়ে পড়েছে। পণ্য আমদানি প্রক্রিয়ার সঙ্গে তিন বা ততধিক পক্ষ সংশ্লিষ্ট, যারা প্রয়োজনীয় তথ্য অ্যাসাইকুডা ওয়ার্ল্ড সিস্টেমে দিয়ে থাকে। তাদের এই কার্যক্রমের ওপর আমদানিকারকের কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না। ফলে, দীর্ঘদিন ধরে চেষ্টা করেও ইমপোর্ট জেনারেল ম্যানিফেস্টে (আইজিএম) ভুলের পরিমাণ শূন্য বা কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় কমিয়ে আনা কোনোভাবেই সম্ভব হয়নি। কাজেই অন্য পক্ষের ভুলের বা পদ্ধতিগত জটিলতার দায় আমদানিকারকের ওপর বর্তানোর যৌক্তিকতা বিবেচনার দাবি রাখে। কাস্টমস আইন, ২০২৩-এর উল্লেখিত ধারায় বর্ণিত জরিমানা পুরোপুরি বাতিল অথবা যৌক্তিক করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে অনুরোধ করা হয় চিঠিতে। এতে বলা হয়, আইজিএমে যে কোনো ধরনের ভুলের জন্য বিগত এক মাসের বেশি সময় ধরে ঢাকা/চট্টগ্রাম কাস্টমস হাউজ কর্তৃপক্ষ কাস্টমস আইন, ২০২৩ এর ৮২ ধারায় সংগঠিত অপরাধের জন্য ওই আইনের ১৭১ ধারার ১৯ নম্বর ক্রমিকে উল্লিখিত জরিমানা ন্যূনতম ৫০ হাজার টাকা আরোপ করা হয়েছে। তা নিকট অতীতেও ১০ হাজার টাকা ছিল। এছাড়া, ওই আইনে একই বিষয়ে সর্বোচ্চ ২ লাখ টাকা পর্যন্ত জরিমানা আদায়ের বিধান থাকায় তা অদূর ভবিষ্যতে বাস্তবায়নের আশঙ্কাও রয়েছে। চিঠিতে বলা হয়, শিল্প খাতে প্রকট জ্বালানি সংকটসহ নানা সমস্যার কারণে দেশের রপ্তানিমুখী অধিকাংশ কারখানা উৎপাদন সক্ষমতার ৫০ থেকে ৬০ শতাংশ ব্যবহার করতে না পারায় ফলে ধীরে ধীরে তাদের ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল সংকুচিত হয়ে পড়েছে। প্রকৃতপক্ষে, বর্তমানে সিংহভাগ টেক্সটাইল মিল স্থবির বা বন্ধের উপক্রম হয়ে পড়েছে।

নাট্যকর্মীদের ওপর হামলার ঘটনায়

আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর বিরুদ্ধেও। ফেডারেশন তথা নাট্যকর্মীরা মনে করেন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ৮ নভেম্বর ঘটনাস্থলে উপস্থিত থেকেও কোনও ধরনের ব্যবস্থা নেয়নি। তাই অভিনয়ের জন্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার না হওয়া পর্যন্ত আগামী ১৫ নভেম্বর পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন তারা। এরপর সংগঠনটি থেকে জানানো হবে পরবর্তী সিদ্ধান্ত। দুষ্কৃতিকারীদের হামলার সুষ্ঠু তদন্তের দাবির পাশাপাশি সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে জরুরি ব্যবস্থা নিয়ে শিল্পচর্চার পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য প্রধান উপদেষ্টার কাছে দ্রুত সমাধান চান তারা। গত ১ নভেম্বর বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতে মঞ্চস্থ করা হয় মঞ্চনাটক 'নিত্যপুরাণ'। কিন্তু দুর্বৃত্তদের তোপের মুখে পড়ে মঞ্চনাটক প্রদর্শনীর মাঝপথেই তা বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এ ঘটনার প্রতিবাদে গত শুক্রবার বিকেলে শিল্পকলা একাডেমির সামনে সমাবেশের ডাক দেয় বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশন। সমাবেশের শেষের দিকে নাট্যকার ও অভিনেতা মামুনুর রশীদ বলেন, 'সমাজে যে বৈষম্য, সে বৈষম্যেরও একটা গভীরতর বহিঃপ্রকাশ হচ্ছে এই 'নিত্যপুরাণ' নাটক।' তার বক্তব্য শেষ না হতেই 'ধর, ধর' চিৎকারে চারদিকে শোরগোল শুরু হয়। দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) ভবনের দিক থেকে ডিম ছুঁড়ে মারা হয়। এরপর সাধারণ জনতা দাবি করা কয়েকজন লোক স্লোগান দিয়ে বলেন, 'নিত্যপুরাণ' নাটক প্রদর্শনী আর হতে দেবেন না তারা। এরপর পরিস্থিতি হাতাহাতির পর্যায়ে পৌঁছায়। চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে উত্তেজনা। শিল্পকলা একাডেমির প্রবেশদ্বারে অবস্থান নেন নাট্যকর্মীরা। অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার প্রতিবাদে মামুনুর রশীদ বলেন, 'সভা শেষ করব না। ভেতরে নাটক হবে, বাইরে আমরা পাহারা দেবো।' এমন বক্তব্যে দুষ্কৃতিকারীরা আরও বেপরোয়া হয়ে ওঠে। ন্যাক্কারজনক এ হামলার প্রতিবাদ ও দেশে নিরাপদে শিল্পসংস্কৃতির প্রচারের দাবিতে গতকাল শনিবার জরুরি সংবাদ সম্মেলন করে বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশন।

সাফজয়ীদের দেড় কোটি টাকা

পক্ষ থেকে কোনো পুরস্কার ছিল না। তৎকালীন সিনিয়র সহ-সভাপতি আব্দুস সালাম মুর্শেদী ও সহ-সভাপতি আতাউর রহমান ভূঁইয়া মানিক ৫০ লাখ টাকা করে পুরস্কার দিয়েছিলেন সাফজয়ীদের। সাফজয়ীদের জন্য বাফুফের পুরস্কার ঘোষণা শনিবার এবার সাবিনারা পুনরায় চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড সবার আগে ২০ লাখ টাকা আর্থিক পুরস্কার ঘোষণা করে। এরপর যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে এক কোটি টাকা প্রদানের ঘোষণা দেন উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। কাঠমান্ডু থেকে ট্রফি নিয়ে দেশে ফেরার দুই দিনের মধ্যে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস তার কার্যালয়ে ফুটবলারদের সংবর্ধনা দেন।

গ্যাস আমদানির পথ থেকে সরে

পাশাপাশি জনগণের জন্য কম মূল্যে সাশ্রয়ী বিদ্যুৎতের ব্যবস্থা করতে পারে। বাংলাদেশের জন্য পরিচ্ছন্ন ও সবুজ জ্বালানিতে উত্তরণের উপায় হিসেবে বেশ কিছু দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো আমদানি করা জীবাশ্ম জ্বালানি, যেমন-কয়লা ও এলএনজি, যা আন্তর্জাতিক জ্বালানি বাজারের অস্থিরতার ওপর নির্ভরশীল, তার ব্যবহার কমাতে হবে; সব ধরনের প্রস্তাবিত এলএনজি বিদ্যুৎ প্রকল্প এবং এলএনজি আমদানি অবকাঠামো পরিকল্পনা প্রত্যাহার করতে হবে; জাপানের জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সি (জাইকা) এবং ইনস্টিটিউট অব এনার্জি ইকোনমিক্স জাপান (আইইইজে) দ্বারা প্রণীত এসএনজি-নির্ভর মাস্টার প্ল্যান সংশোধন করা প্রয়োজন; পরিকল্পিত এলএনজি প্রকল্পগুলির তহবিল নবায়নযোগ্য জ্বালানি এবং গ্রিড অবকাঠামোর উন্নয়নে পুনঃনির্দেশ করা প্রয়োজন; একটি আধুনিক গ্রিড এবং উন্নত ট্রান্সমিশন অবকাঠামো গড়ে তোলার দিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে, যা নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যাপক ব্যবহারকে সমর্থন করবে। অনুষ্ঠানে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক আনু মোহাম্মদ বলেন, এলএনজি একদিকে আর্থিক বোঝা আরেকদিকে পরিবেশগত বিপর্যয়। বাংলাদেশকে অবশ্যই আমদানি করা এলএনজি এবং বিদেশি স্বার্থ দ্বারা প্রভাবিত বিদ্যুৎ পরিকল্পনা থেকে সরে এসে দেশীয় নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে রূপান্তরের পথ অনুসরণ করতে হবে। এটি দেশে জীবিকা রক্ষা করবে, স্বাস্থ্যসেবা উন্নত করবে এবং জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে, পাশাপাশি জ্বালানি আমদানির উচ্চ খরচ থেকেও রক্ষা করবে। জ্বালানি নীতি যেন কোনও ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে না হয়, সেই আহ্বান জানান তিনি। ন্যাশনাল রিভার কনজারভেশন কমিশনের (এনআরসিসি) সাবেক চেয়ারম্যান ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার বলেন, 'বিদেশি সরকার, বহুপাক্ষিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং বেসরকারি বিনিয়োগকারীদের নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের পাশে দাঁড়ানোর জন্য উৎসাহিত করতে হবে। সরকারকে নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে বড় বিনিয়োগের জন্য প্রতিযোগিতামূলক আর্থিক কাঠামো প্রবর্তন করতে হবে, যেমন বিদ্যুৎ ক্রয় চুক্তি (পিপিএ) এবং অন্যান্য উদ্যোগ, যা বিনিয়োগের ঝুঁকি হ্রাস করতে সহায়ক হবে। অনুষ্ঠানে আরও ছিলেন ওয়াটারকিপার্সের কোঅর্ডিনেটর শরীফ জামিল, এশিয়া এনার্জি এনালিস্টের মুনিরা চৌধুরী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক মোশাহিদা সুলতানা, সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগের ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম, অধ্যাপক আনু মোহাম্মদ প্রমুখ।

ইমাম-মুয়াজ্জিনদের সম্মানজনক

অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় অন্যান্যের মধ্যে উপদেষ্টার একান্ত সচিব ছাদেক আহমদ, স্থানীয় সরকারের খুলনা বিভাগীয় পরিচালক মোঃ তবিবুর রহমান, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের বিভাগীয় পরিচালক মুহাম্মদ জালাল আহমেদ প্রমুখ বক্তব্য প্রদান করেন। মতবিনিময় সভায় তিন শতাধিক স্থানীয় আলেম-উলামা অংশগ্রহণ করেন।

৩১ দফা নিয়ে সেমিনার করবে

পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রীর একক ক্ষমতা নিরসনকল্পে প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী ক্ষমতায় ভারসাম্য আনা হবে। রাষ্ট্রের এককেন্দ্রিক ক্ষমতা দূর করতে সংসদে উচ্চকক্ষ প্রতিষ্ঠা করা হবে। তিনি বলেন, জাতীয় সংসদকে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে বিএনপি। বিএনপির ৩১ দফায় এই সংস্কারগুলোর কথা উল্লেখযোগ্যভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

রাজধানীতে মাদকবিরোধী অভিযানে গ্রেপ্তার ১২

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীতে মাদকদ্রব্য বহন ও সেবনের অপরাধে ১২ জনকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি)। গত শুক্রবার সকাল ৬টা থেকে গতকাল শনিবার সকাল ৬টা পর্যন্ত রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। ডিএমপির মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের উপ-কমিশনার (ডিসি) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেন। তিনি জানান, রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় মাদকবিরোধী অভিযানে ১২ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এ সময় তাদের কাছ থেকে ৯৭ পিস ইয়াবা, ৩৪০ গ্রাম গাঁজা, এক বোতল ফেনসিডিল ও ২৩ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট জব্দ করা হয়। গ্রেপ্তারদের বিরুদ্ধে ৯টি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

শ্রমিকদের ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ

স্টাফ রিপোর্টার : বকেয়া বেতনের দাবিতে গাজীপুর সিটি করপোরেশনের কলম্বিয়া এলাকায় বিক্ষোভ ও মহাসড়ক অবরোধ করেছেন পোশাক কারখানার শ্রমিকরা। গতকাল শনিবার সকাল থেকে সিএনজেড গ্রুপের শ্রমিকরা বিক্ষোভ ও অবরোধ করেন। পুলিশ, এলাকাবাসী ও শ্রমিকরা জানান, গাজীপুর সিটি করপোরেশনের কলম্বিয়া এলাকায় টিএনজেড গ্রুপের পোশাক কারখানার শ্রমিকদের গত কয়েক মাসের বেতন বকেয়া রয়েছে। এ নিয়ে শ্রমিকরা বেশ কিছুদিন ধরে বিক্ষোভ করে আসছিলেন। কিন্তু কারখানা কর্তৃপক্ষ তাদের বেতন পরিশোধের আশ্বাস দিলেও তা পরিশোধ করছে না। ফলে গতকাল শনিবার সকালে কয়েক হাজার শ্রমিক কারখানার সামনে জড়ো হন। পরে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন। এতে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের দুই পাশের লেনেই যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। খবর পেয়ে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করেন। গাজীপুর মেট্রোপলিটনের গাছা থানার এসআই জহিরুল ইসলাম জানান, বেতনসহ বিভিন্ন দাবিতে শ্রমিকরা বিক্ষোভ করেন। এক পর্যায়ে তারা ঢাকা-ময়মনসিংহ সড়ক অবরোধ করে রাখেন। এতে যান চলাচল বন্ধ হয়ে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়েছে। তবে পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সদস্যরা চেষ্টা করছেন।

লক্ষ্মীপুরে মাদরাসাছাত্রী আত্মহত্যার ঘটনায় যুবক গ্রেপ্তার

স্টাফ রিপোর্টার : লক্ষ্মীপুরের কমলনগরে ইভটিজিং সহ্য করতে না পেরে ৮ম শ্রেণির এক মাদরাসাছাত্রী আত্মহত্যার ঘটনার দায়েরকৃত মামলার আসামি মো. ওমর রাহিম (২০) নামে এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে র?্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র?্যাব)। গত শুক্রবার রাতে র?্যাব-১১ নোয়াখালী ক্যাম্পের কোম্পানি কমান্ডার (ভারপ্রাপ্ত) সহকারী পুলিশ সুপার মো. গোলাম মোর্শেদ এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। এর আগে রাত ৮টার দিকে নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ উপজেলার রসুলপুর ইউনিয়নের জমিদারহাট এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তার রাহিম জেলার কমলনগরের চরলরেন্স গ্রামের মো. জাকের হোসেনের ছেলে। এজাহার সূত্র জানায়, ভিকটিম একটি মাদরাসার অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী ছিল। তার বাবা প্রবাসে থাকায় তার মায়ের সঙ্গে বাড়িতে বসবাস করে আসছিল। সে মাদরাসায় যাওয়া-আসার পথে অভিযুক্ত রাহিম তাকে উত্ত্যক্ত করতেন এবং ভিকটিমের সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক হয়েছে এলাকায় অপপ্রচার চালাতেন। বিষয়টি স্থানীয় লোকজনকে জানালে অভিযুক্তকে সতর্ক করা হয়। এতে রাহিম আরও ক্ষিপ্ত হয়ে তাকে উত্ত্যক্ত করা শুরু করেন। বিষয়টি সহ্য করতে না পেরে গত ২৩ আগস্ট দুপুরে ক্ষোভে নিজ ঘরে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করে ওই ছাত্রী। এ সময় একটি চিরকুট লিখে তার আত্মহত্যার জন্য রাহিমকে দায়ী করে। এ ঘটনায় ভিকটিমের মা বাদী হয়ে অভিযুক্তকে আসামি করে কমলনগর থানায় মামলা দায়ের করেন। পরে র?্যাব-১১ এর সদস্যরা গোপন সংবাদের ভিত্তিতে রাহিমকে গ্রেপ্তার করে। তাকে কমলনগর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

রংপুরে বাসা থেকে আইনজীবীর লাশ উদ্ধার

স্টাফ রিপোর্টার : রংপুর নগরীর মুলাটোল এলাকা থেকে মোস্তাকিম ইসলাম (৩২) নামে এক আইনজীবীর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গত শুক্রবার রাত আড়াইটার দিকে মুলাটোল ছোট পুকুর সংলগ্ন ব্যাংক কলোনির নিজ বাড়ি থেকে তার লাশ উদ্ধার করা হয়। নিহত মোস্তাকিম বদরগঞ্জ উপজেলার ট্যাক্সের হাট এলাকার খাদেমুল ইসলামের ছেলে। প্রতিবেশী হারুন অর রশিদ জানান, মোস্তাকিম ইসলামের গ্রামের বাড়ি বদরগঞ্জের ট্যাক্সের হাট এলাকায়। সেখানে বাবা ও এক ভাই থাকেন। রংপুরের ওই বাসায় ছোট ভাই ও মোস্তাকিম তার পরিবার নিয়ে বসবাস করেন। ৪ দিন আগে মোস্তাকিমের স্ত্রী রিমু আক্তার বাবার বাড়িতে বেড়াতে যান। তাদের কোনো সন্তান নেই। মোস্তাকিমের ছোট ভাই সোহান জানান, গত শুক্রবার তার বড় ভাইকে ভাত খাওয়ার জন্য ডাকাডাকি করেও কোনো সাড়া না পেয়ে রুমের দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকে নিচে পড়ে থাকতে দেখেন। এ সময় বিছানার ওপর সিলিং ফ্যানের সঙ্গে ওড়না প্যাঁচানো ছিল। পরে পুলিশে খবর দেওয়া হয়। রিমুর মামা রাশেদ খান ডালিম জানান, দুই তলা ভবনের নিচতলা ভাড়া দেওয়া হয়েছে। আর দ্বিতীয় তলার এক ইউনিটে মোস্তাকিম ও তার স্ত্রী এবং অন্য ইউনিটে ছোট ভাই সোহান তার স্ত্রীসহ বসবাস করেন। রাত সাড়ে বারোটার দিকে ওই বাড়িতে এসে দেখি মোস্তাকিমের লাশ বিছানায় শোয়ানো ছিল। রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের কোতোয়ালি জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার আব্দুর রশীদ বলেন, খবর পেয়ে গত শুক্রবার রাত আড়াইটার দিকে লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পাওয়ার পর মৃত্যুর কারণ নিশ্চিত হওয়া যাবে।

শরীয়তপুরের অটোরিকশা চাপায় শিশুর মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার : শরীয়তপুরের সখিপুরে মাদরাসা থেকে ফেরার পথে অটোরিকশা চাপায় হুমায়রা নামে সাত বছরের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। গতকাল শনিবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে ভেদরগঞ্জ উপজেলার দক্ষিণ তারাবুনিয়া ইউনিয়নের মতি খার কান্দি এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত হুমায়রা ওই এলাকার সৌদি প্রবাসী ফারুক কাজীর মেয়ে। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, প্রতিদিনের মতো গতকাল শনিবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে মাদরাসা ছুটি শেষে বাড়ি ফিরছিল হুমায়রা। এসময় সে বাড়ির কাছাকাছি স্থানে চলে এলে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি অটোরিকশা তাকে চাপা দেয়। এতে সে গুরুতর আহত হয়। পরে তাকে উদ্ধার করে চাঁদপুর সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে মৃত ঘোষণা করেন কর্তব্যরত চিকিৎসক। এ বিষয়ে সখিপুর থানার ওসি ওবায়দুর রহমান বলেন, এ ঘটনায় এখনো কেউ লিখিত অভিযোগ করেনি। অভিযোগ পেলে আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

সাবেক এমপি বাহারের ভাতিজাসহ ২ আ. লীগ নেতা গ্রেপ্তার

স্টাফ রিপোর্টার : কুমিল্লা-৬ (সদর) আসনের সাবেক সংসদ সদস্য আ ক ম বাহাউদ্দিন বাহারের ভাতিজাসহ দুই আওয়ামী লীগ নেতাকে গ্রেপ্তার করেছে কোতোয়ালি মডেল থানা পুলিশ। গতকাল শনিবার কুমিল্লার ঝাউতলা ও কান্দিরপাড় এলাকা থেকে তাদেরকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গ্রেপ্তাররা হলেন- সাবেক সংসদ সদস্য আ ক ম বাহাউদ্দিন বাহারের ভাতিজা হাবীবুস সায়েরিন সায়ের। তিনি কুমিল্লা মহানগর আওয়ামী লীগের শিক্ষা ও মানবসম্পদ বিষয়ক সম্পাদক হাবিবুর সাহরীন সায়ের। অপরজন কুমিল্লা মহানগরীর ১৭নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক হানিফ মিয়া। কুমিল্লার কোতোয়ালি মডেল থানার ওসি মহিনুল ইসলাম বলেন, তাদের বিরুদ্ধে তিনটি মামলা রয়েছে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে তাদের আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হবে।

বগুড়ায় শ্মশানের সমাধি খুঁড়ে নারীর মাথা কেটে নিয়ে গেল দুর্বৃত্তরা

স্টাফ রিপোর্টার : বগুড়ার শেরপুরে পৌর উত্তরবাহিনী মহাশ্মশানে সমাধি দেওয়া মৃত এক নারীর মাথা কেটে নিয়ে গেছে দুর্বৃত্তরা। ওই নারীর নাম গোলাপী সরকার (৫৩)। তিনি শহরের উত্তরসাহা এলাকার লক্ষ্মীতলা মহল্লার সুরেশ সরকারের স্ত্রী। এ ঘটনায় গত শুক্রবার রাতে নিহতের ছেলে রঞ্জিত সরকার থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন। এতে জানা যায়, করতোয়া নদীর তীরে অবস্থিত উত্তরবাহিনী মহাশ্মশান। এটি পৌরসভা থেকে দেখভাল করা হয়। বৃহস্পতিবার রাতে শ্মশানের ভেতরে ঢুকে একদল দুর্বৃত্ত। পরে সমাধি খুঁড়ে মৃত গোলাপী সরকারের মাথা কেটে চুরি করে নিয়ে যায় তারা। পরদিন গত শুক্রবার সকালে এমন দৃশ্য দেখতে পান নৈশপ্রহরী প্রমোদ সরকার। পরবর্তীতে নিহতের পরিবারকে জানান তিনি। মূলত এরপরই ঘটনাটি জানাজানি হয় এবং নিহতের পরিবারের পক্ষ থেকে থানায় লিখিত অভিযোগ দেওয়া হয়। নিহতের স্বামী সুরেশ সরকার বলেন, ১৬ দিন আগে জটিল রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান গোলাপী সরকার। পরে তার লাশ মহাশ্মশানে সমাধি দেওয়া হয়। কিন্তু সমাধি খুঁড়ে মরদেহের মাথা কেটে নিয়ে যায় দুর্বৃত্তরা। পরে সমাধি ফের মাটি দিয়ে ভরাট করে দেওয়া হয়েছে। মহাশ্মশানটির দেখভালের দায়িত্বে থাকা প্রমোদ সরকার ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন, শেরপুর উপজেলা ছাড়াও পার্শ্ববর্তী নন্দীগ্রাম, সিরাজগঞ্জের তাড়াশ ও নাটোরের সিংড়া উপজেলা অনেকের লাশ এই মহাশ্মশানে সৎকারের জন্য নিয়ে আসা হয়। কিন্তু শ্মশানের সমাধি থেকে লাশের মাথা কেটে নিয়ে যাওয়ার ঘটনা এর আগে কখনো ঘটেনি। শেরপুর থানার ওসি শফিকুল ইসলাম শফিক বলেন, ঘটনাটি গুরুত্বের সঙ্গে খতিয়ে দেখা হচ্ছে। একই সঙ্গে জড়িতদের শনাক্ত করে তাদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

চট্টগ্রামে মোটরসাইকেল থেকে ছিটকে পড়ে ২ যুবক নিহত

স্টাফ রিপোর্টার : চট্টগ্রাম মহানগরীর এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়েতে মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুই যুবক নিহত হয়েছেন। নিহতরা হলেন- মো. মোক্তার (২৮) ও মো. রুবেল (৩৬)। তারা নগরের সদরঘাট এলাকার বাসিন্দা। গত শুক্রবার দিবাগত রাত ১২টার দিকে ইপিজেড থানার ফ্রিপোর্ট এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিস সূত্র জানিয়েছে, গত শুক্রবার মধ্যরাতে পতেঙ্গার দিক থেকে লালখানবাজারের দিকে বেপরোয়া গতিতে মোটরসাইকেল (চট্ট মেট্রো ১৭-৪৩১৮) চালিয়ে যাচ্ছিলেন দুই যুবক। এসময় মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে এক্সপ্রেসওয়ের ইলেকট্রিক পোলের সঙ্গে ধাক্কা লাগে। এতে দুই আরোহী ছিটকে পড়ে ঘটনাস্থলে প্রাণ হারান। পরে ফায়ার সার্ভিস ও পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশ দুটি উদ্ধার করে। ইপিজেড থানার ওসি মোহাম্মদ আখতারুজ্জামান বলেন, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়েতে মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কবাতির খুঁটির সঙ্গে ধাক্কা খায়। এতে ঘটনাস্থলেই দুইজনের মৃত্যু হয়েছে। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের সহায়তায় লাশ দুটি উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

দ্রুত নির্বাচন দিতে বললেন জামায়াতের নায়েবে আমির

স্টাফ রিপোর্টার : নির্বাচন নিয়ে অন্তর্বর্তী সরকারকে উদ্দেশ করে জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির ডা. সৈয়দ আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের বলেছেন, নির্বাচন কমিশনসহ সব সেক্টর দ্রুত সংস্কার করে নির্বাচন দিন। নির্বাচন নিয়ে কালক্ষেপণ করবেন না। এই কালক্ষেপণ জনগন মেনে নেবে না। একইসঙ্গে চাঁদাবাজ, স্বৈরাচার, সন্ত্রাসী ও দুর্নীতিবাজদের আগামীতে ভোট না দেওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। গতকাল শনিবার দুপুরে লক্ষ্মীপুর পৌর শহরের সমসেরাবাদ এলাকায় দারুল আমান একাডেমির হলরুমে জেলা জামায়াতের দায়িত্বশীল নেতাকর্মীদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে তিনি এসব কথা বলেন। বিকেলে চন্দ্রগঞ্জ থানা জামায়াতের উদ্যোগে প্রতাপগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে কর্মী সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে ডা. সৈয়দ আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহেরের বক্তব্য রাখার কথা রয়েছে। দেশের আকাশে কালো মেঘ দেখা যাচ্ছে উল্লেখ করে ডা. সৈয়দ আবদুল্লাহ বলেন, গত ১৫ বছর ধরে অনেক নির্যাতন, হামলা-মামলা, গুম-খুন ও নিপীড়নের শিকার হয়েছেন হাজার হাজার নেতাকর্মী ও সাধারণ মানুষ। ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার আন্দোলনের মুখে খুনি শেখ হাসিনা দেশ ছেড়ে পালিয়ে যান ভারতে। কিন্ত এখনো দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চলছে। বাংলাদেশের আকাশে কালো মেঘ দেখা যাচ্ছে। কোনো ষড়যন্ত্রের কাছে দেশের গণতন্ত্রকে ব্যাহত হতে দেওয়া হবে না। ঐক্যবদ্ধভাবে তা মোকাবিলা করা হবে। লক্ষ্মীপুর জেলা জামায়াতের আমির রুহুল আমিন ভূঁইয়ার সভাপতিত্বে ও সেক্রেটারি ফারুক হোসাইন নুর নবীর সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথি ছিলেন ঢাকা মহানগরী উত্তরের সেক্রেটারি ড. মুহাম্মদ রেজাউল করিম। এসময় আরও বক্তব্য রাখেন জেলা জামায়াতের নায়েবে আমির এআর হাফিজ উল্যাহ, লক্ষ্মীপুর দারুল উলুম কামিল মাদরাসার সাবেক অধ্যক্ষ মোহাম্মদ আবদুল্লাহ, সহকারী সেক্রেটারি অ্যাডভোকেট মহসিন কবির মুরাদ, নাছির উদ্দিন মাহমুদ, শহর জামায়াতের আমির আবুল ফারাহ নিশান, জেলা শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সভাপতি মমিন উল্যাহ পাটওয়ারী, জেলা ছাত্রশিবিরের সভাপতি মনির হোসেন, শহর সভাপতি আরমান হোসেন পাটওয়ারী, সেক্রেটারি ফরিদ উদ্দিন প্রমুখ।

কুমিল্লা কারাগারে নেওয়া হলো সাবেক আইজিপি ও এক উপসচিবকে

স্টাফ রিপোর্টার : পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক (আইজিপি) ও এক উপসচিবকে কুমিল্লা কারাগারে আনা হয়েছে। গতকাল শনিবার দুই জনকে কুমিল্লা কারাগারে আনা হয়। কারাগারে একটি বিশ্বস্ত সূত্র বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তারা হলেন- পুলিশের সাবেক আইজিপি শহীদুল হক ও সাবেক উপসচিব কিবরিয়া মজুমদার। এক সূত্রে জানা গেছে, দুপুরের কিছু সময় পর ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে প্রিজন ভ্যানে করে কঠোর নিরাপত্তায় তাদের কুমিল্লা কারাগারের ফটকে আনা হয়। এ সময় তাদের নথিপত্র দেখে কুমিল্লা কারাগারের ভেতরে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে কোন মামলায় বা কী কারণে তাদের কুমিল্লা কারাগারে আনা হয়েছে সে বিষয়ে সূত্রটি কিছুই নিশ্চিত করেননি। কারাগারের নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে বলে জানিয়েছে সূত্রটি। আরেক সূত্রে জানা গেছে, আগামীকাল সোমবার কুমিল্লা আদালতে এক মামলায় তাদের হাজিরার কথা রয়েছে। যে কারণে দুই জনকে এই কারাগারে আনা হয়েছে। মামলার কার্যক্রম শেষ হলে আবারও তাদের ঢাকায় নেওয়া হবে। এ বিষয়ে কুমিল্লা কারাগারে সিনিয়র জেল সুপার আব্দুল জলিল বলেন, কুমিল্লা কারাগারে প্রতিদিনই অনেক আসামি আনা নেওয়া হয়। আমি জেলা প্রশাসনের একটি মিটিংয়ে ছিলাম। এখনও বিষয়টি বলতে পারছি না।

কয়রায় সিএসও কমিটির সভা

কয়রা, খুলনা প্রতিনিধি : কয়রা উপজেলার কোলাবরেশন ও নেটওয়াকিং বৃদ্ধির জন্য শিশু অধিকার সুরক্ষা কোয়ালিশান (সিএসও) প্রতিনিধিদের সাথে ত্রৈমাসিক সমন্বয় সভা শনিবার বেলা ১১ টায় পরিত্রানের কয়রা অফিসে অনুষ্ঠিত হয়। বেসরকারী উন্নয়ন সংগঠন পরিত্রাণের উদ্যোগে ও দাতা সহযোগী সুইডিস ইন্টারন্যাশনাল ডেভলপমেন্ট কো-অপারেশন এজেন্সি-সিডা এর অর্থায়নে এবং প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ এর কারিগরি সহযোগীতায় ওয়াই-মুভস্ প্রকল্পের বাস্তবায়নে এ ত্রৈমাসিক সভায় সংগঠনের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন উপস্থিত সদস্যরা। সিএসও কমিটির সভাপতি কপোতাক্ষ কলেজের সাবেক অধ্যাপক আ, ব, ম, আবদুল মালেকের সভাপতিত্বে ও পরিত্রানের প্রজেক্ট অফিসার আলাউদ্দিনের পরিচালনায় সভায় বক্তব্য রাখেন পরিত্রানের নির্বাহী পরিচালক মিলন দাস, সংগঠনের সাধারন সম্পাদক কপোতাক্ষ কলেজের সহকারি অধ্যাপক বিদেশ রঞ্জন মৃধা, সহ সম্পাদক ও মানব কল্যাণ ইউনিটের সভাপতি মোঃ আল আমিন ফরহাদ, খুলনা জেলা আদিবাসী পরিষদের সাধারণ সম্পাদক নিরাপদ মুন্ডা, সাংবাদিক ফরহাদ হোসেন, সিএসও কমিটির সদস্য ধীরেশ মাহাতো, মুর্শিদা খাতুন, অভিজিত মহালদার,কোমলেশ মন্ডল, সাধনা মুন্ডা, আশিকুজ্জামান আশিক, মিলন মুন্ডা, শিউলী মুন্ডা প্রমুখ। প্রকল্পের এক্সজিট মিটিং এর পাশাপাশি কয়রা উপজেলার বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ, ইভটিজিং বন্ধ,যৌন হয়রানী প্রতিরোধ, শিশু শ্রম, স্থানীয় সিএসওদের সাথে, আলোচনা এবং শিশু পাচাররোধে করনীয় বিষয় সহ প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। কমিটির সদস্যরা ত্রৈমাসিক সভায় উপস্থিত ছিলেন।

ঈদগাঁওতে মতবিনিময়

ঈদগাঁও, কক্সবাজার প্রতিনিধি : জুলাই অভ্যুত্থানে শহীদ পরিবারের সদস্য, আহত ও বিভিন্ন পেশার নাগরিকদের নিয়ে ঈদগাঁওতেওজাতীয় নাগরিক কমিটির মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মতবিনিময়ের শুরুতে কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দকে বরণ করা হয়। শুক্রবার বিকেল ৩ টায় ঈদগাহ জাহানারা ইসলাম বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় মিলনায়তনে সংগঠনটির প্রতিনিধি তারেকুর রহমানে সঞ্চালনায় এ সভায় অতিথির বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এস, এম সুজা উদ্দিন, প্রভাষক সিগুপ্তা মিশমা, পীরজাদা মোহাম্মদ আলী হোসাইন, ঈদগাঁও প্রেস ক্লাব সভাপতি মোঃ রেজাউল করিম এবং সাধারণ সম্পাদক শেফাইল উদ্দিন । জুলাই অভ্যুত্থানের স্প্রিট নিয়ে বক্তব্য দেন তরুণ আইনজীবী এড. মোবারক সাঈদ, এড. এস,কে ফারুকী, ঈদগাঁও জাহানারা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক গিয়াস উদ্দিন, ঈদগাঁও মানবিক ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা মনির, ঈদগাঁও আইসিটি সেন্টারের পরিচালক সাইমুন ফয়েজ সায়েম। ছাত্র প্রতিনিধিদের মধ্যে বক্তব্য দেন মাহাথির আনাস ও আইরিন আক্তার। উপস্থিত ছিলেন শহীদ পরিবারের সদস্য, বিপ্লবে আহত, জেলার সংগঠক, আইনজীবী, শিক্ষক, আন্দোলনকারী, শ্রমিকসহ অন্যান্যরা। বক্তারা বলেন, জুলাই অভ্যুত্থানের আকাঙ্খা, মানবিক মর্যাদা ও ন্যায়বিচারের আন্দোলন জোরদার করতে হবে। রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের সমান মর্যাদা নিশ্চিত করতে হবে। জুলাই হত্যাকান্ডের সাথে জড়িত খুনিদের বিচারের আওতায় আনতে হবে। দুই হাজারের অধিক শহীদের আত্মত্যাগ বৃথা যেতে দিব না। বক্তারা আরো বলেন, যারা আহত কিংবা শহীদ হয়েছেন, তারা এদেশের শাসক হতে চাননি, তারা দেশের মানুষের খাদ্যের অধিকার চেয়েছেন, শিক্ষার অধিকার চেয়েছেন, কথা বলার ও বেঁচে থাকার অধিকার চেয়েছেন। তাই আগামীর বাংলাদেশে কেউ রাজনীতি করতে চাইলে জুলাই অভ্যুত্থানের শহীদদের আকাংঙ্খাকে ধারণ করে রাজনীতি করতে হবে। বক্তারা জুলাই স্প্রীটকে ধারণ ও আগামির বৈষম্যবিরোধী নতুন বাংলাদেশ গড়তে সবাইকে নাগরিক কমিটিতে যোগদানের আহবান জানান। জাতীয় নাগরিক কমিটির কেন্দ্রীয় সদস্য এস, এম সুজা উদ্দিন বলেন, সারা দেশে যেসব ছাত্র ভাইরা জীবন দিয়েছেন, তারা এমনি এমনি জীবন দেননি। তারা নতুন বাংলাদেশ চেয়ে জীবন দিয়েছেন। অর্ন্তবর্তী সরকার শহীদ ও আহতদের পরিবারকে পুনর্বাসন করছে। আমাদের দায়িত্ব তাদেরকে সহযোগীতা করা। এছাড়া যারা খুন করেছে, খুনের হুকুম দিয়েছে, অস্ত্র উঁচিয়ে ধরেছে, তাদের প্রত্যেকের আইনের মাধ্যমে সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে। কোনভাবেই যেন ফ্যাসিবাদ মাথাছাড়া না দিতে পারে সেজন্য আমাদের সচেতন থাকতে হবে। নেতৃবৃন্দ বলেন, সাংস্কৃতিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক চর্চার মাধ্যমে টিকে থাকতে হবে। আমরা ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থার বিলোপ চাই। ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থা বিলোপের মাধ্যমে নতুন গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক বন্দোবস্ত তৈরিতে কাজ করবে নাগরিক কমিটি। এতে অন্যান্যের মধ্যে ছিলেন মাস্টার দেলাওয়ার হোছাঈন, মাস্টার জসিম উদ্দিন, নাসির উদ্দিন আলপনা, আবু সালেহ, নাছির উদ্দিন পিন্টু, আলা উদ্দিন, কাউছার উদ্দিন শরীফ সহ সংশ্লিষ্টরা।

২৮ বছর ধরে দুর্ভোগে অর্ধশত পরিবার

টাঙ্গাইল প্রতিনিধি : টাঙ্গাইলে হামাগুড়ি দিয়ে নিজ বসতভিটায় পৌঁছাতে হচ্ছে অর্ধশত পরিবারের সদস্যদের। এমন অমানবিক কষ্ট দীর্ঘ ২৮ বছর যাবত পোহাতে হচ্ছে টাঙ্গাইল সদর উপজেলার আওতাধীন করটিয়া ইউনিয়নের নগর জলফৈ গ্রামের উপজেলা সংলগ্ন প্রায় অর্ধশত পরিবারের। সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়, এখানকার মানুষের বাপ-দাদার বসতভিটেতে মন চাইলেই মাথা উচু করে যাতায়াত করার কোন উপায় নাই। বাড়িতে চলাচলের একমাত্র উপায় হচ্ছে টাঙ্গাইল সদর উপজেলার পরিষদের বাউন্ডারি ওয়ালের নীচ দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে। দীর্ঘ ২৮ বছরেও এ সমস্যার সমাধান করতে পারেনি উপজেলা প্রশাসন এবং ইউনিয়ন পরিষদ। দীর্ঘদিনের এ দূর্ভোগ বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে ভুক্তভোগী পরিবারের সদস্য আব্দুল বাতেন খান মনা বলেন, আমরা দীর্ঘ ২৮ বছর যাবত এ ধরনের অমানবিক এবং মানবেতর জীবনযাপন করে আসছি। সদর উপজেলার বাউন্ডারির নীচের মাটি একটু সরিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে বাড়িতে যেতে হচ্ছেএখানে বসবাসরত নারী পুরুষ সকলের। তিনি আরও বলেন, এখানে আমরা প্রায় ৫০ টি পরিবার রয়েছি। এখানে আমাদের বাপ-দাদার ভিটেমাটি। বাড়িতে যাতায়াত করার একটি ছোট রাস্তাও না থাকাতে আমাদের সীমাহীন কষ্ট সহ্য করতে হচ্ছে দীর্ঘদিন ধরেই। বিশেষ করে পরিবারের বয়স্ক সদস্যদের জন্য উপজেলার বাউন্ডারি জন্য নিচু হয়ে পাড়াপাড় হওয়া কষ্ট সাধ্য হয়ে যায়। আমরা দ্রুত এ বিষয়ে পদক্ষেপ নেয়ার জন্য নির্দিষ্ট কর্মকর্তাদের দৃষ্টি আকর্ষন করছি। এ বিষয়ে আরেক ভুক্তভোগী পরিবারের সদস্য অরিন খান বলেন, আমাদের এই দূর্ভোগ দেখার কেউ নাই। বিগত বছর গুলোতে কয়েক দফা টাঙ্গাইল সদর উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান এবং সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কাছে রাস্তাটির সমস্যা লাঘবের জন্য লিখিত আবেদন দিয়েও কোন কাজ হয়নি। বিগত দিনে উনারা বহুবার আমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন সমাধান করে দিবেন রাস্তার কাজের একটু অগ্রগতিও হয়েছে কিন্তু কোন এক অজানা কারনে বারবার কাজ থেমে যায়। আমাদের ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান খালেকুজ্জামান মজনুকে বার বার অবহিত করার পরেও কোন প্রতিকার পাইনি। আমাদের এই দূর্ভোগ দেখার কেউ নাই। এখানে বসবাসরত পরিবারগুলোর কোনো সদস্য মারা গেলেও মৃত দেহটিও উপজেলার বাউন্ডারির নীচ দিয়ে হামাগুড়ি দিয়েই বের করতে হয়। এর চাইতে বেদনাদায়ক আর কি হতে পারে বলে প্রশ্ন রাখেন তিনি। তিনি আরও বলেন, উপজেলা প্রশাসনের কাছে রাস্তা নির্মানের জন্য উপজেলা কর্তৃক বরাদ্দকৃত জায়গা পুনরায় পরিমাপ করে বুঝিয়ে দিয়ে আমাদের রাস্তা নির্মানে সহায়তা করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। এ বিষয়ে করটিয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান খালেকুজ্জামান চৌধুরী মজনু বলেন, আমার পক্ষ থেকে আমি রাস্তা দেয়ার জন্য অনেক চেষ্টা করেছি। এখনো যদি আমাকে এ বিষয়ে প্রয়োজন হয় আমি অবশ্যই ভুক্তভোগীদের পাশে থাকবো। এদিকে সদর উপজেলার ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী কর্মকর্তা রুহুল আমিন শরীফ বলেন, আমি এখন সদর উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে অতিরিক্ত দ্বায়িত্ব পালন করছি। যতটুকু শুনতে পারলাম বিষয়টি দু:ক্ষজনক। সদর উপজেলায় নতুন ইউএনও খুব শীগ্রই বসবেন। আশা করি, উনি এর সমাধান করবেন। আমার পক্ষ থেকে এ বিষয়ে ন্যায়সঙ্গতভাবে কিছু করার থাকলে আমি অবশ্যই করবো।

আগৈলঝাড়া উপজেলায় বিএনপির কর্মীসভা

আগৈলঝাড়া, বরিশাল প্রতিনিধি : বরিশালের আগৈলঝাড়া উপজেলা বাগধা ইউনিয়নের নাঘিরপাড় মাধ্যমিক বিদ্যালয় হল রুমে বাগধা ইউনিয়ন বিএনপি ও সহযোগি সংগঠনের উদ্যোগে শনিবার দুপুরে বাগধা ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবু হানিফ বখতিয়ারের সভাপতিত্বে এক কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কর্মীসভায় প্রধান অতিথি ছিলেন কেন্দ্রীয় বিএনপির নির্বাহী কমিটির সদস্য ও এ্যাসোসিয়েশন অব ইঞ্জিনিয়ার্স বাংলাদেশ (এ্যাব) সভাপতি ঢাকা জোন ইঞ্জিনিয়ার আব্দুস সোবাহান। ইঞ্জিনিয়ার আব্দুস সোবাহান প্রধান অতিথি বক্তব্যে বলেন, ছাত্র-জনতার অভ্যূত্থানে গত ৫ আগস্ট ফ্যাসিবাদ আওয়ামী লীগকে পতন করেছে। বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়াম্যান তারেক রহমান বলেছেন, গণতন্ত্রবিরোধী অপশক্তির ষড়যন্ত্র এখনো থেমে নেই।

এর বিরুদ্ধে জনগণকে সতর্ক থাকতে হবে। তিনি বলেছেন বাংলাদেশে আর কখনো যেন ফ্যাসিবাদ স্বৈরাচার ফিরে আসতে না পারে, সে জন্য প্রতিটি নাগনিরকের সরাসরি ভোট দিয়ে জনপ্রতিনিধি নির্বচনের সক্ষমতা অর্জন জরুরী। তাই আমাদের বিএনপির সকল নেতাকর্মীকে ধর্য্যধারন করতে হবে।

সম্পাদকীয়

পথ পায়নি প্রশাসন

বিগত পতিত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলের ১৫ বছরের একটানা শাসনে প্রশাসনের সর্বত্র বিস্তার লাভ করেছিল নির্লজ্জ দলীয়করণ- তা সে প্রশাসন থেকে বিচার বিভাগ– যেখানেই হোক না কেন। সে অবস্থায় নবগঠিত সরকারকে অগ্রাধিকার দিতে হয়েছে প্রশাসনকে দলীয় প্রভাবমুক্ত করে যথাসম্ভব গতিশীল করার ওপর। তা না হলে সরকারের শীর্ষ পর্যায়ের গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ মাঠপর্যায়ে যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে না। তবে বাস্তবতা হলো, সরকারের আন্তরিকতা, প্রশাসনিক সংস্কার কমিশন গঠন, শীর্ষ পর্যায় থেকে তৃণমূল পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে রদবদলসহ চাকরিচ্যুতি, পদবঞ্চিতদের পদোন্নতি, নতুন নিয়োগ প্রদান ইত্যাদি বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেও এখন পর্যন্ত প্রশাসনকে যথেষ্ট সচল, গতিশীল ও জনবান্ধব করা যায়নি। ফলে, সরকারের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জন পদে পদে হোঁচট খাচ্ছে অথবা আশানুরূপ সাফল্যের দেখা পাওয়া যাচ্ছে না। বাস্তবে বিগত সব সরকারের আমলেই সরকারি প্রশাসনকে কুক্ষিগত করার অভিপ্রায়ে নানা পদ-পদবির প্রলোভন দেখিয়ে নির্লজ্জ দলীয়করণ করা হয়েছে। যে কারণে বহু কমিটি গঠনসহ নানাবিধ প্রশাসনিক সংস্কারের চেষ্টা করা হলেও আশানুরূপ সাফল্য অর্জিত হয়নি। ফলে, কাক্সিক্ষত উন্নয়ন-অগ্রগতি সম্ভব হয়নি। অন্যদিকে জনসাধারণও প্রত্যাশিত সেবা পেতে ব্যর্থ হয়েছে। পরিবর্তে পদে পদে প্রাধান্য পেয়েছে ঘুষ, দুর্নীতি, অনিয়ম, অব্যবস্থা, স্বজনপ্রীতিসহ রাজনৈতিক লেজুড়বৃত্তি। জগদ্দল এই দুরবস্থা থেকে মুক্তি পেতে প্রশাসনের টপ টু বটম আমূল সংস্কারের বিকল্প নেই। অন্তর্বর্তী সরকার তা করতে সক্ষম হবে বলেই প্রত্যাশা।

বিগত সব সরকারের আমলেই সরকারি প্রশাসনকে কুক্ষিগত করার অভিপ্রায়ে নানা পদ-পদবির প্রলোভন দেখিয়ে নির্লজ্জ দলীয়করণ করা হয়েছে। যে কারণে বহু কমিটি গঠনসহ নানাবিধ প্রশাসনিক সংস্কারের চেষ্টা করা হলেও আশানুরূপ সাফল্য অর্জিত হয়নি। ফলে, কাক্সিক্ষত উন্নয়ন-অগ্রগতি সম্ভব হয়নি। অন্যদিকে জনসাধারণও প্রত্যাশিত সেবা পেতে ব্যর্থ হয়েছে। পরিবর্তে পদে পদে প্রাধান্য পেয়েছে ঘুষ, দুর্নীতি, অনিয়ম, অব্যবস্থা, স্বজনপ্রীতিসহ রাজনৈতিক লেজুড়বৃত্তি। জগদ্দল এই দুরবস্থা থেকে মুক্তি পেতে প্রশাসনের টপ টু বটম আমূল সংস্কারের বিকল্প নেই। অন্তর্বর্তী সরকার তা করতে সক্ষম হবে বলেই প্রত্যাশা

অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পরপরই নানা গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার কর্মসূচির অংশ হিসেবে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছে প্রশাসনিক সংস্কারে। যাতে যথাসম্ভব দ্রুত প্রশাসনে শান্তি-শৃঙ্খলা ও গতি ফিরে আসে। নতুন সরকারের যাতে সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে তৃণমূল পর্যন্ত সরকারি সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন অপেক্ষাকৃত সহজ হয়। এরই অংশ হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোতে রদবদল করা হয়েছে। সিনিয়র সচিবসহ অনেককে পাঠানো হয়েছে অবসরে অব্যাহতি দিয়ে। অনেককে করা হয়েছে ওএসডি বা বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা। এর পাশাপাশি বিগত সরকারের আমলে বঞ্চিত কর্মকর্তাদের পদোন্নতি দিয়ে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে পদায়ন করা হয়েছে। তড়িঘড়ি এসব করতে গিয়ে নানা আলোচনা ও বিতর্কের জন্ম দিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার। এ নিয়ে বিভিন্ন স্তরে ও পর্যায়ে প্রকাশ্যে ক্ষোভ-বিক্ষোভ-অসন্তোষ প্রকাশ করতেও দেখা গেছে সরকারি কর্মকর্তাদের, যা প্রায় নজিরবিহীন। স্বভাবতই এটি প্রশাসনে বিশৃঙ্খলার জন্ম দিয়েছে। কিছু ক্ষেত্রে আগে ঘোষিত সিদ্ধান্ত সংশোধনের চেষ্টা লক্ষ্য করা গেলেও নতুন করে দেখা দিয়েছে বিতর্ক। প্রশাসনে গতিসহ স্থিতিশীলতা আনার ক্ষেত্রে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণে ঘাটতিও লক্ষ্য করা গেছে। ফলে, অনেক ক্ষেত্রে কাজকর্মে বিরাজ করছে প্রায় স্থবিরতা। জনপ্রশাসন সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর গত ৫৩ বছরে প্রশাসনের ওপর এত চাপ তৈরি হয়নি। গত ১৫ বছর ধরে সাবেক সরকারের একটানা শাসনামলে প্রায় সর্বত্র ব্যাপক দলীয়করণ, মেধা ও যোগ্যতা উপেক্ষা করে রাজনৈতিক বিবেচনায় পদায়ন ও নিয়োগ, সর্বোপরি স্বজনপ্রীতির কারণে প্রশাসনে ব্যাপক বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়েছে। এই কঠিন পরিস্থিতি থেকে উত্তরণে অন্তর্বর্তী সরকারকে অবশ্যই সময় দিতে হবে। কোনো তোষণনীতির কাছে মাথা নত না করে রাষ্ট্রীয় সর্বোচ্চ জায়গা থেকে সকল স্তরে সৎ, যোগ্য ও মেধাবী আমলাদের যথোপযুক্ত স্থানে বসিয়ে পেশাদারিত্ব ও কর্তব্যনিষ্ঠাকে প্রাধান্য দিয়ে একটি জনবান্ধব, স্বচ্ছ ও গতিশীল প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে অন্তর্বর্তী সরকার যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করবে বলেই প্রত্যাশা।

বিকল্প ব্যাগ সুলভ করুন

কাঁচাবাজারেও পলিথিন ব্যাগ নিষিদ্ধ করা হয়েছে শুক্রবার থেকে। সরকারের এই নির্দেশ যারা অমান্য করবেন, তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে এ কথা বলা হয়েছে। একমাস আগে সুপার শপগুলোতে পলিথিন ব্যবহার নিষিদ্ধ হয়। সেখানে যথেষ্ট পরিমাণে না হলেও বিকল্প হিসেবে পাট, কাগজ ও কাপড়ের ব্যাগ ব্যবহৃত হচ্ছে। পলিথিন ব্যাগের ব্যবহার বন্ধে মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে কঠোরভাবে চালু হয়েছে 'মনিটরিং'। পাশাপাশি পলিথিন উৎপাদনকারীদের বিরুদ্ধেও অভিযান চালানোর কথা বলা হয়েছে। ফলে, পলিথিন ব্যবহার কমে যাবে, এমনটা আশা করা যায়। নিষিদ্ধ পলিথিন শপিং ব্যাগের ব্যবহার বন্ধে রাজধানীর মোহাম্মদপুর কৃষি মার্কেটসহ আশপাশের বিভিন্ন সুপারশপে মনিটরিং কার্যক্রম চালানো হয়েছে। এটি নিয়মিত হলে সুফল মিলতে পারে। মনিটরিং কমিটির সদস্যরা বাজার করতে আসা লোকজনকে পলিথিন ব্যবহার না করতে অনুরোধ জানান। এর পরিবর্তে পাট বা কাপড়ের ব্যাগ ব্যবহার করতে বলেন। দোকানিদের জানানো হয়, অভিযানে পলিথিন ব্যাগ পাওয়া গেলে নেওয়া হবে কঠোর ব্যবস্থা। এটা স্পষ্ট যে, পলিথিন ব্যাগ সরবরাহ ও বিতরণ বন্ধে কঠোর অবস্থানে রয়েছে সরকার। তবে পলিথিনের ব্যাগ ব্যবহার নিষিদ্ধ করায় পণ্যসামগ্রী বহনে সংকট তৈরি হওয়ার আশঙ্কাও প্রকাশ করেছেন অনেকে। গ্রাহকদের দাবি, পলিথিন সহজলভ্য হওয়ায় পণ্যবহন ছিল সুবিধাজনক। কর্মক্ষেত্র থেকে ফেরার সময় প্রয়োজনীয় পণ্য বা ছোটখাটো কেনাকাটা করে পলিথিনে আনা ছিল সহজ। এখন পলিথিনের বিকল্প কী হবে, তা নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে তৈরি হয়েছে ধূম্রজাল। বাংলাদেশ পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম পাট উৎপাদনকারী দেশ। কাঁচাপাট রপ্তানিতে বাংলাদেশের অবস্থান শীর্ষে। কাজেই পলিথিনের বিকল্প থাকবে না, এটা হতে পারে না। পাটপণ্য বহুমুখী ব্যবহার উপযোগী। বিশেষজ্ঞদের মতে, পলিথিনের অতিরিক্ত ব্যবহার জনস্বাস্থ্যসহ প্রাণী ও পরিবেশের জন্য মারাত্মক হুমকি সৃষ্টি করছে। তাদের মতে, পরিত্যক্ত প্লাস্টিক মাইক্রোপ্লাস্টিকে পরিণত হয়ে বাতাস, পানি ও খাবারের মাধ্যমে মানবদেহে ঢোকে।

পলিথিনের ব্যাগ ব্যবহার নিষিদ্ধ করায় পণ্যসামগ্রী বহনে সংকট তৈরি হওয়ার আশঙ্কাও প্রকাশ করেছেন অনেকে। গ্রাহকদের দাবি, পলিথিন সহজলভ্য হওয়ায় পণ্যবহন ছিল সুবিধাজনক। কর্মক্ষেত্র থেকে ফেরার সময় প্রয়োজনীয় পণ্য বা ছোটখাটো কেনাকাটা করে পলিথিনে আনা ছিল সহজ। এখন পলিথিনের বিকল্প কী হবে, তা নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে তৈরি হয়েছে ধূম্রজাল। বাংলাদেশ পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম পাট উৎপাদনকারী দেশ। কাঁচাপাট রপ্তানিতে বাংলাদেশের অবস্থান শীর্ষে। কাজেই পলিথিনের বিকল্প থাকবে না, এটা হতে পারে না

ফিলিস্তিনে নারকীয় হত্যাযজ্ঞ ও বিপন্ন মানবতা

ড. মো. শফিকুল ইসলাম

ফিলিস্তিনের গাজায় ইসরাইলি হামলা অব্যাহত রয়েছে। এর মধ্যে গত ১ নভেম্বর আবাসিক ভবনে হামলা চালানো হয়। এইদিনে ইসরাইলি বিমান হামলায় ৫০ জনের বেশি শিশুসহ নিহত হয় ৮৪ জন । এই হামলাকে নির্বিচার হত্যাযজ্ঞ বলে দাবি করেছে অনেকে। ফিলিস্তিনে কি ঘটছে এবং কি ঘটতে যাচ্ছে, তা অনুমান করে বিশ্ব হতবাক। ফিলিস্তিনে এসব হামলার ঘটনা কি সন্ত্রাসী কর্মকা- নয়? বিশ্বে এখন মানবিকতা কোথায়? ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে ইসরাইলের হামলা ও নারকীয় ধ্বংসযজ্ঞ দেখে সারা পৃথিবীর মানুষ অবাক হয়ে আছে। বিশ্ব নেতারা কি করছে? এই সংকট মোকাবিলায় কেন কোনো ত্বরিত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না? ইসরাইলের বর্বরোচিত হামলার তীব্র নিন্দা জানাই আমরা, শুধু নিন্দা জানিয়ে এই অন্যায় হামলার স্বরূপ বোঝানো যাবে না। ইসরাইলকে আন্তর্জাতিক আইনে বিচারের আওতায় আনার উদ্যোগ গ্রহণ করা জরুরি। কিন্তু যারা এই কাজটি করবে বলে আমরা আশা করি, সেই পাশ্চাত্য দেশগুলো হামলার পেছনে প্রচ্ছন্ন ইন্ধন জুগিয়ে চলছে!

যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি জো বাইডেন মুখে যুদ্ধ বিরতির পক্ষে সমর্থন জানালেও ফিলিস্তিনে ইসরাইলের বিমান হামলা অব্যাহত রয়েছে। অতীতে দেখা যায় যুদ্ধ বিরতির পক্ষে সমর্থন প্রকাশ করার পর নেতানিয়াহুর সঙ্গে ফোনে কথোপকথন করেন বাইডেন। এখন পর্যন্ত নানা উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে, হামলা শুরুর পর থেকে গাজায় কমপক্ষে ৪৩ হাজার ২০০ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন প্রায় লক্ষাধিক ফিলিস্তিনি। শিশুদের কান্নার আহাজারি দেখেও কি বিশ্ব নেতাদের মনে হয় না যে, এই হত্যাযজ্ঞ অবিলম্বে বন্ধ করা দরকার? আর কত প্রাণহানি হলে বিশ্ব নেতাদের এবং জাতিসংঘের ঘুম ভাঙবে? ফিলিস্তিনে এক বছরের বেশি সময় ধরে বিমান হামলা ও বোমা বর্ষণ করে চলেছে ইসরাইল। নির্বিচারে হত্যা করছে নারী, শিশুসহ বেসামরিক লোকজনকে। ধ্বংসস্তূপে পরিণত করছে গোটা গাজা নগরীকে। উগ্র ইহুদিদের আক্রমণ থেকে বাদ যাচ্ছে না দাতব্য কার্যক্রম, মিডিয়া কার্যালয়, আবাসিক ভবন। এমনকি স্কুল ও হাসপাতালে টানা বিমান হামলা চালাচ্ছে তারা। হত্যাযজ্ঞে মত্ত ইসরাইল বিভিন্ন এলাকা অবরুদ্ধ করে অব্যাহত বিমান হামলার কারণে সেখানে উদ্ধারকর্মীরা যেতে পারছে না।

ঐসব এলাকায় কোনো ধরনের স্বাস্থ্য পরিষেবা কিংবা ত্রাণ সহায়তা দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। বিমান হামলা থেকে রক্ষা পায়নি গাজার হাসপাতাল এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো। এতে বন্ধ হয়ে গেছে হাসপাতালের কার্যক্রম। এ আগ্রাসনকে যুদ্ধাপরাধ হিসেবে আখ্যায়িত করা প্রয়োজন।

ইসরাইলের এসব বর্বর হামলাকে যুদ্ধাপরাধ হিসেবে আখ্যা দিচ্ছেন আইনজ্ঞরাও। কানাডার কুইন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের অধ্যাপক আরদি ইমসেইস বলেছেন, গাজা উপত্যকার অসমর্থিত বাহিনীর মোকাবিলায় ইসরাইল যা করছে, তা সম্ভাব্য যুদ্ধাপরাধ। তিনি বলেন, 'ইসরাইল প্রাথমিকভাবে স্বাতন্ত্র্য, আনুপাতিকতা ও সতর্কতার নীতিগুলোর প্রতি শ্রদ্ধা না দেখিয়ে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন লঙ্ঘনের মাধ্যমে যে যুদ্ধাপরাধ করছে, তা বিশ্বাস করার মতো বিশ্বাসযোগ্য কারণ রয়েছে।'

এ রকম যুদ্ধবিগ্রহ ও নারকীয় হত্যাযজ্ঞ চলতে থাকলে বিপন্ন হয়ে পড়বে মানবতা। ইতোমধ্যে যে সংখ্যক শিশু মারা গেছে তাতে প্রমাণিত যে, এদের মনে মানবতার লেশমাত্র আর অবশিষ্ট নেই। তাই এখনই উচিত হবে জাতিসংঘের মাধ্যমে কোনো সমাধানের পথ বেছে নেওয়া। আক্রমণ নয়, পাল্টা আক্রমণ নয়, বিশ্বনেতা ও রাজনীতিবিদদের উচিত দুই জাতির এই বিবাদের সঠিক ও স্থায়ী মীমাংসা করার কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা।

ইসরাইলি বিমান হামলায় গাজায় লাখ লাখ মানুষের ঘরবাড়ি বিধ্বস্ত হয়েছে। বাস্তুচ্যুত হয়েছে অনেক মানুষ। কি ভয়ানক অবস্থা! জাতিসংঘ এসব বিষয়ে অবগত। তাহলে তারা কেন এই সংঘর্ষ থামাচ্ছে না? এই বিশ্বসংস্থা কিসের জন্য তৈরি করা হয়েছে? এর কি কোনো ভূমিকা নেই। তাহলে এই ধরনের সংগঠনের কোনো প্রয়োজন আছে কিনা? তা নিয়ে মনে প্রশ্ন জাগে। বাংলাদেশসহ বিশ্বের অনেক স্থানে ইসরাইলবিরোধী মানববন্ধন ও প্রতিবাদ বিক্ষোভ হয়েছে। প্রতিবাদ হওয়া একান্ত প্রয়োজন ছিল। মানুষ তো মানুষের পাশে দাঁড়াবে। ধর্ম দিয়ে কোনো পরিচয় নয়, পরিচয় হলো মানুষ।

বিশ্বের সবাই মানুষ। সবাইকে এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া উচিত। একমাত্র সবাই সোচ্চার হলে পৃথিবী থেকে এই ধরনের অন্যায়, অত্যাচার বন্ধ হবে। অন্যথায় এই ধরনের ন্যক্কারজনক কর্মকা- চলতেই থাকবে। জাতিসংঘের উচিত, ফিলিস্তিনকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া এবং অবিলম্বে এই ধ্বংসযজ্ঞ বন্ধ করা। ফিলিস্তিনের নিরীহ জনগণের ওপর ইসরাইলের নির্বিচার হামলার প্রতিবাদে গাজায় জাতিসংঘের অধীনে শান্তিরক্ষী পাঠানো উচিত বিভিন্ন দেশের। জাতিসংঘের উচিত হবে বিভিন্ন দেশ থেকে ফিলিস্তিনে শান্তিরক্ষী বাহিনী পাঠিয়ে এই হত্যাযজ্ঞ অবিলম্বে বন্ধ করা। ফিলিস্তিনিদের যেকোনো প্রতিরোধ বা প্রতিবাদকে কেউ কেউ সন্ত্রাসবাদের তকমা দিয়ে থাকে। এই রীতি অনেক পুরনো। তারা কোনো সভা বা সমাবেশ করলে এটাকে বলা হয় সন্ত্রাসবাদ ছড়ানোর সম্মেলন। তাদের ভূখ- ইসরাইলিরা বিল্ডিং তৈরি করতে গেল, জমি দখল করতে গেল, এতে কোনো সমস্যা নেই এবং বিশ্ব মিডিয়াতে তা প্রকাশ পায় না। বরং তারা প্রতিরোধ করলে, তাদের সন্ত্রাসী হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। ফলে, ইসরাইলিরা ফিলিস্তিনিদের গণহত্যার বিচার থেকে দায়মুক্তি পেয়ে যায়।

ফিলিস্তিনের জাতিগত মুক্তি সংগ্রামকে ইসলামের সঙ্গে মিলিয়ে না ফেলে ফিলিস্তিনিদের শুধু 'মুসলমান' হিসেবে না দেখে, তাদের প্রকৃত মানুষ ভেবে নিরীহ শিশু হত্যা এবং গণহত্যার বিচার আন্তর্জাতিক আদালতে হওয়া উচিত। সর্বোপরি বিশ্ব বিবেক জাগ্রত হোক, মানুষের মাঝে শুভ চিন্তার উন্মেষ হোক, শান্তি ফিরে আসুক।

লেখক : সহযোগী অধ্যাপক, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ

ফলকর্মী ও কৃষি অর্থনীতি

মর্জিনা বেগম

বাংলাদেশের অর্থনীতি মূলত কৃষিভিত্তিক। ফলে, দেশের খাদ্য নিরাপত্তার জন্য কৃষি খাতের ওপর নির্ভর করতে হয়। যদিও দেশজ মোট উৎপাদনে (জিডিপি) কৃষি খাতের অবদান কমছে। বর্তমানে দেশের জিডিপিতে কৃষি খাতের অবদান ১৩ শতাংশে এসে দাঁড়িয়েছে। তা সত্ত্বেও দেশের অর্থনীতির একটি বড় অংশজুড়ে আছে কৃষি খাত। এখনো দেশের শতকরা প্রায় ৪১ শতাংশ শ্রমিক কৃষি খাতে নিয়োজিত। কৃষি খাতের অবদান কমলেও এখনো অর্থনৈতিক সংকটে সব সময় পাশে দাঁড়াচ্ছে দেশের কৃষি খাত। তাই শিল্পোন্নয়নের পাশাপাশি কৃষিতে সর্বোচ্চ মনোযোগ দেওয়া দরকার। এক্ষেত্রে কৃষি উৎপাদনে ও বিপণনে জাগরণ তৈরি করা দরকার। এক্ষেত্রে নানাভাবে প্রণোদনা দিয়ে পরিবার প্রতি একজন করে ফলকর্মী, মৎস্য চাষি বা গাভী পালনকারী নিয়োগ দেওয়া যেতে পারে। সে নিজ গ্রামে স্থানীয়ভাবে স্থায়ী ঠিকানায় কাজ করবে। তাদের স্বামী, স্ত্রী, ছেলে ও মেয়ে এবং মা বাবা নিয়ে গ্রামে বাস করতে হবে। প্রয়োজনে একই পরিবারের ২ জন চাকরি পাবে। দেশের সব উঁচু জায়গায় আয়কর প্রদানকারী প্রতি দশ জনের জন্য ১ (এক) জন ফলকর্মী নিয়োগ পাবে। ৬৮ হাজার গ্রামে নিয়োগ পাবে ১ (এক) কোটি ফলকর্মী। প্রত্যেককে যার যার গ্রামে চাকরি করতে হবে। তাদের ছেলেমেয়ে স্বামী নিয়ে গ্রামে থাকতে হবে এই শর্তে। তারা সরকারি ও উঁচু জায়গায় ফলগাছ, সবজি লাগানো, পরিচর্যা, পরিবহন ও পরিবেশন করবে। এলাকায় উৎপাদিত ফল, সবজি নিয়োগপ্রাপ্ত অফিসে পাঠাবে ও তাদের আওতাধীন এলাকায় পৌঁছে দেবে কৃষকদের দামে। দেশের সর্বত্র পৌঁছে দেওয়ার জন্য দেশের সকল গাড়ি, ট্রেন ও ট্রাক ১টা নির্দিষ্ট পরিমাণ সিট যেমন ৪/৫টি সিট বরাদ্দ থাকবে। এসব ফল ও শাকসবজি পরিবহন ও যোগাযোগ উপদেষ্টা একটি নির্দিষ্ট ভাড়ায় পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন। দেশে এক কোটি ফলকর্মী নিয়োগ দেওয়া গেলে তারা যার যার আঙিনা ও বাগানে ফল ও সবজি গাছ রোপণ করবে। এতে ১৮ কোটি মানুষ প্রতিদিন দুইশ' মণ করে মাছ, দুধ, ফল এবং সবজি পাবে। এসব মাছ, ফল, সবজি ও দুধ প্রতিদিন ঢাকা শহর ও অন্যান্য শহরে আনার ব্যবস্থা করবে এবং সকলের কাছে ফলকর্মী দিয়ে ন্যায্য মূল্যে বিক্রির ব্যবস্থা করবে সরকার। এসব ফল ও সবজি দেশের মানুষের পুষ্টি চাহিদা ও খাদ্য চাহিদা পূরণের পাশাপাশি পরিবেশ রক্ষায়ও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। জুলাই ও আগস্ট মাস থেকে ২০ কোটি কলম চারা তৈরি করতে হবে। রাজশাহী, খুলনা বিভাগ হতে আম, লিচু, কাঁঠাল ও অন্যান্য ফল সবজি। কুমিল্লার বড়ই, সিলেটের কমলা, মাল্টা, গাজীপুর, ময়মনসিংহ, ভালুকা ও সাভারের কাঁঠালের চারা, ফরিদপুরের খেজুরের চারা, তারাশের তালের চারা, ভোলার নারিকেলের চারা ভর্তুকি দিয়ে কিনে সারাদেশে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করতে হবে। দেশের সব উঁচু রাস্তার দুই পাশে এসব কলম ও ফলগাছ লাগানোর ব্যবস্থা করতে হবে। দেশের ব্যক্তি মালিকানাধীন যত কলা, পেঁপে বাগান ও লেবু বাগান আছে, তাদের কাছ থেকে যে গাছ দুই-তিন মাসের মধ্যে ফল দেবে, সেই গাছগুলো ২০০ টাকা করে ভর্তুকি দিয়ে ক্রয় করে রাস্তার দুই পাশে স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও বিভিন্ন পার্কে লাগানো যেতে পারে। এ ছাড়াও সরকারি, আধা সরকারি, বেসরকারি জায়গায়, রাস্তাঘাট, অফিস, আদালত, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, মসজিদ, মাদ্রাসা, খেলার মাঠ, ঈদগাহ মাঠের চারপাশে, খালিমাঠ, পার্ক, পতিত বাড়ি-পতিত জায়গায় ও জমি, বসতবাড়ি, আঙিনা, ছাদ, বারান্দা, ফুটপাত, আইল্যান্ড, নদীর পাড়, পুকুর পাড়, খাল-বিল পাড়, সেতুর আশপাশে, মন্দির, গির্জার আশপাশে কাঠগাছ লাগানো বাদ দিয়ে ফলগাছ, সবজি, ঔষধিগাছ লাগাতে হবে। প্রত্যেকটি ফল গাছের বাগানের ভেতর পরিমাণ মতো গরুর খামার, রাজহাঁসের খামার, মুরগি, কবুতরের খামার ও কোয়েল পাখির খামার করতে হবে। এতে পরিবেশের ভারসাম্যও রক্ষা হবে। সেই সঙ্গে দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশেও আমাদের কৃষি পণ্য রপ্তানি করা যাবে। প্রয়োজনে বাংলাদেশ ভ্রমণ করতে আসা বিদেশী প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী, অন্যান্য মন্ত্রী ও গণ্যমান্য ব্যক্তিকে এসব ফল উপহার দেওয়া যেতে পারে। জন্ম, মৃত্যু বিয়েসহ যে কোনো অনুষ্ঠানে ফলের ডালি উপহার দেওয়ার প্রচলন করতে হবে। এই নীতি ও নির্দেশনা সরকারিভাবে পালন করতে হবে। দেশে জাতীয় ফল খাওয়ার দিবসও প্রচলন করা যেতে পারে। তবে কোনোভাবেই ফল, সবজি, মাছ, দুধ, মাংসে ফরমালিন দেওয়া যাবে না। সকল ফলকর্মী হবে নারী। প্রয়োজনে স্বামী ও ভাইদেরও ফলকর্মী হিসেবে নিয়োগ দেওয়া যেতে পারে। তাদের বয়সসীমা হবে ২০ হতে ৪০ বছর পর্যন্ত। ৫ম হতে ৮ম শ্রেণি পাস। প্রয়োজনে তাদের গরু পালন ও সবজি চাষের জন্য ২০ হাজার টাকা থেকে ৫০ হাজার টাকা বিনাসুদে ১০ বছরের মেয়াদ ঋণ প্রদান করা যেতে পারে। ৫ বছর পর তাদের আয় থেকে ঋণের কিস্তি কর্তন করতে হবে। দেশের চৌষট্টি জেলায় আখ ও সরিষার চাষ বাধ্যতামূলক করা যেতে পারে।

মালিক নিজে বা ফলকর্মী দিয়ে তেভাগা পদ্ধতিতে এগুলো চাষ করবে। চৌষট্টি জেলায় চিনির কারখানা ও সরিষা ভাঙানোর মেশিন স্থাপন করে জনগণের খাদ্য চাহিদা পূরণে সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে। এতে দেশের চিনি ও তেলের চাহিদা মেটানো সম্ভব হতে পারে। ফলগাছ, সবজি লাগানোর জন্য, পরিচর্যা, পৌঁছানো ও সরবরাহ করার জন্য সরকারের ত্রাণ তহবিল থেকে ২০ (বিশ) কোটি টাকা বিনিয়োগের প্রয়োজন হতে পারে।

লেখক : অবসরপ্রাপ্ত ব্যাংক কর্মকর্তা

ধূমপান ছেড়ে দিলে ডায়াবেটিসের ঝুঁকি কমে

অরূপরতন চৌধুরী

টাইপ-২ ডায়াবেটিস বিশ্বব্যাপী সর্বাধিক দীর্ঘস্থায়ী রোগগুলোর মধ্যে একটি, যা সব ধরনের ডায়াবেটিসের ক্ষেত্রে ৯৫ শতাংশেরও বেশি। তবে টাইপ-২ ডায়াবেটিস সহজেই প্রতিরোধযোগ্য। ধূমপান ত্যাগ করা শুধু টাইপ-২ ডায়াবেটিস হওয়ার ঝুঁকিই হ্রাস করে না, ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণেও অনেক সাহায্য করে এবং ডায়াবেটিসের জটিলতার ঝুঁকি হ্রাস করে। গবেষণা প্রমাণ করে যে, ধূমপান রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতাকে প্রভাবিত করে, যা টাইপ-২ ডায়াবেটিসের কারণ হতে পারে। ধূমপান ডায়াবেটিসজনিত জটিলতা যেমন কার্ডিওভাসকুলার ডিজিজ, কিডনি জটিলতা এবং অন্ধত্বের ঝুঁকিও বাড়ায়। ধূমপান ক্ষত নিরাময়ে বাধা সৃষ্টি করে এবং নিম্ন অঙ্গ পঙ্গুত্বের ঝুঁকি বাড়ায়, যা স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ওপর একটি উল্লেখযোগ্য বোঝা তৈরি করে। আন্তর্জাতিক ডায়াবেটিস ফেডারেশন ডায়াবেটিসের ঝুঁকি কমাতে এবং ডায়াবেটিস জটিলতা এড়াতে মানুষকে ধূমপান বন্ধ করতে জোরালোভাবে উৎসাহিত করে। এই কথাটি পরিষ্কার যে ধূমপান ত্যাগ করা শুধু স্বাস্থ্যকর ফুসফুস এবং হৃদয়ের জটিলতা এড়াতে নয়; এটি টাইপ-২ ডায়াবেটিসের ঝুঁকি হ্রাস করার ক্ষেত্রেও একটি শক্ত পদক্ষেপ। স্বাস্থ্যকর্মীরা তামাক ছাড়ার ক্ষেত্রে টাইপ-২ ডায়াবেটিসযুক্ত ব্যক্তিদের অনুপ্রাণিত ও গাইড করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন, একই সঙ্গে সরকারকেই এর গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিতে উৎসাহিত করা জরুরি। যখন ডায়াবেটিস হয় তখন শরীর এ পর্যাপ্ত ইনসুলিন তৈরি হয় না বা ইনসুলিন খুব ভালোভাবে ব্যবহার করতে পারে না। যখন পর্যাপ্ত ইনসুলিন থাকে না, বা কোষগুলো ইনসুলিনের কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়, তখন বেশি পরিমাণে চিনি রক্তপ্রবাহে থাকে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এটি বিভিন্ন স্বাস্থ্য সমস্যা যেমন– হৃদরোগ, দৃষ্টিশক্তি হ্রাস এবং কিডনি রোগের কারণ হতে পারে। ডায়াবেটিস একটি অটোইমিউন প্রতিক্রিয়া দ্বারা সৃষ্ট বলে মনে করা হয়, যা শরীরকে ইনসুলিন তৈরি করতে বাধা দেয়। সারা বিশ্বে খুব কম লোকেরাই টাইপ-১ ডায়াবেটিস থাকে, যা প্রায়শই শিশু-কিশোর বা অল্প বয়স্কদের মধ্যে নির্ণয় করা হয়। ধূমপানের সঙ্গে ডায়াবেটিসের সম্পর্ক কী? গবেষণায় দেখা গেছে যে, ধূমপান টাইপ-২ ডায়াবেটিসের একটি কারণ, প্রকৃতপক্ষে, যারা সিগারেট পান করেন তাদের ধূমপান না করা লোকদের তুলনায় টাইপ-২ ডায়াবেটিস হওয়ার সম্ভবনা ৩০-৪০% বেশি। ডায়াবেটিসে আক্রান্ত ব্যক্তিরা যারা ধূমপান করেন, তাদের ইনসুলিন ডোজ বা মাত্রা কার্যকর করতে সমস্যা হওয়ার সম্ভবনা বেশি। একজন ধূমপায়ী যত বেশি সিগারেট পান করবেন, তার টাইপ-২ ডায়াবেটিসের ঝুঁকি তত বেশি। যে ধরনের ডায়াবেটিস থাকুক না কেন, ধূমপান বা তামাক গ্রহণ ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ করা আরও শক্ত করে তোলে। যদি কারো ডায়াবেটিস হয় এবং তিনি যদি ধূমপান করেন তবে ডায়াবেটিস থেকে তার বিভিন্ন জটিলতা হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি। যেমন– হৃদরোগ, কিডনি রোগ এবং পায়ে দুর্বল রক্তপ্রবাহ যা সংক্রমণ, আলসার এবং সম্ভাব্য পা কেটে ফেলার কারণ হতে পারে (পায়ের আঙুল বা পায়ের অংশ অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে শরীরের কোন অংশ কেটে ফেলা) তাছাড়া রেটিনোপ্যাথি চোখের রোগ যা অন্ধত্বের কারণ হতে পারে। পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি হাতে ও পায়ে ক্ষতিগ্রস্ত স্নায়ু যা অসাড়তা, ব্যথা, দুর্বলতা সৃষ্টি করে। তামাকজাত পণ্যগুলোতে পাওয়া নিকোটিন একটি রাসায়নিক বিষাক্ত পদার্থ যা রক্তে শর্করাকে বাড়িয়ে তোলে। সিগারেট এবং অন্যান্য তামাকজাত পন্যগুলোর রাসায়নিক পদার্থ দেহের ক্ষতি করে এবং প্রদাহ সৃষ্টি করে

(প্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট করে)। দেহের এই প্রদাহ এবং নিকোটিন উভয়ই দেহের রক্তে শর্করাকে নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত করে তোলে। যারা ধূমপান করেন তাদের পেটের চর্বি হওয়ার ঝুঁকি বেশি থাকে, যা টাইপ ২ ডায়াবেটিসের ঝুঁকিও বাড়িয়ে তোলে, এমনকি তাদের ওজন যদি বেশি না-ও থাকে। ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ করা চ্যালেঞ্জিং এবং ধূমপান সেটাকে আরও কঠিন করে তুলতে পারে। যেহেতু নিকোটিন রক্তে শর্করার মাত্রা বাড়ায়, তাই ডায়াবেটিসে আক্রান্ত ব্যক্তিরা যারা ধূমপান করেন তাদের ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ অনেক কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। ডায়াবেটিস প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য ধূমপান ছেড়ে দেয়া কেন প্রয়োজন : আপনি কতবার ধূমপান করেছেন বা কখন ছেড়ে দিলে আপনার স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে। আপনি যখন ধূমপান বন্ধ করবেন সেই সময় থেকে আপনার শরীর নিজেই নিরাময় শুরু করবে। যেমন– ১২ ঘণ্টার মধ্যে, আপনার রক্তে কার্বন মনোক্সাইড (সিগারেটের ধোঁয়া থেকে একটি বিষাক্ত গ্যাস) স্বাভাবিক হয়ে যাবে। ২ সপ্তাহ থেকে ৩ মাসের মধ্যে, আপনার রক্ত সঞ্চালন এবং ফুসফুস আগের চাইতে উন্নত হবে। এক বছরের মধ্যে, আপনার রক্ত সঞ্চালন অনেক বেশি স্বাভাবিক হবে। এক বছরের মধ্যে আপনার হৃদরোগ ঝুঁকি যারা এখনও ধূমপান করে এমন ব্যক্তির চেয়ে অর্ধেক নেমে আসবে। ধূমপান ত্যাগ করলে রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা আরও সহজ করতে সহায়তা করে। শরীর ধূমপানমুক্ত হওয়ার সঙ্গে সামঞ্জস্য না হওয়া পর্যন্ত রক্তে শর্করা পরিমাণ ঘন ঘন পরীক্ষা করতে হবে। নিকোটিন পণ্য যেমন নিকোটিন প্যাচ এবং লজেন্স ধূমপন বন্ধ করতে সহায়তা করার জন্য করতে পারে। এগুলো সরঞ্জাম ব্যবহারে ছাড়ার সম্ভাবনা দ্বিগুণ হতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে নিকোটিনযুক্ত পণ্যগুলো রক্তে শর্করাকে বাড়িয়ে তোলে, তাই যদি ডায়াবেটিস থাকে তবে সেগুলো ব্যবহার সম্পর্কে ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলা প্রয়োজন। প্রথম চেষ্টায় ছাড়তে সক্ষম না হলেও হাল ছাড়া ঠিক হবে না। পিছলে গেলেও মন খারাপ করার দরকার নাই, ভালোর জন্য ধূমপানমুক্ত না হওয়া পর্যন্ত এটি বেশ কয়েকবার প্রচেষ্টা নিতে হতে পারে (যদিও কিছু লোক তাদের প্রথমবারই ছেড়ে দেয়)। যদি ডায়াবেটিস থাকে এবং আপনি ধূমপান করেন তবে ধূমপান ত্যাগ করা এখনই আপনার স্বাস্থ্যের জন্য উপকার আনবে। ডায়াবেটিস আক্রান্ত ব্যক্তিরা যারা ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ছেড়ে দেন তারা রক্তে শর্করার মাত্রা আরও ভালোভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হন। ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য যেমন জর্দ্দা, গুল, সাদাপাতা অথবা বর্তমান সময়ে নতুন আমাদানি ই-সিগারেট বা ইলেকট্রনিক সিগারেট সবই ডায়াবেটিস রোগের যেমন কারণ হতে পারে, তেমনি ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণেও বাধা সৃষ্টি করতে পারে। সেই সঙ্গে অন্যান্য জটিল রোগ যেমন– হৃদরোগ, অন্ধত্ব ও নার্ভের সমস্যাসহ পায়ের পচনশীল রোগ গ্যাংগ্রিন হতে পারে। অতএব, ডায়াবেটিস প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে যেমন নিয়মিত ব্যায়াম, খাদ্যাভ্যাস নিয়ন্ত্রণ ও জীবনযাপন পরিবর্তন করতে হবে তেমনি ধূমপান ও তামাক জাতীয় সব বস্তু জর্দ্দা, গুল, সাদাপাতা জীবন থেকে বর্জন করতে হবে। এভাবেই ডায়াবেটিস প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ হবে। সেই সঙ্গে অন্যান্য অসংক্রামক রোগের ঝুঁকি থেকে মুক্ত থাকা যাবে। ধূমপান ছেড়ে দিতে নিজের ইচ্ছাশক্তিই যথেষ্ট, তবে অনেক ক্ষেত্রে মনোরোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ প্রয়োজন হতে পারে। ধূমপান ত্যাগ করলে নিজেকে যেমন– মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকি থেকে রক্ষা করা যাবে, তেমনি পরিবার বা পারিপার্শ্বিক জনসাধারণের জীবন ঝুঁকিমুক্ত থাকবে। তাই আজই ধূমপান ও তামাক ছাড়ুন।

[লেখক : প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, মানস- মাদকদ্রব্য ও নেশা নিরোধ সংস্থা]

উত্তর প্রদেশে মাদ্রাসা চালানো নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের রায়

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ভারতে এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায় গতকাল মঙ্গলবার বাতিল করে দিলেন দেশটির সুপ্রিম কোর্ট। ফলে উত্তর প্রদেশে মাদ্রাসা চালানোয় আর কোনো সমস্যা থাকল না। ২০০৪ সালে উত্তর প্রদেশের তৎকালীন সমাজবাদী পার্টির সরকার একটি আইন তৈরি করেছিল। যে আইন সে রাজ্যে বোর্ড অব মাদ্রাসা এডুকেশন আইন নামে পরিচিত। এই বোর্ডের তত্ত্বাবধানে রাজ্যের সব মাদ্রাসা চালানো হবে বলে ঠিক হয়েছিল। শুধু তা-ই নয়, মাদ্রাসা শিক্ষার পাঠ্যক্রমের সঙ্গে জেনারেল বোর্ডের পাঠ্যক্রমের সমন্বয় তৈরি করাও ছিল এই বোর্ডের অন্যতম কাজ। কিন্তু উত্তর প্রদেশে যোগী আদিত্যনাথের নেতৃত্বে বিজেপির সরকার তৈরি হওয়ার পর এই আইনটি নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। এলাহাবাদ হাইকোর্টে মামলা আদালত জানান, আইনটি সাংবিধানিক নয়। সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্রের পরিপন্থী এই আইন। এলাহাবাদ হাইকোর্টের এই রায়ের ফলে সমস্যায় পড়ে উত্তর প্রদেশের প্রায় ১৬ হাজার মাদ্রাসা। আদৌ এই মাদ্রাসাগুলো বৈধ কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। বেশ কিছু মাদ্রাসা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরিস্থিতি তৈরি হয়। মাদ্রাসা ইউনিয়নের মতে, এর ফলে প্রায় ১৭ লাখ শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ সংশয়ের মুখে পড়ে। হাইকোর্টের রায় চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয় তিনটি মাদ্রাসার সঙ্গে যুক্ত সংগঠন। তাদের মূল বক্তব্য ছিল, ২০০৪ সালের আইনের ভুল ব্যাখ্যা করা হয়েছে হাইকোর্টে। গতকাল মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টে প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বে তিন বিচরপতির বেঞ্চ হাইকোর্টের রায় খারিজ করে দেন। প্রধান বিচারপতির পাশাপাশি ওই বেঞ্চে ছিলেন বিচারপতি জেবি পারদিওয়ালা ও মনোজ মিশ্র। রায় ঘোষণার সময় বিচারপতিরা জানান,

হাইকোর্টের রায়ে বলা হয়েছিল, উত্তর প্রদেশের মাদ্রাসা আইন ভারতীয় সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্রের পরিপন্থী। কিন্তু বাস্তবে তা ঠিক নয়। শিক্ষার অধিকার সবার আছে এবং মাদ্রাসা বোর্ড সাধারণ বা জেনারেল শিক্ষার সঙ্গে মাদ্রাসা শিক্ষার সমন্বয় তৈরি করেছে। ফলে এই আইনকে কখনোই অসাংবিধানিক বলা যায় না। মাদ্রাসা বোর্ডে পড়াশোনা করার পর শিক্ষার্থীদের সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। সেই সার্টিফিকেট নিয়ে পরবর্তী স্তরে যেকোনো সাধারণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করতে পারে শিক্ষার্থীরা। ফলে আইনটি কখনোই অসাংবিধানিক নয়। তবে একই সঙ্গে কওমি ও খারিজি মাদ্রাসা নিয়ে মন্তব্য করেছেন সুপ্রিম কোর্ট। এই ধরনের মাদ্রাসা কতটা আইনসংগত তা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে। জমিয়ত উলামায়ে ইসলামের মুখপাত্র ফজলুর রহমান বলেছেন, 'মাদ্রাসা নিয়ে একাধিক মামলা চলছে আদালতে। এদিন সুপ্রিম কোর্ট যে রায় দিয়েছেন, তা কেবলমাত্র উত্তর প্রদেশ নিয়ে। এই রায়কে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি।' তিনি আরো জানান, বিজেপিশাসিত একাধিক রাজ্যে মাদ্রাসা বন্ধ করার চেষ্টা চলছে। উত্তর প্রদেশের পাশাপাশি মধ্য প্রদেশ ও আসামে একাধিক মাদ্রাসা বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছে সেখানকার রাজ্য সরকার। বহু মাদ্রাসাকে নোটিশও পাঠানো হয়েছে। আদালতে তা নিয়েও মামলা চলছে। সেই মামলায় এদিনের রায় প্রভাব ফেলবে বলেই তিনি মনে করেন। অন্যদিকে সমাজবাদী পার্টি সুপ্রিম কোর্টের রায়কে স্বাগত জানিয়েছে। কংগ্রেসও এই রায়কে স্বাগত জানিয়েছে। বিজেপির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, তারা সুপ্রিম কোর্টের রায়কে সম্মান জানাবে।

গভীর রাতে গাজাজুড়ে বিমান হামলায় নিহত অন্তত ৩০

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : বেত লাহিয়া, দেইর আল-বালাহ এবং আল-জাওয়াইদা শহরসহ গাজার বিভিন্ন এলাকায় বাস্তুচ্যুত লোকদের তাঁবুতে ইসরায়েলের বিমান হামলা চালিয়েছে। গত সোমবার রাত থেকে গাজা উপত্যকাজুড়ে ইসরায়েলি হামলায় কমপক্ষে ৩০ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে। ফিলিস্তিনি মিডিয়া এবং চিকিৎকরা গতকাল মঙ্গলবার বলেছেন, ইসরায়েলি সেনাবাহিনী ছিটমহলের উত্তরাঞ্চলে হামলা আরো কঠোর হয়েছে। ফিলিস্তিনি সরকারী বার্তা সংস্থা ওয়াফা এবং হামাস মিডিয়া জানিয়েছে, উত্তর গাজার বেইত লাহিয়া শহরে একটি বিমান হামলায় দুটি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সেখানে সেনাবাহিনী ৫ অক্টোবর থেকে নতুন অভিযান পরিচালনা করেছে এবং গত সোমবার গভীর রাতে কমপক্ষে ২০ জন নিহত হয়েছে। ফিলিস্তিনি স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ মনে করছে, গাজা উপত্যকা জুড়ে ধ্বংস হওয়া বাড়ির ধ্বংসস্তূপের নিচে এখনও ১০ হাজারেরও বেশি লোক নিখোঁজ রয়েছেন। মূলত গাজায় অবিলম্বে যুদ্ধবিরতির দাবি জানিয়ে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাব সত্ত্বেও ইসরায়েল অবরুদ্ধ এই ভূখণ্ডে তার নৃশংস আক্রমণ অব্যাহত রেখেছে। উল্লেখ্য, গত ৭ অক্টোবর হামাসের নজিরবিহীন আন্তঃসীমান্ত হামলার পর থেকে ইসরায়েল গাজা উপত্যকায় অবিরাম বিমান ও স্থল হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। সূত্রঃ রয়টার্স

ভোটারদের ১০ লাখ ডলার উপহার দিতে আদালতের অনুমতি পেলেন মাস্ক

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ভোটারদের লটারির মাধ্যমে ১০ লাখ ডলার উপহার দিতে কোনো আইনি প্রতিবন্ধকতা নেই মার্কিন ধনকুবের ইলন মাস্কের। গত সোমবার পেনসিলভিনিয়া অঙ্গরাজ্যের এক বিচারকের রায়ে নিজের কার্যকলাপ চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি পেলেন টেসলা ও স্পেস এক্সের মালিক। ব্রিটিশ বার্তাসংস্থা রয়টার্স এ খবর জানিয়েছে। ট্রাম্পের প্রচারণায় অর্থসহায়তাকারী প্রতিষ্ঠান আমেরিকা পিএসি'র আইনজীবী ও পরিচালক সবাই দাবি করেছেন, ট্রাম্পপন্থী অ্যাজেন্ডা প্রচার করার জন্য মুখপাত্র বাছাইয়ের উদ্দেশ্যে পুরস্কার দেওয়া হচ্ছিল। রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রচারণার জন্য উদারহস্তে ডলার খরচ করছেন মার্কিন ধনকুবের। সেজন্য মাস তিনেক আগে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন আমেরিকা পিএসি। তার আরেকটা উদ্যোগ ছিল ১০ লাখ ডলারের লটারি ঘোষণা। চরম প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ সাত অঙ্গরাজ্যের (সুইং স্টেট) ভোটারদের মধ্য থেকে নির্বাচন পর্যন্ত প্রতিদিন একজনকে এই অর্থ প্রদান করার আয়োজন করেন তিনি। লটারিতে অংশগ্রহণের শর্ত ছিল দুটি- নিবন্ধিত ভোটার হতে হবে এবং বাকস্বাধীনতা ও বন্দুক বহন আইনের সমর্থনে একটি পিটিশনে স্বাক্ষর করতে হবে। মাস্ক এ পর্যন্ত এক কোটি ৬০ লাখ ডলার উপহার হিসেবে দিয়েছেন। গত সোমবার অ্যারিজোনাতে এক বিজয়ীর হাতে চেক তুলে দেওয়ার পর ঘোষণা করা হয়, গতকাল মঙ্গলবার মিশিগানে লটারির শেষ ধাপে আর একজন বিজয়ীর হাতে ১০ লাখ ডলার তুলে দেওয়া হবে। মাস্কের এই অর্থ উপহার উদ্যোগ বন্ধের চেষ্টা করছিলেন ফিলাডেলফিয়া ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি ল্যারি ক্রেসনার। ২৮ অক্টোবর আদালতে দায়ের করা অভিযোগে তিনি বলেছেন, চরম প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ অঙ্গরাজ্যগুলোতে ভোটারদের প্রভাবিত করার জন্য এই আয়োজন করেছেন টেসলা ও স্পেস এক্সের মালিক। ওই অভিযোগের সমালোচনা করে মাস্কের আইনজীবী অ্যান্ডি টেইলর বলেছেন, পেনসিলভিনিয়ার জনগণের পিটিশনে স্বাক্ষরের অধিকারে হস্তক্ষেপ করছেন ক্রেসনার। সরকারি তথ্য মোতাবেক, রিপাবলিকানদের পক্ষে ভোটার টানতে আমেরিকা পিএসিতে এখন পর্যন্ত ১২ কোটি ডলার দিয়েছেন ইলন মাস্ক। আসন্ন নির্বাচনে সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও ডেমোক্র্যাট প্রার্থী কমলা হ্যারিসের মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হতে পারে। বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষমতাধর দেশের প্রধান নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে সাতটি সুইং স্টেটের। ফলে মাস্কের লটারি ওভাল অফিসের নেতা নির্বাচনে যথেষ্ট প্রভাব রাখার সম্ভাবনা রয়েছে।

'এবারের মার্কিন নির্বাচন হয় শান্তি নয়তো তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বয়ে আনবে'

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : এবারের মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হয় শান্তি বয়ে আনবে নয়তো তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বয়ে আনবে বলে মন্তব্য করেছেন সার্বিয়ার প্রেসিডেন্ট আলেকজান্ডার ভুসিক। এক টিভি সাক্ষাতে তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন মানবজাতির জন্য একটি নির্ণায়ক হবে। এটি শান্তি বয়ে আনবে অথবা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের দিকে মোড় নেবে। সার্বিয়ার প্রেসিডেন্ট বলেন, এবারের নির্বাচন নিঃসন্দেহে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সম্ভবত এটি মানব ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচন। যা শান্তি বা যুদ্ধের দিকে পরিচালিত হতে পারে। এটা হতেই পারে। তিনি বলেন, যদিও নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না। তবে এমনো হতে পারে যে, এই নির্বাচন শান্তি বয়ে আনবে অথবা যুদ্ধ অব্যাহত রাখবে, যার ফলে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বেঁধে যেতে পারে। গতকাল মঙ্গলবার যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ভোটগ্রহণ হয়। দেশটিতে ইতোমধ্যে আগাম ভোট দিয়েছেন সাত কোটি ৭০ লাখের বেশি ভোটার। বর্তমান প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন প্রেসিডেন্ট প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে জুনের বিতর্কে খারাপ পারফরম্যান্সের পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে সরে দাঁড়ান।

একের পর এক কেলেঙ্কারি, যুক্তরাজ্যে ৫৯৩ পুলিশ কর্মকর্তা বরখাস্ত

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : যুক্তরাজ্যে ৫৯৩ জন পুলিশ কর্মকর্তাকে বরখাস্ত করা হয়েছে। দেশজুড়ে একের পর এক কেলেঙ্কারির পর পুলিশের প্রতি জনগণের আস্থা ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টার মধ্যেই রেকর্ড সংখ্যক পুলিশ কর্মকর্তাকে বরখাস্ত করা হলো। গতকাল মঙ্গলবার কলেজ অব পুলিশিংয়ের প্রকাশিত পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, ৩১ মার্চের পর থেকে এখন পর্যন্ত রেকর্ড ৫৯৩ জন পুলিশ কর্মকর্তাকে বরখাস্ত করা হয়েছে। তাদের পুনরায় চাকরিতে ফেরার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। এদের মধ্যে যৌন অপরাধ ও অসদাচরণের জন্য ৭৪ জন কর্মকর্তা এবং শিশু শোষণের জন্য ১৮ জনকে বরখাস্ত করা হয়। বরখাস্তের সর্বাধিক সাধারণ কারণগুলো হলো- অসততা এবং বৈষম্যমূলক আচরণ। অসততার জন্য ১২৫ জন এবং ৭১ জনকে বৈষম্যমূলক আচরণের জন্য বরখাস্ত করা হয়। ২০২১ সালে লন্ডনের মেট্রোপলিটন পুলিশের কর্মকর্তা ওয়েইন কুজেন্স ৩৩ বছর বয়সী মার্কেটিং এক্সিকিউটিভ সারাহ এভারার্ডকে অপহরণ ও হত্যা করে। এরপর থেকেই পুলিশের বিরুদ্ধে নেতিবাচক মনোভাব আরও জোড়াল হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে যুক্তরাজ্যের পুলিশ প্রধানরা জনগণের আস্থা ফিরে পাওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। যার ফলশ্রুতিতে রেকর্ড সংখ্যক বরখাস্ত করা হলো। গত বছরও লন্ডন মেট্রোপলিটন পুলিশ কর্মকর্তা ডেভিড ক্যারিককে ১২ জন নারীকে ধর্ষণ ও কয়েক ডজন যৌন অপরাধের দায়ে ৩০ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। কলেজ অব পুলিশিংয়ের অপারেশনাল স্ট্যান্ডার্ডের পরিচালক অ্যাসিস্ট্যান্ট চিফ কনস্টেবল টম হার্ডিং বলেন, বরখাস্ত হওয়া কর্মকর্তাদের আচরণঞ্জঅত্যন্ত হতাশাজনকক্স। হার্ডিং বলেন, এসব অফিসারদের দ্রুত সনাক্ত ও মোকাবেলা করার জন্য আমাদের কার্যকর, শক্তিশালী পদ্ধতি রয়েছে। তারা ভবিষ্যতে পুলিশে আর ভূমিকা পালন করতে পারে না। বরখাস্তের এই পরিসংখ্যান দেখায়, আমাদের পুলিশ বাহিনীতে উচ্চমান পূরণে ব্যর্থ লোকদের জন্য লুকানোর কোনো জায়গা নেই।

মেক্সিকোতে হাসপাতালে বন্দুকধারীর হামলায় রোগীসহ-দুই পুলিশ নিহত

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : মেক্সিকোর একটি হাসপাতালে হামলা চালিয়েছে একদল বন্দুকধারী। সেসময় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন এক ব্যক্তি এবং দুই পুলিশ নিহত হন। চিকিৎসাধীন ওই ব্যক্তি এর আগে গুলিবিদ্ধ হয়েই হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এ তথ্য নিশ্চিত করেছে। খবর এএফপির। পুয়েবলা রাজ্যের জননিরাপত্তা বিভাগ জানিয়েছে, অ্যাটলিক্সকো শহরে অবস্থিত একটি হাসপাতালে প্রবেশ করে বন্দুকধারীরা এক ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে ১০ বারের বেশি গুলি চালান। তাদেরকে পালিয়ে যেতে বাধা দেওয়ায় দুই পুলিশকে লক্ষ্য করেও গুলি চালানো হয়। পুয়েবলা শহরের সিকিউরিটি সেক্রেটারি ড্যানিয়েল ইভান ক্রুজ এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, গত রোববার সকালে আহত এক ব্যক্তি নিজেই এসে হাসপাতালে ভর্তি হন।

কাঠের তৈরি বিশ্বের প্রথম স্যাটেলাইটের উৎক্ষেপণ

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : বিশ্বের প্রথম কাঠের স্যাটেলাইট একটি স্পেসএক্স রকেটে উৎক্ষেপণ করা হয়েছে। এর জাপানি নির্মাতারা গতকাল মঙ্গলবার এ তথ্য জানিয়েছেন। এটি আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে রসদ পাঠানোর একটি মিশনের অংশ। কিয়োটো বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা আশা করছেন, কাঠের উপাদানটি বায়ুমণ্ডলে প্রবেশের সময় পুড়ে যাবে। এর ফলে পুরনো স্যাটেলাইট ফের পৃথিবীতে ফিরে আসার সময় ধাতব কণার সৃষ্টি এড়ানো সম্ভব হতে পারে। নির্মাতাদের মতে, এসব ধাতব কণা পরিবেশ ও টেলিযোগাযোগের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। বাক্সের আকৃতির এই পরীক্ষামূলক স্যাটেলাইটটির নাম লিগনোস্যাট, যার প্রতিটি দিকের পরিমাপ মাত্র ১০ সেন্টিমিটার (চার ইঞ্চি)। এটি ফ্লোরিডার নাসার কেনেডি স্পেস সেন্টার থেকে একটি মানববিহীন রকেটে উৎক্ষেপণ করা হয়েছে বলে কিয়োটো বিশ্ববিদ্যালয়ের হিউম্যান স্পেসোলজি সেন্টার জানিয়েছে। এ ছাড়া জাপানের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা এক্সে একটি পোস্টে জানিয়েছে, তাদের প্রস্তুত করা একটি বিশেষ কনটেইনারে স্থাপন করা স্যাটেলাইটটি 'নিরাপদে মহাকাশে উড়ে গেছে'। লিগনোস্যাটের সহনির্মাতা সুমিতোমো ফরেস্ট্রির একজন মুখপাত্র উৎক্ষেপণ 'সফল' হয়েছে জানিয়ে বলেন, এটি শিগগিরই আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে পৌঁছবে। প্রায় এক মাস পর স্যাটেলাইটটির শক্তি ও স্থায়িত্ব পরীক্ষার জন্য মহাশূন্যে ছেড়ে দেওয়া হবে। স্যাটেলাইটটি থেকে পাঠানো ডাটা গবেষকরা পরীক্ষা করে দেখবেন, এটি তাপমাত্রার অত্যন্ত পরিবর্তন সহ্য করতে সক্ষম কিনা। কিয়োটো বিশ্ববিদ্যালয়ের মহাকাশচারী ও বিশেষ অধ্যাপক তাকাও দোই এ বছরের শুরুতে এক সংবাদ সম্মেলনে বলেছিলেন, 'যেসব স্যাটেলাইট ধাতব নয়, সেগুলো ভবিষ্যতে মূলধারায় পরিণত হওয়া উচিত।' সূত্র : এএফপি

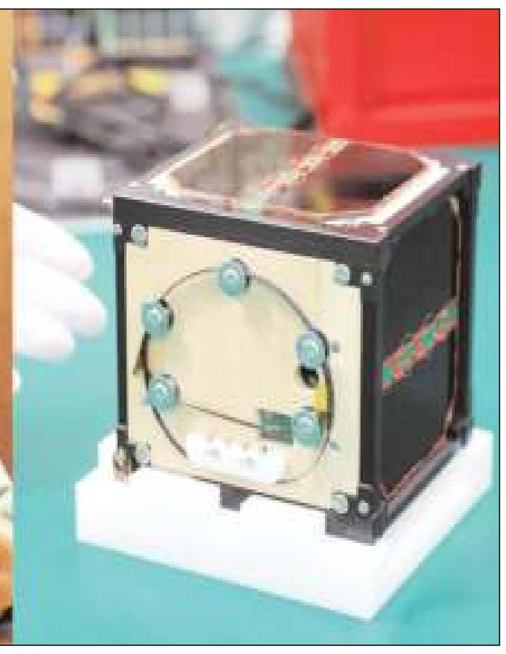

বিনোদন

আবারও বিয়ের পিঁড়িতে বসলেন সানি

বিনোদন ডেস্ক : বলিউড অভিনেত্রী ও মডেল সানি লিওন আবারও বিয়ে করলেন। তবে সানির জীবনে নতুন কোন পুরুষ আসেনি। স্বামী ড্যানিয়েল ওয়েবারের সঙ্গেই আবারো বিয়ের বন্ধনে নিজেকে বেঁধেছেন। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম হিন্দুস্থান টাইমস প্রতিবেদন অনুসারে, সানি ও ড্যানিয়েল দুজনেই চাইছিলেন তাদের সন্তানরা একটু বড় হলে, নতুন করে বিয়ে করবেন। সন্তানদের বিয়ে সম্পর্কে গুরুত্ব বোঝানোর লক্ষ্যেই এমনটা করার ইচ্ছে ছিল দুজনের। সে কারণেই প্রথম বিয়ের ১৩ বছর পর বিয়ে করলেন সানি ও ড্যানিয়েল। গত ৩১ অক্টোবর মালদ্বীপের সৈকতে সেজে উঠেছিল তাদের বিয়ে আসর। এদিন তারা সবাই সাদা পোশাকে সেজেছিলেন। সানি-ড্যানিয়েলের এই বিয়েতে তার পাশে ছিল তিন সন্তান নিশা, নোয়া ও আশের। বিয়ের ছবি পোস্ট করে সানি লেখেন, 'প্রথমবার আমরা সৃষ্টিকর্তা, পরিবার ও বন্ধুদের সামনে বিয়ে করি। এই বার আমরা দুজনে বিয়ে করলাম মাত্র তিনজন (সন্তান) সাক্ষী, নিজেদের মধ্যে আরও ভালোবাসা আর সময় নিয়ে! আজও তুমিই আমার জীবনের ভালোবাসা এবং আজীবন সেটাই থাকবে! আই লাভ ইউ ড্যানিয়েল'। এডাল্ট ভিডিওর তারকা হিসেবে শোবিজ ক্যারিয়ার শুরু করেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত কানাডীয় সানি লিওন। পরে মূলধারার ভারতীয় চলচ্চিত্রে অভিনয়ের মধ্য দিয়ে আলোচিত হন তিনি। ২০১২ সালে 'জিসম ২'-তে অভিনয়ের মধ্য দিয়ে বলিউডপাড়ায় ঝড় তোলেন সানি লিওন। পরে ২০১৪ সালে 'রাগিণী এমএমএস ২' এবং চলতি বছরে 'এক পেহলি লিলা'তে অভিনয় করে নতুন করে আলোচনায় আসেন তিনি।

শিল্পকলা একাডেমিতে নাটক বন্ধ করা নিয়ে মুখ খুললেন তারিক আনাম

বিনোদন ডেস্ক : বিক্ষোভকারীদের দাবির প্রেক্ষিতে শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় নাট্যশালার মূল মিলনায়তনে 'নিত্যপুরাণ' নাটকের শো চলার মাঝপথেই সেটি থামিয়ে দিতে বাধ্য হন মহাপরিচালক অধ্যাপক সৈয়দ জামিল আহমেদ। গত শনিবার রাতে এই ঘটনা ঘটে। সন্ধ্যা সাতটায় শুরু হওয়া নাটকটি বন্ধ করে দিয়ে দর্শকদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নেন খোদ জামিল আহমেদ নিজেই। এ ঘটনায় সামাজিক মাধ্যমে নানা আলোচনার সৃষ্টি হয়। যেই আলোচনায় এবার যোগ দিলেন বর্ষীয়ান অভিনেতা তারিক আনাম খান। মাঝপথেই একটি নাটক বন্ধ করে দেওয়ার বিষয়টি ভালোভাবে নেননি তিনি। এই অভিনেতা বলেন, 'একটি দলের কেউ যদি কোনো দোষ করে থাকে, তাহলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে। তাই বলে নাটক প্রদর্শনী বন্ধ করা ঠিক নয়; এটি কষ্টের। দলীয় কিংবা আইগতভাবে হোক, দোষীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব। সামগ্রিকভাবে দলকে নিষিদ্ধ করা সঠিক হবে না। দল তো কোনো দোষ করেনি। নাট্যদলের অনেক লোক তো আন্দোলনের পক্ষেও কাজ করেছেন।' পাশাপাশি নাট্যদলের দায়িত্বশীলদের একটু সংযত আচরণ করা উচিত বলেও মনে করেন তিনি।

তাপসের পক্ষে নিয়ে সমালোচনার মুখে ঐশী

বিনোদন ডেস্ক : গ্রেপ্তার করা হয়েছে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারপ্রাপ্ত সংগীতশিল্পী ও গান বাংলা চ্যানেলের চেয়ারম্যান কৌশিক হোসেন তাপসকে। গ্রেপ্তারের পর তাকে কারাগারে পাঠিয়েছেন আদালত। তাপস গ্রেপ্তার হওয়ার পর তাকে নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় নানা চর্চা চলছে। এদিকে, তাপস গ্রেপ্তার হওয়া নিয়ে মুখ খুললেন গায়িকা ফাতিমা তুয যাহরা ঐশী। গত সোমবার নিজের ফেসবুকে একটি স্ট্যাটাস দিয়েছেন ঐশী। লেখার শুরুতে জীবনের অভিজ্ঞতার কথা জানিয়ে তিনি বলেন, 'ছোট জীবনে কত কিছু দেখলাম। অন্যায় করে দিনের পর দিন রাজার হালে পার করতে দেখলাম, আবার নির-পরাধে কারাগারে যেতেও দেখলাম।' সংগীতশিল্পী তাপসের প্রশংসা করে ঐশী বলেন, 'আমি তাপস ভাইয়াকে চিনি ঠিক দশ বছর। এই দশ বছরে আমি তাকে শুধু গান নিয়ে বড় বড় স্বপ্ন দেখতে দেখেছি। নিজে একা না দেখে, মিউজিক ইন্ডাস্ট্রিকে স্বপ্ন দেখতে শিখিয়েছেন। সম্পূর্ণ নিজ উদ্যোগে সংগীতাঙ্গন বদলানোর ইচ্ছা পোষণ করার মতো পাগলামি কেউ করে? এটাই ওনার ভুল ছিল।' সংগীতাঙ্গনের কারো নাম উল্লেখ না ইঙ্গিতপূর্ণভাবে ঐশী বলেন, 'উনি তো রাজনৈতিক কেউ ছিলেন না। ভাই, আপনারা সুযোগ পাইলে তালি দিয়ে না, নাইচা নাইচা গান শুনাইতেন। হা হা! সাংস্কৃতিক লোককে রাজনৈতিক বানায় দিলেন প্রতিহিংসার জেরে। মিউজিক নিয়ে এত এগ্রেসিভ কাউকে আমি দেখিনি। বরং মিউজিকের নামে আকামকুকাম করতে অনেককেই দেখলাম। সেই আকাম করা মানুষগুলাকে আবার বড় গলায় কথাও বলতে দেখি।' সব রহস্য উন্মোচন করার দাবি জানিয়ে ঐশী বলেন, 'সত্যকে জেতাতে চাইলে সঠিক তথ্য বের করে উপস্থাপন করেন মানুষের সামনে, যদি সাহস থাকে। সব রহস্য উন্মোচন করে দেন। সবাই জানুক সত্যটা কি! ভিত্তিহীন মজা তো বহুত নিলেন।

শাকিবের সঙ্গে প্রেম নিয়ে পূজা আবারও মুখ খুললেন

বিনোদন ডেস্ক : ঢাকাই সিমেনার শীর্ষ নায়ক শাকিব খান। ব্যক্তিজীবনে চিত্রনায়িকা অপু বিশ্বাস ও শবনম বুবলীকে বিয়ে করেছেন তিনি। তাদের দু'জনের বাইরেও আরও এক নায়িকার সঙ্গে সম্পর্কের গুঞ্জন ছড়িয়েছিল নায়ককে ঘিরে। যার নাম পূজা চেরী। বছরখানেক আগেই চলচ্চিত্রপাড়ায় শোনা যায়, নবাগত এই নায়িকার সঙ্গে প্রেম করছেন শাকিব খান। এক সিনেমায় কাজ করতে গিয়েই তাদের এই সম্পর্কের শুরু। বিষয়টি নিয়ে সে সময় কথা বলেছিলেন পূজা। জানিয়েছিলেন, শাকিবের সঙ্গে তার কোনো প্রেম নেই। দু'জন এক সিনেমায় কাজ করেছেন বলেই তাদের নিয়ে এই গুঞ্জন ছড়িয়েছে। সম্প্রতি আবারও শাকিব খান প্রসঙ্গে কথা বলেছেন এই নায়িকা। যেখানে নায়কের সঙ্গে সম্পর্ক প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, এই জগতে কাজ করতে গেলে এ রকম গুঞ্জন ছড়াবেই।

টুইটার ত্যাগ করল বার্লিন ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল

বিনোদন ডেস্ক : জার্মানের বার্লিন ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল বিশ্বজুড়ে নন্দিত। সারা দুনিয়ার সিনেমাওয়ালারা এই উৎসবে হাজির হন তাদের সিনেমা নিয়ে। রঙ বেরঙের সাজে আসেন তারকারা। বসে পরিচালক-তারকা ও প্রযোজকদের মিলনমেলা। উৎসবের নানা বিষয় উঠে আসে সোশ্যাল মিডিয়ায়। তবে এবারের বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসব ইলন মাস্কের মালিকানাধীন মাইক্রো ব্লগিং সাইট

টুইটার (এক্স) ব্যবহার থেকে বিরত থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কিছু দিন আগে একই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন ভেনিস ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের পরিচালক আলবার্তো বারবেরা। ইউরোপের অন্যতম বড় বার্লিন ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল (বার্লিনাল) জানিয়ে দিয়েছে, তারা ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ এর পর থেকে টুইটার ব্যবহার করা বন্ধ করবে। তারা অন্য সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে মনোযোগ দেবে। 'বার্লিনালের সব খবরের সাথে সংযুক্ত থাকতে আমাদের ইনস্টাগ্রাম, ফেসবুক, লিংকেডিন, ইউটিউব এবং ওয়েবসাইটের সঙ্গে থাকুন''- বার্লিন উৎসব থেকে বিবৃতিতে এমনটাই বলা হয়েছে। তবে বার্লিনাল টুইটার ছাড়ার কারণ ব্যাখ্যা করেনি। ধারণা করা হচ্ছে এলন মাস্কের রাজনৈতিক মতাদর্শ এর কারণ। মাস্ক আসন্ন মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডোনাল্ড ট্রাম্পের বড় সমর্থক। ২০২২ সালে মাস্ক সাবেক টুইটার কিনে নেয়ার পর এক্স নাম দেন। তারপর থেকেই প্ল্যাটফর্মটি ডানপন্থী এবং অতিরিক্ত ডানপন্থী মতামতের প্রতি খোলামেলা সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে। এর ফলে ইউরোপীয় সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলো বিশেষ করে যারা উদারপন্থি মতাদর্শ ধারণ করে তাদের জন্য সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। তাই তারা টুইটার এড়িয়ে চলার চেষ্টা করছেন। তারই একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করল বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসব। মাস্ক সম্প্রতি জার্মান রাজনীতির ব্যাপারেও মন্তব্য করেছেন। তিনি প্রায়ই ফার-রাইট এএফডি দলের সমর্থনে পোস্ট এবং মন্তব্য করেন, যা দেশটির অভিবাসনবিরোধী নীতির পক্ষে। সেজন্যও জার্মানে টুইটার বিরোধী মতাদর্শ জনপ্রিয় হচ্ছে। এর আগে চলতি বছরে ইটালির ভেনিস ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের পরিচালক আলবার্তো বারবেরাও টুইটার ব্যবহার না করার ঘোষণা দেন।

ফেসবুকে আ.লীগ সমর্থকদের প্রতি ফারিয়ার ক্ষোভ প্রকাশ

বিনোদন ডেস্ক : একদিন আগেই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে রহস্যময় এক ফেসবুক স্ট্যাটাস দিয়ে শোরগোল ফেলে দিয়েছিলেন দেশের জনপ্রিয় অভিনেত্রী শবনম ফারিয়া। যেখানে তিনি লিখেছিলেন, 'অনেক বড় গলায় অনেক কথা বলেছিলাম। বন্ধু বান্ধবদের সাথে প্রচুর ঝগড়া করেছিলাম, বলছিলো- দেখিস! দেখতেছি। হতাশ হলেও বলা যাবে না হতাশ, এইটাই সবচেয়ে বড় হতাশা।' ফারিয়ার এই পোস্ট দেখে ভক্তরা বুঝে নেন, সমসাময়িক শোবিজাঙ্গনে ঘটে যাওয়া বেশ কিছু ঘটনা নিয়ে হতাশ হয়েই অভিনেত্রীর এমন উপলব্ধির কথা প্রকাশ করা। কিন্তু সেই স্ট্যাটাস দিয়ে যেন আওয়ামী সমর্থকদের রোষানলে বিদ্ধ হয়েছেন এই তারকা। ফারিয়ার পোস্টের নিচে একের পর এক মন্তব্য করে বিদ্রুপে মেতে ওঠেন তারা।

ডুন পার্ট ২'র সমালোচনা করলেন টেরেন্টিনো

বিনোদন ডেস্ক : আধুনিক হলিউডে ব্যবসা সফল একটি ফ্র্যাঞ্জাইজি 'ডুন'। এর প্রথম পর্বটি ২০২১ সালে মুক্তি পায় এবং বিশ্বজুড়ে দর্শকদের মধ্যে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে। সিনেমাটি সিনেমা হল ও স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্ম উভয় ক্ষেত্রেই ভালো ব্যবসা করেছে। সিনেমাটির নির্মাণ ব্যয় ছিল প্রায় ১৬৫ মিলিয়ন ডলার। এটি বিশ্বব্যাপী ৪০০ মিলিয়নেরও বেশি আয় করেছে। দর্শক ছবিটির ভিজ্যুয়াল, শক্তিশালী অভিনয় এবং গভীর গল্পের জন্য প্রশংসা করেছে। এর সাফল্যের ফলে 'ডুন:পার্ট টু' নামে দ্বিতীয় পর্ব নির্মাণের ঘোষণা দেওয়া হয় যা মূল গল্পের পরবর্তী অংশ দেখিয়েছে। চলতি বছরে মুক্তি পাওয়া এই সিনেমাটিও ভালো ব্যবসা করেছে। মুক্তির প্রথম সপ্তাহেই এটি উল্লেখযোগ্য আয় করেছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং আন্তর্জাতিক বাজারে। অনেকে ছবিটির প্রশংসা করেছেন। তবে হলিউডের প্রখ্যাত নির্মাতা কোয়েন্টিন টেরেন্টিনো 'ডুন' ছবির সমালোচনা করেছেন। ডেনিস ভিলনিউভের 'ডুন' সিরিজের সিনেমাগুলো দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করেননি তিনি। তার মতে এগুলো মৌলিক কিছু নয়, রিমেক। টারান্টিনো সম্প্রতি দ্য ব্রেট ইস্টন এলিস পডকাস্টে বলেন, তিনি ডেভিড লিঞ্চের আগের 'ডুন' সংস্করণটি দেখেছেন। তাই সেই গল্পটি আবার দেখতে চান না। তিনি মন্তব্য করেন, 'আমি স্পাইস ওয়ার্ম বা ''স্পাইস''-এর মতো বিষয়বস্তু নিয়ে একটি সিনেমা

দেখতে চাই না।' টেরেন্টিনো মনে করেন, হলিউডে রিমেকের সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে এবং তিনি মূল গল্পগুলোকেই বেশি পছন্দ করেন। তিনি 'শোগান' দেখেছেন। কিন্তু একই ধরনের গল্প আবার দেখার আগ্রহ নেই। টারান্টিনো বলছেন, নতুন গল্প হলে তিনি দেখতে আগ্রহী হবেন। অনেকে টারান্টিনোর মতামতের সঙ্গে একমত হলেও, কিছু লোক মনে করেন তিনি ভিলনিউভের 'ডুন' না দেখে একটি বিশেষ কাজ মিস করছেন। এই সিনেমাটি অনেক বড় পরিচালকের প্রশংসা পেয়েছে, যার মধ্যে স্টিভেন স্পিলবার্গও রয়েছেন। স্পিলবার্গ এ ছবিটিকে তার দেখা সেরা সাই-ফাই সিনেমাগুলোর একটি বলে উল্লেখ করেছেন। প্রসঙ্গত, 'ডুন' হলো ফ্র্যাঙ্ক হার্বার্টের একটি বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী উপন্যাস। ১৯৬৫ সালে এটি প্রকাশিত হয়। এটিকে সাই-ফাই ধাঁচের একটি মাইলফলক শিল্প হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

রংপুর : মঙ্গলবার পীরগাছায় পুকুরে বিষাক্ত গ্যাস ট্যাবলেট দেওয়ায় মরে যাওয়া মাছ তোলা হচ্ছে।

শীতকালীন সবজি চাষে ব্যস্ত টাঙ্গাইলের কৃষকরা

টাঙ্গাইল প্রতিনিধি : শীতকালীন সবজি বিক্রি করে অধিক লাভবান হওয়ার স্বপ্ন এখন কৃষকের চোখে মুখে শীতকালীন সবজি চাষে ব্যস্ত সময় পার করছে টাঙ্গাইলের কৃষকরা। চলতি বছরের অতিবৃষ্টি ও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত চাষিরা এখন ক্ষতি পুষিয়ে নিতে শীতকালীন সবজি চাষে ঝুঁকছেন। কিছুদিনের মধ্যে তাদের উৎপাদিত সবজি নামবে বাজারে। শীতকালীন সবজি বিক্রি করে অধিক লাভবান হওয়ার স্বপ্ন এখন কৃষকের চোখে মুখে। আবহাওয়া অনুকূলে থাকলে এবারও জেলায় বাম্পার ফলন হওয়ার আশা প্রকাশ করছেন কৃষি কর্মকর্তারা। জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তথ্যমতে, প্রতিবছর এ জেলায় উৎপাদিত সবজি জেলার চাহিদা পূরণ করে রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন জেলার চাহিদা পূরণ করে থাকে। জানা যায়, যমুনা, ধলেশ্বরী ও লৌহজং নদী বিধৌত এই জেলার ভূমিবিন্যাস উর্বর হাওয়ায় বিশেষ করে জেলার চরাঞ্চল ও সমতল উপজেলায় প্রচুর শীতকালীন শাক-সবজি চাষ হয়। এছাড়া জেলার পাহাড়ি তিন উপজেলায় প্রচুর পরিমাণে শীতের সবজি চাষ হয়। জেলা কৃষি বিভাগ সূত্র জানায়, এ বছর জেলার ১১ হাজার হেক্টর জমিতে শীতকালীন সবজি আবাদের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। কৃষি বিভাগের পক্ষ থেকে সবজির ভালো ফলনের জন্য কৃষকদের সব ধরনের সহযোগিতা করা হচ্ছে। শীতকালীন সবজি চাষে ব্যস্ত টাঙ্গাইলের কৃষকরা চলতি বছর বন্যা ও অতি বৃষ্টির কারণে সবজি চাষে কিছুটা বিঘ্ন ঘটে। নষ্ট হয়ে গেছে বীজ ও চারা। এর বিরূপ প্রভাব পড়ে জেলার বাজারগুলোতে। হঠাৎ বাজারে বিভিন্ন ধরনের সবজির দাম বেড়ে যায়। বর্ষা মৌসুম কেটে যাওয়ায় কৃষকরা ক্ষতি পুষিয়ে নিতে শুরু করেছেন শীতকালীন সবজি চাষ। জেলার বিভিন্ন উপজেলায় আবাদকৃত সবজির মধ্যে আছে- ফুলকপি, পাতাকপি, মূলা, টমেটো, শিম, লাউ, পালংশাক, লালশাক, ধনেপাতাসহ হরেক রকম শাক-সবজি। সরেজমিনে দেখা গেছে, কৃষকদের মধ্যে কেউ জমি তৈরি করছেন। আবার কেউ জমিতে বীজ বা চারা রোপণ করছেন। কেউ আবার জমিতে গজিয়ে ওঠা সবজির চারা গাছের পরিচর্যা করছেন। সব মিলিয়ে কৃষকরা এখন ব্যস্ত সময় পার করছেন। জেলার ক্ষেতের পর ক্ষেত যেদিকে চোখ যায় শুধু দেখা মেলে শীতের সবজি চাষাবাদের দৃশ্য। সবজি ক্ষেত নিংড়ানো, আগাছা পরিষ্কার ও পানি দিতে ব্যস্ত কৃষক ও কৃষাণিরা। অনাগত ফসলের দিকে তাকিয়ে তাদের মুখে ফুটছে তৃপ্তির হাসি। টাঙ্গাইল সদর উপজেলার গালার চরের কৃষক বাদশা বলেন, 'অন্য ফসলের চেয়ে আমাদের এলাকায় প্রতি বছরই বাড়ছে শীতকালীন সবজি চাষের জমি। এই অঞ্চলে এক সময় প্রচুর ধান চাষ হতো। এখন আবাদি জমিতে নতুন নতুন বসতি হওয়ায় চাষের জমিগুলো সংকুচিত হয়ে পড়েছে। সেই ধান চাষের পরিবর্তে এখন এ এলাকায় হচ্ছে সবজির আবাদ।' শীতকালীন সবজি চাষে ব্যস্ত টাঙ্গাইলের কৃষকরা হুগড়া ইউনিয়নের বাগুনটাল গ্রামের কৃষক মফিজ বলেন, 'অন্যান্য ফসলের চেয়ে শীতকালীন সবজি আবাদ করে বেশি লাভবান হওয়া যায়। এ কারণে আমি প্রতি বছরই সবজি চাষ করি। শীতকালে বাজারে উৎপাদিত পণ্যের চাহিদা থাকায় লাভবান হওয়া যায়।' কালিহাতী কৃষক শরিফ বলেন, 'আমাদের উৎপাদিত সবজি বাজারে ওঠার পরই কমে যাবে সবজির দাম।

একই সঙ্গে বাজারে সবজির সংকটও কেটে যাবে। আশা করছি, এ বছর সবজি চাষে লাভবান হবো।' টাঙ্গাইলের কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের সিনিয়র কর্মকর্তা ফারজানা খান জানান, এ জেলা সব ধরনের সবজি চাষের জন্য বিখ্যাত। প্রতিবছর জেলায় বিপুল পরিমাণ সবজির চাষ হয়। তাতে জেলার চাহিদা মিটিয়ে এসব সবজি রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় সরবরাহ করা হয়। এছাড়া উৎপাদিত সবজির দামও ভালো পাওয়া যায়। সে জন্যই এ বছর কৃষকরা শীতকালীন সবজি আবাদে বেশি আগ্রহ দেখাচ্ছেন।

এ বিষয়ে টাঙ্গাইলের কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা মো. দুলাল উদ্দিন জানান, আবহাওয়া অনুকূলে থাকলে এবারও টাঙ্গাইলে সবজির বাম্পার ফলন হবে। এতে বাজারে সবজির সংকট কেটে যাবে, একই সঙ্গে দামও ক্রেতাদের নাগালের মধ্যে চলে আসবে।

বরগুনায় কেনা দামে পন্য বিক্রি

বরগুনা প্রতিনধি : বাজার সিন্ডিকেট ভেঙ্গে ন্যায্য মূল্যে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়ের লক্ষে যে দামে ক্রয় সে দামেই বিক্রয় এই স্লোগান নিয়ে বরগুনায় ইয়থ ফর বাংলাদেশ বরগুনা জেলা শাখার পক্ষ থেকে আয়োজনে চালু হয়েছে বিনা লাভের বাজার। গতকাল মঙ্গলবার সকাল ১১টায় বরগুনা কাঁচাবাজার সংলগ্ন রাস্তায় প্রয়োজনীয় জিনিষ পত্র অতিরিক্ত মূল্যে বিক্রয় বন্ধে এ বাজারের শুভ উদ্বোধন করেন বরগুনা সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ শামীম মিঞা। জানা গেছে, বাজারে এক শ্রেণির অসাধু ব্যবসায়ীরা সিন্ডিকেট করে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ পত্র অতিরিক্ত মূল্যে বিক্রয় করছে। এতে নিম্ন আয়সহ সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতা না থাকায় ইয়থ ফর বাংলাদেশ বরগুনা জেলা শাখার পক্ষ থেকে ন্যায্য মূল্যের বাজার চালু করা হয়েছে। এখান থেকে সবাই প্রতিদিনের চাহিদা মোতাবেক সয়াবিন তেল, ডাল, আটা, আলু, পিয়াজসহ নানা ধরনের নিত্য প্রয়োজনীয় মালামাল ক্রয় করতে পারবেন। ইয়থ ফর বাংলাদেশ এর বরগুনা জেলার সমন্বয়ক মোঃ আশ্রাফুল ইসলাম শুভ বলেন, সারাদেশে দ্রব্য মূল্যের উর্ধ্বগতির কথা বিবেচনা করে ইউথ ফর বাংলাদেশ সারাদেশের ন্যায় বরগুনাও দামে ক্রয় সে দামে বিক্রয় কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। আমরা সরাসরি পন্য কিনে ভোক্তার কাছে কেনা দামে বিক্রি করছি। বাজারের সিন্ডিকেট না শেষ হওয়া পর্যন্ত আমাদের কার্যক্রম চলবে। এ বিষয়ে বরগুনা সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ শামীম মিঞা বলেন, বাজারে বেশ কিছুদিন ধরেই অস্থিরতা চলছে সেটা কাটাতে ইউথ ফর বাংলাদেশ যে দামে পন্য ক্রয় করেছে সে দামেই সাধারন মানুষের কাছে পন্য বিক্রি করছে। এতে সাধারণ মানুষ উপকৃত হবে বলে আশা করি।

পুষ্টিগুণসম্পন্ন 'বাতাবি লেবু' তবুও অপ্রচলিত

মৌলভীবাজার প্রতিনিধি : মৌসুমি ফলের কোনো বিকল্প নেই। প্রকৃতিতে যে সময় যে ফলটি ধরে তাকেই সহজ ভাষায় মৌসুমি ফল বলে। মৌসুমি ফল মানেই বাংলার শাশ্বত ফল। শরতের এই সময়টাতে গাছে গাছে বাতাবি লেবু ঝুলে থাকতে দেখা যায়। সবুজ বৃত্তাকার প্রাকৃতিক এ ফলটি পরিপক্ব বা পেকে গেলে ধারণ করে মৃদু হলুদে বর্ণ। আর তার ভেতরের অংশটি হালকা থেকে গাঢ় গোলাপি হয়ে থাকে। বাতাবি লেবু টক-মিষ্টি জাতীয় রসালো ফল। খেতে দারুণ মুখরোচক। কারো কারো কাছে বেশ প্রিয় এই ফল। বাংলাদেশের কৃষি বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে বাতাবি লেবুর ভেতরের অংশটি অধিকতর সুমিষ্ট ও সুস্বাদু করে উৎপন্ন করছেন। কেউ কেউ এটিকে 'জাম্বুরা' বলে থাকেন। গরমকালে এই ফলটির জুড়ি মেলা ভার। বাতালি লেবুর প্রসঙ্গ আলোচনায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক সামছুদ্দিন আহমেদ বাংলানিউজকে বলেন, বাতাবি লেবুর ইংরেজি নাম এৎধঢ়ব ভৎঁরঃ। এ লেবুর খোসা পাতলা এবং মসৃণ হয় এবং এর ভেতরে সাদা বা গোলাপি রঙের রসালো মাংস থাকে। এই লেবুর স্বাদ মিষ্টি এবং টক। বাতাবি লেবু খাওয়ার বিভিন্ন উপায় রয়েছে। এটি তাজা, নাস্তা বা জলখাবারে অথবা স্ন্যাক হিসেবে খাওয়া যেতে পারে। তিনি আরও বলেন, এই বাতাবি লেবু ফলটি অপ্রচলিত হয়ে যাচ্ছে। আসলে এই ফলটি জনপ্রিয় হওয়ার কথা ছিল। ফলপ্রেমিদের পছন্দের তালিকায় এই ফলটি নেই বলেই প্রান্তিক কৃষকরা এই ফলটি চাষ করতে নিরুৎসাহিত হন। কম সংখ্যায় কৃষকরা এটি চাষ করছেন বলে এ ফলটি এখন অবহেলিত। এর পরেও মৌলভীবাজার জেলার মধ্যে জুড়ী উপজেলাতেই ২৭২ হেক্টর জায়গায় বাতাবি লেবু চাষ হয়। ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের হিসাব অনুযায়ী ২ হাজার ৭৯৩ মেট্রিক টন ফলন। চারার প্রকারভেদ এবং কার্যকারিতা সম্পর্কে সামছুদ্দিন বলেন, কাটিং চারা লাগালে ২ বছরের মধ্যেই ফলন চলে আসে। আর অন্য চারাতে ফলন ধরে ৩ থেকে ৪ বছর। আমাদের কৃষি বিভাগের ২টি উন্নতমানের জাত রয়েছে। এগুলো হলো বারি-১ এবং বারি-২। এছাড়াও আমাদের নিজস্ব কয়েকটি ভ্যারাইটি রয়েছে। সেগুলোর নাম জুড়ী-বাতাবি লেবু-১, জুড়ী-বাতাবি লেবু-২। এগুলো কাটিং চারা হওয়ায় ফলন দ্রুত এবং বেশি পরিমাণে হয়। এগুলোর ভেতর লাল এবং মিষ্টি স্বাদের হয়ে থাকে। মৌলভীবাজারের স্থানীয় নার্সারিগুলোতে এর চারাগুলো পাওয়া যাবে।

পুষ্টিগুণের প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বাতাবি লেবু বহু গুণে ভরপুর এক মৌসুমি ফল। ভিটামিন 'এ' ও ভিটামিন 'সি' এর বড় উৎস। ৯১ শতাংশই রসে টইটম্বুর। লো ক্যালোরি, পুষ্টিতে ভরপুর। বাতাবি লেবুতে থাকা গুরুত্বপূর্ণ ইলেকট্রোলাইটস ডিহাইড্রেশন দূর করে। ফাইবার, পটাসিয়াম, লাইকোপেন, কোলাইনের মতো সম্পদে সমৃদ্ধ বাতাবি। বাতাবির অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট ভিটামিন ক্যান্সার সৃষ্টিকারী ফ্রি র৻্যাডিক্যালস এর সঙ্গে লড়াই করে। বাতাবির লাইকোপেন প্রস্টেট ক্যানসার প্রতিরোধে সাহায্য করে। যাদের হজমের সমস্যা আছে, তারা এই ফল নিয়ম করে ফেলে দারুণ উপকার পাবেন। ওবেসিটি, ডায়াবেটিস, হৃদরোগের মতো রোগের সঙ্গে লড়াই করে বাতাবি। রক্তের লিপিড লেভেলস মূলত ট্রাইগ্লিসারাইডসকে নিয়ন্ত্রণে রাখে। নিয়ম করে বাতাবি খেলে মিলবে স্বাস্থ্যকর উজ্জ্বল ত্বক। ওজন কমায়, এনার্জি বাড়ায়। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। 'প্রত্যেকে নিজেদের বাসায় যদি একটি করে বাতাবি লেবুর চারা রোপণ করেন তবে এ ফলটির আবাদ হবে, নিজেদের পুষ্টি চাহিদা মিটবে এবং বাজারের চাহিদাও মিটবে' বলে জানান এই কৃষিবিদ।

ডায়মন্ড এগের বিষ্ঠা বাণিজ্য নিয়ে গুজবের প্রতিবাদে বিক্ষোভ

কাপাসিয়া, গাজীপুর প্রতিনিধি : গাজীপুরের কাপাসিয়ার টোক ইউনিয়নের কেন্দুয়াব এলাকায় ডায়মন্ড এগের বিষ্ঠা বাণিজ্য নিয়ে সম্প্রতি প্রচারিত এক গুজবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ করেছেন এলাকাবাসী। গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে ওই পোল্ট্রি ফার্মের ১নং গেটের সামনে অনুষ্ঠিত বিক্ষোভ শেষে এক প্রতিবাদ সভা করেন তারা। এ সময় বক্তারা গাজীপুর জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও কাপাসিয়া উপজেলা বিএনপির সভাপতি শাহ্ রিয়াজুল হান্নান রিয়াজকে জড়িয়ে কমিশন বাণিজ্যের যে অপপ্রচার চলছে তা ভিত্তিহীন বলে দাবি করেন। কেন্দুয়াব গ্রামের শিক্ষক মো. নূরুল ইসলাম জানান, সম্প্রতি টোক ইউনিয়নের কেন্দুয়াব এলাকার 'ডায়মন্ড এগ' নামক পোল্ট্রি ফার্মে প্রতিদিন ১২-১৩ হাজার বস্তা মুরগির বিষ্ঠা বিক্রিকারী আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের হটিয়ে স্থানীয় বিএনপি নেতা-কর্মীরা দখল নিয়েছেন এবং শাহ্ রিয়াজুল হান্নান রিয়াজকে মোটা অংকের টাকা কমিশন দেওয়ার বিষয়ে একটি গুজব ছড়িয়ে পড়েছে। এ নিয়ে একটি দৈনিক প্রত্রিকায় অসত্য তথ্য দিয়ে একটি ভিত্তিহীন সংবাদ প্রকাশ করেছে। অথচ ওই পোল্ট্রি ফার্মের মালিক পক্ষ স্থানীয় ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকদের সারা বছর এ বিষ্ঠা নিজ দায়িত্বে অপসারণের শর্তে বিনামূল্যে দিয়ে দিচ্ছেন। এখন সেই কৃষকরা দেশের বিভিন্ন এলাকায় ৫-৬ মাস এ বিষ্ঠাগুলো বিক্রি করে কিছুটা ক্ষতি পুষিয়ে নিচ্ছেন। এখানে কোনো ধরণের চাঁদা আদায় কিংবা প্রদানের সুযোগ নেই। টোক ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মো. শামসুল হক রোকন জানান, শাহ্ রিয়াজুল হান্নান রিয়াজকে এই পোল্ট্রি ফার্মের ধারে কাছে আসতে কেউ কোনো দিন দেখে নি। তার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের লোকজন ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণের জন্য কিছু অপসাংবাদিকদের দিয়ে মিথ্যা সংবাদ পরিবেশন করেছে। স্থানীয় লোকজন এ বিষয়টি নিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করছেন।

পার্বতীপুরে রিক্সা শ্রমিক ইউনিয়নের রাজাবাসর শাখার কমিটি গঠন

পার্বতীপুর, দিনাজপুর প্রতিনিধি : দিনাজপুরের পার্বতীপুরে ব্যাটারী চালিত রিক্সা ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়নের রাজাবাসর শাখায় ও পার্বতীপুর মডেল থানা মোড় শাখার কর্মীসভা ও কমিটি গঠন করা হয়েছে। গত সোমবার সন্ধ্যায় রাজাবাসর মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে শাহিনুর ইসলাম শানুর সভাপতিত্বে কমিটি গঠন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন পার্বতীপুর পৌর স্বেচ্ছাসেবক দলের সিনিয়র যুগ্ন-আহবায়ক ও পার্বতীপুর উপজেলা ব্যাটারি চালিত ভ্যান/রিক্সা শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি মোঃ মিজানুর রহমান সিয়াম। প্রধান অতিথির বক্তব্য তিনি বলেন, আপনারা যদি সুসংগঠিত থাকেন। আপনাদের শক্তির সাথে কেউ অন্যায় আচরণ করে পার পাবেনা।অন্যায় আসলে আপনারা প্রতিরোধ করতে হবে। এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন, পার্বতীপুর উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক বিশিষ্ট ঠিকাদার মো: হান্নান আশরাফি প্রিন্স, পৌর যুবদলের রবিউল ইসলাম বাবু ও এবিএল ইলেকট্রনিকের স্বতাধিকারী মো: আরমান খান নিরব প্রমুখ।

বাঘায় ওষুধ ব্যবসায়ীর জরিমানা

বাঘা, রাজশাহী প্রতিনিধি : রাজশাহীর বাঘায় ৫ ওষুধ ব্যবসায়ীর ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে উপজেলার সদরে পুরাতন বাসষ্ট্যান্ডে বিশেষ অভিযান চালিয়ে এই জরিমানা আদায় করেন ভ্রাম্যমান আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সাবিহা সুলতানা ডলি। জানা গেছে, বাঘা পুরাতন বাসষ্ট্যান্ডে মোস্তাক আহমেদের ইসতিয়াক ফার্মেসি, আনিসুর রহমানের সিটি ফার্মেসি, রাকিব আহমেদের জননী ফার্মেসি, মাজহারুল ইসলামের মা মেডিসিন কর্ণার এবং লিয়াকত আলীর মেডিসিন কর্ণারে মেয়াদ উত্তীর্ণ ওষুধ রাখার দায়ে আদালতের উপজেলা নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে তাদের প্রত্যেক প্রতিষ্টানে দুই হাজার করে মোট ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেন। এ বিষয়ে ভ্রাম্যমান আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সাবিহা সুলতানা ডলি বলেন, ওষুধ ও কসমেটিকস আইন, ২০২৩ এর ৪০ (খ), ৪০ (গ) ও ৪০ (ঘ) ধারা লঙ্ঘনজনিত ৫৪ ধারায় তারা শাস্তিযোগ্য হওয়ায় ৫ ব্যবসায়ীর ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। এ ছাড়া কিছু ব্যবসায়ীকে মেয়াদ উত্তীর্ণ ওষুধ না রাখার জন্য সতর্ক করা হয়েছে।

পিরোজপুরে জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহা এর পুরস্কার বিতরণ

পিরোজপুর প্রতিনিধি : জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ-২০২৪ এর পিরোজপুর জেলা পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে গতকাল মঙ্গলবার পুরস্কৃত করা হয়েছে। পিরোজপুরের জেলা প্রশাসক মোহম্মদ আশরাফুল আলম খান জেলা প্রশাসকের সভা কক্ষে দুপুর ১২ টায় প্রধান অতিথি হিসেবে এ পুরস্কার বিতরণ করেন। এসময়ে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মোহম্মদ সেলিম হোসেন এর সভাপতিত্বে জেলা প্রশাসক বিজয়ী শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলেন নিয়মিত পাঠদান ও গ্রহনের পাশাপাশি প্রত্যেককে এক্সস্ট্রা কারিকুলাম একটিভিটিস এর উপরও জোর দিতে হবে। যাতে শিক্ষার্থীদের মেধা মননের বিকাশ হয়। বিভাগীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনে তিনি বিজয়ীদের আরো বেশী মনোনিবেশ করতে বলেন। অনুষ্ঠানে জেলা শিক্ষা অফিসার মো: ইদ্রিস আলী আজিজিসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উপস্থিত ছিলেন। এবছর মাধ্যমিক স্কুল পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষার্থী নির্বাচিত হয়েছে পিরোজপুর সরকারী বালিকা বিদ্যালয়ের নাফসুন নাজাহ, শ্রেষ্ঠ কলেজ শিক্ষার্থী নেছারাবাদ শহীদ স্মৃতি কলেজের আল ওয়াসী ইসলাম, শ্রেষ্ঠ মাদ্রাসা শিক্ষার্থী পিরোজপুর দারুর উলুম কুরআন মাদ্রাসার ফাতিমা আকতার, শ্রেষ্ঠ কারিগরি শিক্ষার্থী পিরোজপুর সরকারী টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজের মো: শাহরিয়ার নেওয়াজ। এছাড়াও জেলার শ্রেষ্ঠ স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিএনসিসি, রোভার, স্কাউট, গার্লগাইডকেও পুরস্কৃত করা হয়।

পুঠিয়ায় অনুমতি ছাড়াই গাছ কাটার অভিযোগ

পুঠিয়া, রাজশাহী প্রতিনিধি : রাজশাহীর পুঠিয়া সদরের পুঠিয়া বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বিদ্যালয়ে থাকা একটি বিশাল মেহগনির গাছ অনুমতি ছাড়াই কেটেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। বিদ্যালয়ের (ভারপ্রাপ্ত) প্রধান শিক্ষক মাজহারুল ইসলাম মিন্টু দায়িত্ব নেওয়ার সাড়ে তিন বছরে সে আ.লীগের নেতাদের সঙ্গে মিলেমিশে বিদ্যালয়ের প্রায় অর্ধকোটি হাতিয়ে নিয়েছেন। ইতোপূর্বে বিদ্যালয়ের তিনটি গাছ কাটার নজির তার রয়েছে। ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব নিয়েছেন ২০২১ সালের জুন মাসে। বর্তমানে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর সংখ্যা রয়েছে প্রায় ৭৫০ জন। গত শনিবার রাত ৮টায় বিদ্যালয়ে গিয়ে দেখা গেছে,বিদ্যালয়ের ভিতরে থাকা একমাত্র বড় মেহগনির গাছটি কেটে ১৪ টুকরো করে মাঠের মধ্যে ফেলে রাখা হয়েছে। এরআগেও মিন্টু মাষ্টার বিদ্যালয়ে থাকা ৩টি নারিকেল গাছ বিদ্যালয়ের মাঠ থেকে উধাও করে দিয়েছেন। বর্তমানে শিক্ষার্থীদের ছায়া দেওয়ার মতো আর গাছ রইলো না। ফলে বিদ্যালয়ের সৌন্দর্য ও পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে পড়ল।

পীরগাছায় পুকুরে বিষাক্ত গ্যাস ট্যাবলেট প্রয়োগ

পীরগাছা, রংপুর প্রতিনিধি : রংপুরের পীরগাছায় প্রকাশ্যে দিনের বেলা পুকুরে বিষাক্ত গ্যাস ট্যাবলেট প্রয়োগ করে কৃষক আলম মিয়ার মাছ নিধনের অভিযোগ উঠছে হোসেন আলী নামে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। গতকাল মঙ্গলবার সকাল ৯ টায় উপজেলার পবিত্রঝাড় (ফরিঙ্গাপাড়া) সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন পুকুরে এ ঘটনা ঘটে। অনেকের বাঁধা-নিষেধ সত্ত্বেও প্রতিবেশি হোসেন আলী সবার সামনে পুকুরে গ্যাস ট্যাবলেট প্রয়োগ করেন শিকার করছেন তার ভাই ছাবেদ আলী ও স্ত্রী হামিদা বেগম।

সিরাজদিখানে জিপিএ ৫ প্রাপ্তদের ক্রেস্ট ও বৃত্তি প্রদান

সিরাজদিখান, মুন্সীগঞ্জ প্রতিনিধি : মুন্সীগঞ্জের সিরাজদিখানের মালখানগর ডিগ্রি কলেজের বার্ষিক মিলাদ মাহফিল, এইচ. এস. সি -২০২৪ পরীক্ষায় জিপিএ-৫ প্রাপ্ত ৯ জনকে সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান ও কলেজের মানবিক গুনাবলী সম্পন্ন নির্বাচিত ৩০ জন শিক্ষার্থীকে বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠিত হয়েছে। মালখানগর কলেজের আয়োজনে গতকাল মঙ্গলবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত কলেজ আঙ্গিনায় অনুষ্ঠানে শিক্ষক শিক্ষার্থী ও অতিথিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মো. মহব্বত সাইফুল্লা ভুঁইয়ার সভাপতিত্বে ও সহকারী অধ্যাপক মো. মিজানুর রহমানের সঞ্চালনায় প্রধান অতিথি ছিলেন কলেজের এডহক কমিটির সভাপতি ড. মো. আবু সাঈদ মিয়া। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন কলেজের এডহক কমিটির সদস্য ও মালখানগর ইউনিয়ন বিএনপি সভাপতি আক্তারুজ্জামান টিটু, এডহক কমিটির সদস্য মোঃ খোরশেদ আলম। এ ছাড়া আরো বক্তব্য রাখেন সিরাজদিখান থানা বিএনপির উপদেষ্টা আজিজুল হক খান, কলেজ গভর্নিং বডি সাবেক সদস্য মো. দেলোয়ার হোসেন মোল্লা, মুন্সীগঞ্জ জেলা যুবদল সাবেক ১ম যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক ইকবাল হোসেন, সিরাজদিখান থানা যুবদল আহ্বায়ক ইয়াছিন সুমন, মালখানগর হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ মঞ্জুরুল আলম, ইউনিয়ন বিএনপি সাধারণ সম্পাদক খোরশেদ আলম, সাবেক সাধারণ সম্পাদক মো. মহিউদ্দিন আহমেদ, অ্যাডভোকেট সাহাদাত হোসেন।

ঝিকরগাছায় কৃষকের মাঝে সার-বীজ বিতরণ

ঝিকরগাছা, যশোর প্রতিনিধি : যশোরের ঝিকরগাছায় গতকাল মঙ্গলবার বেলা ১১ টায় উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার কার্যালয়ের সামনে প্রণোদনা বিতরণ কার্যক্রমে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা সরকারি কমিশনার ভূমি নাভিদ সরওয়ার। করবা তো উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা জাহাঙ্গীর আলমের সভাপতিত্বে বিতরণ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়। উপজেলা কৃষি কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, এবার সরকারি প্রণোদনার আওতায় এবারের রবি মৌসুমে ৩ হাজার ৬৫০ জন কৃষককে বীজ ও সার দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে ৩ হাজার ২০০ জনকে সরিষার বীজ এক কেজি, ১৭০ জনকে ৫ কেজি করে মসুর বীজ, ১৮০ জনকে ২০ কেজি করে গমের বীজ, ৪০ জনকে ২ কেজি করে ভুট্টার বীজ, ২০ জনকে ৮ কেজি করে খেসারির বীজ, ২০ জনকে ২ কেজি করে অড়হড়ের বীজ ও ২০ জনকে পেঁয়াজের বীজ দেয়া হবে। এসবের সাথে প্রত্যেককে ১০ কেজি করে ডিএপি ও এমওপি সার বিতরণ করা হবে। তবে অড়হড়ের কৃষক পাবেন ৫ কেজি করে। উপজেলার মোবারকপুর গ্রামের কৃষক শফিকুল বলেন, 'উপজেলা কৃষি অফিস থেকে সরিষার বীজ ও সার পেয়েছি। এবার এক বিঘা জমিতে সরিষার আবাদ করেবো৺ উপজেলা কৃষি অফিসার জাহাঙ্গীর আলম জানান, কৃষকের প্রণোদনার কিছু অংশ আজ বিতরণ করা হলো। অবশিষ্ট বিতরণ কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

নোয়াখালীতে গ্রামীণ নারীদের উৎপাদিত হস্তশিল্প প্রদর্শনী

নোয়াখালী প্রতিনিধি : নোয়াখালী জেলা শহর মাইজদীতে দিনব্যাপী গ্রামীণ নারীদের উৎপাদিত হস্তশিল্প প্রদর্শনী ও মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার পার্টিসিপেটরি রিসার্চ অ্যান্ড অ্যাকশান নেটওয়ার্ক- প্রান এর আয়োজনে নোয়াখালী মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, একশনএইড বাংলাদেশ এবং জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিলের সার্বিক সহায়তায় এই প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। এমেলায় ১৮ জন গ্রামীণ নারী উদ্যোক্তা অংশগ্রহণ করেন। জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চল নোয়াখালীর দ্বীপ হাতিয়া উপজেলার জলবায়ু দূর্গত এবং জলবায়ু অভিবাসী নারীদের হাতে তৈরি বিভিন্ন পণ্য নিয়ে এই প্রদর্শনী আয়োজিত হয়। যার মধ্যে রয়েছে নকশি কাঁথা, ব্লক-বাটিকের তৈরি পরিধেয় বিভিন্ন কাপড়, শাড়ি, চুড়ি, মাটির তৈজসপত্র, দোলনা, খাদ্যসামগ্রী সহ নানা রকমের পণ্য। হাতিয়ার জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকিতে থাকা নারীদের সার্বিক জীবনমান উন্নয়নে মনোসামাজিক সেবা, যৌনপ্রজনন সংক্রান্ত প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা, সচেতনতা কার্যক্রমের পাশাপাশি দক্ষতা-উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নারীদের আত্মোন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে ২০২৩ সাল থেকে কাজ করে যাচ্ছে প্রান। এই কাজের ধারাবাহিকতায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নারীদের উৎপাদিত বিভিন্ন পণ্যকে বড় পরিসরে তুলে ধরতে নোয়াখালী জেলা প্রাণকেন্দ্র বিবি কনভেনশন হলে এই আয়োজন করা হয়। এই নারীদের পাশাপাশি প্রদর্শণীতে সংহতি জানাতে নোয়াখালীর ৯টি উপজেলা থেকে বিভিন্ন নারী উদ্যোক্তারা অংশগ্রহণ করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নোয়াখালী মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উপপরিচালক কামরুন নাহার, এনআরডিএস এর নির্বাহী পরিচালক আবদুল আউয়াল, এবং প্রান-এর কোষাধ্যক্ষ ও বন্ধন উন্নয়ন সংগঠনের নির্বাহী পরিচালক আমিনুজ্জামান মিলন। এ সময় আবদুল আউয়াল তার বক্তব্যে বলেন, "গ্রামীণ নারীদের তৈরি এইসব হস্তশিল্পকে বৃহত্তর পরিসরে তুলে ধরতে সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে এমন আয়োজন নিয়মিত হওয়া প্রয়োজন।

এর মাধ্যমে পিছিয়ে পড়া নারীদের আত্মপ্রত্যয় বৃদ্ধি পাবে এবং গ্রামীণ পণ্যের বাজার বিস্তৃত হবে, যা নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করবে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে চানন্দী নারী নেতৃত্বাধীন কমিউনিটি সেন্টার থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পাঁচজন নারীকে সেলাই সরঞ্জাম, বল্ক-বাটিক সরঞ্জামসহ স্টার্ট আপ কিট বিতরণ করা হয়। মেলাশেষে সেরা তিনটি স্টলকে সম্মাননা প্রদান করা হয় এবং মেলায় আগত দর্শনার্থীদের মধ্যে ১৩ জনকে লটারির মাধ্যমে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

শিক্ষার মানোন্নয়নে অভিভাবক সমাবেশ

বরিশাল প্রতিবেদক : শিক্ষার মানোন্নয়নে জেলার গৌরনদী উপজেলার শতবছরের ঐতিহ্যবাহী চাঁদশী ঈশ্বরচন্দ্র মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অভিভাবক সমাবেশ ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার সকালে বিদ্যালয়ের হলরুমে ভারপ্রাপ্ত প্রধানশিক্ষক কাজী আসাদুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) মো. রাজিব হোসেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার আবদুল জলিল, গৌরনদী উপজেলা প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি মো. গিয়াস উদ্দিন মিয়া। বক্তব্য রাখেন সিনিয়র সহকারী শিক্ষক শরীফুল ইসলাম, অভিভাবক সদস্য রফিকুল ইসলাম জুয়েল গাজীসহ অন্যান্যরা।

ফুলতলায় মানব পাচার প্রতিরোধে কর্মশালা ?

ফুলতলা, খুলনা প্রতিনিধি : গতকাল মঙ্গলবার বেলা ১১টায় রূপান্তরের আয়োজনে আশ্বাস প্রকল্পের আওতায় ফুলতলা দামোদর ইউনিয়ন মানব পাচার প্রতিরোধ কমিটি (সিটিসি) এর দক্ষতা উন্নয়ন কর্মশালা ইউনিয়ন পরিষদ অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়। ?দিনব্যাপী এই কর্মশালার সভাপতিত্ব করেন দামোদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান শরীফ মোহাম্মদ ভূঁইয়া। আশ্বাস প্রকল্পের কমিউনিটি ফ্যাসিলেটেটর মিতা মজুমদারের সঞ্চলনায় কর্মশালায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন প্রোগাম অফিসার মো: মোশারেফ আলী সোহেল। প্রকল্পের কার্যক্রম ও কর্মশালার উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচনা করেন প্রোজেক্ট কো-অর্ডিনেটর সুবল কুমার ঘোষ। ?কর্মশালায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তৃতা করেন ইউপি সচিব জিয়ারাত হোসেন, প্রধান শিক্ষক মোশারফ হোসেন মোড়ল, উপজেলা প্রেসক্লাব সভাপতি শামসুল আলম খোকন, শিক্ষক মুরাদুল ইসলাম, সমাজসেবার মনোয়ার হোসেন, ইউপি সদস্য মোল্যা সুমন পারভেজ, রায়হান সরদার, সাইফুল ইসলাম, মোঃ ইব্রাহীম গাজী, কামরুজ্জামান, আঃ সাত্তার মামুন, ডালিয়া বেগম, লিপি খাতুন প্রমুখ। এ সময় উইনরক ইন্টারন্যাশনাল কর্তৃক আশ্বাস প্রকল্পের জন্য নির্মিত "প্রেরণার আলোকশিখা" নামক একটি ডকুমেন্টরি ভিডিও প্রদর্শন করা হয়।

কাপাসিয়ায় দুইদিন ব্যাপী মাহফিল অনুষ্ঠিত

কাপাসিয়া, গাজীপুর প্রতিনিধি : গাজীপুরের কাপাসিয়া উপজেলা সদরের জুনিয়া গ্রামে অবস্থিত "মাদ্রাসা হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ)চ এর উদ্যোগে দুই দিনব্যাপী তাফসীরুল কুরআন মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত সোমবার রাতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন গাজীপুর জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও কাপাসিয়া উপজেলা বিএনপির সভাপতি শাহ্ রিয়াজুল হান্নান রিয়াজ। কাপাসিয়া হরিমঞ্জুরী পাইলট বালিকা উচ্চবিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত ইসলামি মাহফিলে সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আলহাজ্ব কাজী আফতাব উদ্দিন। উদ্বোধক ছিলেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সাংবাদিক হাজী মোঃ সাইফুল ইসলাম শেখ। মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক কাজী আসাদুজ্জামানের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ইসলামি বক্তা ছিলেন বিশিষ্ট লেখক, গবেষক ও মুহাদ্দিস মুফতি মুহাম্মদ জাকারিয়া হারুন, আলহাজ্ব হাফেজ ওমর ফারুক, মাওলানা তাজউদ্দিন আল-হামিদী। বিশেষ মেহমান হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গাজীপুর জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আজগর হোসেন খান, কাপাসিয়া প্রেসক্লাবের সভাপতি সাংবাদিক এফ এম কামাল হোসেন, জেলা কৃষক দলের সদস্য সচিব ফকির ইস্কান্দার আলম জানু। হাফেজ ছাত্রদের পাগড়ী প্রদান উপলক্ষে ও এলাকার মৃত ব্যক্তির স্মরণে বিশেষ দোয়া অনুষ্ঠিত হয়।

ধামইরহাটে প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন

ধামইরহাট, নওগাঁ প্রতিনিধি : নওগাঁর ধামইরহাটে যুবদল নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে সংবাদ প্রকাশ হওয়ার প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন করেছেন যুবদল আহ্বায়ক তহিদুল ইসলাম ও যুগ্ম আহ্বায়ক আবু রাইহান। গতকাল মঙ্গলবার দুপুর ১ টায় উপজেলা প্রেস ক্লাবে লিখিত বক্তব্যে উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক তহিদুল ইসলাম বলেন,' আমাকে এবং আমাদের দলীয় লোকজনকে ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাজনৈতিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করার জন্য প্রতিপক্ষ আওয়ামী এজেন্ট তোসাদ্দেক হোসেন রতন প্রতিহিংসার বশতঃ সাংবাদিকদের মিথ্যা ও অসত্য তথ্য দিয়ে সংবাদ প্রকাশ করে তার অসৎ উদ্দেশ্যে পুরুনের চেষ্টা করেছে, আমি কোন বালু কারবারির সাথে কখনোই সম্পৃক্ত ছিলাম না বা নেই। প্রকৃতপক্ষে, তোসাদ্দেক হোসেন রতন আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পরে ১১ আগস্ট আমার জমির গাছকাটা বিষয়ে দায়েরকৃত মামলার আসামী, সেই বিরোধের জেরে মিডিয়াকে ব্যবহার করে এমন কাজ আমার প্রতিপক্ষরা করতে পারে বলে আমার ধারনা। আমি দৈনিক সময়ের আবর্তন সহ অন্যান্য সকল পত্রিকায় প্রকাশিত এ-সংক্রান্ত সংবাদের তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জানাচ্ছি এবং প্রকৃত ঘটনা সাংবাদিকদের তুলে ধরার অনুরোধ করছি।

াবনা : মঙ্গলবার সুজানগর সাতবাড়ীয়া এলাকায় পদ্মার ভাঙ্গনরোধে জিও ব্যাগ ডাম্পিং করা হয়।

ভারতের সব ক্লাবে এজাজের মতো অসংখ্য স্পিনার আছে: কাইফ

স্পোর্টস ডেস্ক : দেশের মাটিতেই নিউজিল্যান্ডের কাছে ধবলধোলাই হয়েছে ভারত। ভারত মাত্র ৪৬ রানে অলআউট হওয়ার লজ্জার রেকর্ডও গড়েছে এই সিরিজে। ভারতের স্পিনাররা বাঁচাতে পারেনি ভারতকে। তবে সাবেক ভারতীয় ক্রিকেটার মোহাম্মদ কাইফ এখনো কথার লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। নিউজিল্যান্ডের জয়ের অন্যতম নায়ক এজাজ প্যাটেলের হাতে ভারতীয় ব্যাটাররা তুলোধুনো হওয়ার পরও তাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করছেন মোহাম্মদ কাইফ। ভারত কোন নিউজিল্যান্ডের মধ্যকার তিন ম্যাচের টেস্ট সিরিজের সর্বোচ্চ পাঁচজন উইকেট শিকারি স্পিনার। তিনটি ম্যাচই খেলে ১৬টি করে উইকেট পেয়েছেন ভারতের দুই স্পিনার ওয়াশিংটন সুন্দর ও রবীন্দ্র জাদেজা। সমান তিন ম্যাচ খেলে নিউজিল্যান্ডের এজাজ প্যাটেল নিয়েছেন ১৫টি উইকেট। এছাড়া মিচেল স্যান্টনার মাত্র একটি ম্যাচ খেলেই শিকার করেছেন ১৩টি উইকেট। এর আগেও ভারতের মাটিতে দারুণ বোলিং রেকর্ড আছে এজাজের। ভারতকে ধসিয়ে দেওয়ার কৃতিত্বও তার জন্য নতুন কিছু নয়। ভারতে জন্মগ্রহণকারী এজাজ যখন ভারতকে ধসিয়ে দিয়ে নিউজিল্যান্ডের জয়ের নায়ক হয়েছেন, তা নিশ্চয় মানতে পারেননি সাবেক ভারতীয় ক্রিকেটার মোহাম্মদ কাইফ। তাইতো এজাজকে তুলনা করছেন ভারতের ক্লাব ক্রিকেটারদের সাথে। নিউজিল্যান্ডের ৩-০ ব্যবধানে জয়ের অন্যতম নায়ক হিসেবে প্রশংসা কুড়াচ্ছেন এজাজ। তখনই এজাজকে খুব সাধারণের কাতারে নামানোর কথা বললেন কাইফ। এমনকি কাইফ বলছেন, এজাজের মতো স্পিনার ভারতের প্রতিটি ক্লাবেই আছে। এজাজ ভালো বোলিং করেননি বলেও দাবি করেন কাইফ। ভারতীয় ব্যাটারদের ব্যর্থতার জন্যই এজাজ উইকেট পেয়েছেন বলে মনে করেন তিনি। কাইফ বলেন, 'মিথ্যা বলছি না, আমি দিল্লিতে অনুশীলন করতে যাই, ওখানে এজাজ প্যাটেলের মতো স্পিনার প্রতিদিন দেখা যায়। এজাজ প্যাটেল ভালো বোলিং করেননি। যদি ওর পিচ ম্যাপ দেখেন, দেখবেন ও দুটি ফুলটস, দুটি শর্ট, দুটি লেংথ বোলিং করেছেন, তাতে ব্যাটসম্যানরা আউট হচ্ছেন। ৬ বলের মধ্যে ২টি বল ঠিকঠাক করছেন, তাতে আমাদের ব্যাটসম্যানরা আউট হয়ে যাচ্ছেন।

নেইমারকে নিয়ে দুঃসংবাদ দিলেন আল-হিলাল কোচ

স্পোর্টস ডেস্ক : অ্যান্টেরিওর ক্রুসিয়েট লিগামেন্ট (এসিএল) ইনজুরি থেকে ফিরেছেন দীর্ঘ এক বছর পর। এরপর সবমিলিয়ে কেবল ৪৫ মিনিটের মতো খেললেন আল-হিলালের ব্রাজিলিয়ান তারকা নেইমার জুনিয়র। আর এরপরই ফের চোটের হানা। ইনজুরি-কবলিত ক্যারিয়ার নিয়ে হয়তো তার জন্য এটি নতুন কিছু নয়। তবে দীর্ঘ ইনজুরির পর আবারও তিনি তিক্ত কিছুরই মুখোমুখি হচ্ছেন। সেই দুঃসংবাদ দিলেন আল-হিলাল কোচ জর্জ জেসুস। এক বছর পর গত মাসেই এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ম্যাচ দিয়ে নেইমারে মাঠে ফিরেছেন। সেদিন ৭৭তম মিনিটে এবং গতকাল তাকে বদলি নামানো হয় ৫৮ মিনিটে। তবে চোট নিয়ে তাকে ৮৬ মিনিটেই তুলে নিতে বাধ্য হন আল-হিলাল কোচ। নেইমারের সৌদি ক্লাবটি গতকাল ইস্তেগলাল এফসিকে ৩-০ গোলে হারিয়েছে। তবে বড় খবর হয়ে উঠেছে নেইমারের চোট! নতুন করে পাওয়া এই চোট কতটা গুরুতর, সেটি নিজের ইনস্টাগ্রামের এক পোস্টে জানিয়েছেন নেইমার। তবে সেটি ছিল তার পক্ষ থেকে আশার কথা, 'আশা করি, গুরুতর কিছু নয়...এক বছর বাইরে থাকার পর এমনটা হওয়াই স্বাভাবিক। চিকিৎসকেরা এরই মধ্যে বিষয়টি নিয়ে আমাকে সতর্ক করেছিলেন। তাই সাবধান থেকে আরও বেশি সময় খেলতে হবে আমাকে।' সেই আশা আল-হিলাল কোচের ঘোষণা আসা পর্যন্তই টিকে ছিল কেবল। দলের প্রধান এই তারকাকে আবারও দুই সপ্তাহ চোটের কারণে বাইরে থাকতে বলে জানিয়েছেন জর্জ জেসুস। তিনি বলেছেন, 'সে (নেইমার) যে চোট থেকে ফিরেছে, সেটি সহজ কিছু নয়। এ ছাড়া মাঠে তার পজিশনও বিপদজনক, যেখান থেকে অন্যদের সঙ্গে সংযোগ তৈরি করতে হয়। আমার মতে তার এবারের চোটটি মাংসপেশিতে, হাঁটুতে নয়। যার জন্য ন্যূনতম ২ সপ্তাহ মাঠের বাইরে থাকতে হবে তাকে।' আল-হিলাল কোচের এই মূল্যায়ন যথাযথ হলে চলতি নভেম্বরের শেষে মাঠে নামা হবে নেইমারের। যদিও এর ভেতর তার আর ম্যাচ নেই। কারণ এর ভেতর আল-হিলাল সৌদি প্রো লিগে ৮ ও ২৩ নভেম্বর দুটি ম্যাচ খেলবে, সেই লিগে রেজিস্ট্রেশন করা হয়নি ব্রাজিল ফরোয়ার্ডকে। চোটের ঝুঁকি মাথায় রেখেই তাকে রাখা হয়নি বলে নতুন করে স্মরণ করিয়ে দিলেন ক্লাব কোচ জেসুস, 'আমি তাকে লিগে রেজিস্টার করিনি, কারণ আমি আশঙ্কায় ছিলাম এমন কিছু হবে। কারণ এটি (এসিএল) সাধারণ কোনো চোট নয়।' এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগে আল-হিলালের পরবর্তী ম্যাচ রয়েছে ২৬ নভেম্বর (প্রতিপক্ষ কাতারের ক্লাব আল-সাদ) ও ৪ ডিসেম্বর (কাতারি ক্লাব আল-ঘারাফা'র বিপক্ষে)। আল-হিলাল চাইবে ২৬ নভেম্বরের ম্যাচের আগেই যেন ফিট হয়ে ওঠেন নেইমার। অন্যদিকে, এই তারকা যেন নিজেদের পুরোনো ছন্দে ফিরতে পারেন সেজন্য সময় নিতে চায় ব্রাজিল। সে কারণে নভেম্বরে তাদের দুটি বিশ্বকাপ বাছাইয়ের দলে নেই নেইমার। সবকিছু ঠিক থাকলে তিনি আগামী বছরের মার্চে ফের জাতীয় দলের জার্সি গায়ে তুলতে পারেন।

এবার প্রশ্নবিদ্ধ হলো সাকিবের বোলিং অ্যাকশন

স্পোর্টস ডেস্ক : বাংলাদেশের অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসানকে ইংল্যান্ড এবং ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ড তার বোলিং অ্যাকশন বিশ্লেষণ করতে বলেছে। ইংলিশ কাউন্টির সবশেষ মৌসুমে চ্যাম্পিয়ন সারের হয়ে একটি ম্যাচ খেলেছিলেন সাকিব। ওই ম্যাচটি খেলার সময় আম্পায়াররা তার বোলিংয়ের অ্যাকশন নিয়ে রিপোর্ট করেন। গত সেপ্টেম্বরে সমারসেটের বিরুদ্ধে চ্যাম্পিয়নশিপের ম্যাচে সারের হয়ে একটি ম্যাচ খেলেছিলেন সাকিব। সেই ম্যাচে ৬৩ ওভার বল করে ৯টি উইকেট নিয়েছিলেন। সাদা পোশাকের ক্রিকেটে এতোটা লম্বা সময় কখনোই হাত ঘোরাননি। ২০১০-১১ মৌসুমের পর বাংলাদেশের সুপারস্টার এবারই প্রথম কাউন্টিতে অংশ নেন। সারের আগে সাকিব খেলেছিলেন ওয়ারচেস্টারশায়ারের হয়ে। ১৭ বছরের আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ার সাকিবের। বল হাতে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করেছেন নিয়মিত। আবার উল্টোচিত্রও দেখেছেন। কিন্তু কখনও বোলিং অ্যাকশন নিয়ে বিপাকে পড়তে হয়নি তাকে। এবার সারের হয়ে খেলতে গিয়েই সাকিবের বোলিং অ্যাকশন নিয়ে প্রশ্ন উঠল। সারে ও সমারসেটের ম্যাচে ডেভিড মিলনস ও স্টিভ ও'শফনেসি অনফিল্ড আম্পায়ার ছিলেন। তাদেরই একজন সাকিবের বোলিং অ্যাকশন নিয়ে আপত্তি তুলেছেন।

প্রস্তুতি ম্যাচে কাবরেরার 'লক্ষ্যপূরণ'

স্পোর্টস ডেস্ক : চলতি মাসের ফিফা উইন্ডোতে মালদ্বীপের বিপক্ষে দুটি প্রীতি ম্যাচ খেলে বাংলাদেশ। তা সামনে রেখে ক্যাম্প শুরু হয়েছে ১ নভেম্বর থেকে। দুটি ট্রেনিং সেশনের পর আজ দেশীয় ক্লাব ফর্টিস এএফসির সঙ্গে একটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলছে হাভিয়ের কাবরেরার দল। সেই ম্যাচে ১-০ গোলে জয় পেয়েছে বাংলাদেশ। ম্যাচের একমাত্র গোলটি করেন পিয়াস আহমেদ নোভা। যদিও এ ম্যাচের ফলাফল মুখ্য ছিল না কাবরেরার কাছে। মূল লক্ষ্য ছিল দলের সকলের ফিটনেস এবং সার্বিক অবস্থার পর্যবেক্ষণ। তাতে বেশ সন্তুষ্ট কোচ কাবরেরা। তিনি বলেন, 'মালদ্বীপের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচের আগে আজ আমরা প্রথম অনুশীলন ম্যাচ খেলেছি। আশা করি, প্রীতি ম্যাচের আগে আমরা আরও একটি ম্যাচ খেলব। খেলার ফল খুবই ইতিবাচক ছিল। দলের সকলে খুবই ভালো পারফরম্যান্স করেছে। এর আগে মাত্র দুটি ট্রেনিং সেশন ছিল। এরপরও তারা ভালো খেলেছে। প্রথমার্ধে কিছুটা ধীরগতিতে খেললেও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ম্যাচে ফিরেছে বাংলাদেশ। দলের খেলোয়াড়দের আগ্রাসী মনোভাব ইতিবাচক ছিল বলে মনে করে কাবরেরা। তিনি বলেন, 'মাঠে তাদের আগ্রাসী মনোভাব ছিল। বিল্ডআপ এবং অ্যাটাকেও তারা আজ ভালো করেছে। তাদের পারফরম্যান্সে আমি সন্তুষ্ট। 'এখানে অনেক ফুটবলার রয়েছে যারা অভিষেকের অপেক্ষায় রয়েছে। তাদের সঙ্গে বোঝাপড়া ভালো হচ্ছে। এটা আসলে একটা পারফেক্ট অনুশীলন ম্যাচ ছিল। এবং আমরা এই ম্যাচ থেকে আমাদের লক্ষ্যপূরণ করতে পেরেছি।

'পুরো সত্য' জানলে তুর্কি ক্লাবে যেতেন না মরিনিও

স্পোর্টস ডেস্ক : তুরস্কের ফুটবলে রেফারিং নিয়ে কোনোভাবেই সন্তুষ্ট হতে পারছেন জোসে মরিনিও। এমনকি আগে জানলে তুর্কি ক্লাব ফেনেরবাচের কোচ পর্যন্ত হতেন না তিনি। গত রাতে শেষ মুহূর্তের গোলে ত্রাবজনস্পরের বিপক্ষে ৩-২ ব্যবধানের নাটকীয় জয় পায় ফেনেরবাচে। জয়সূচক সেই গোলটি আসে যোগ করা সময়ের ১২তম মিনিটে। তবে এর আগে পেনাল্টি না পাওয়া নিয়ে প্রশ্ন তোলেন মরিনিও। ম্যাচশেষে তিনি বলেন, 'আমাকে এখানে আনার জন্য আমি ফেনেরবাচে ভক্তদের দোষ দিচ্ছি। তারা আমাকে কেবল অর্ধ সত্য বলেছে, পুরো সত্য বলেনি। কারণ পুরো সত্য বললে, আমি আসতাম না।

বাংলাদেশের হয়ে খেলার আগে বাংলা শিখছেন হামজা

স্পোর্টস ডেস্ক : বাংলাদেশের হয়ে হামজা চৌধুরির খেলা এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র। লাল-সবুজের জার্সিতে মাঠে নামতে মুখিয়ে আছেন লেস্টার সিটির এই তারকা মিডফিল্ডার নিজেও। আনুষ্ঠানিকভাবে এই জার্সি গায়ে জড়ানোর আগে বাংলা ভাষাও শিখছেন তিনি। দেশের একটি দৈনিক পত্রিকাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে এমনটাই জানিয়েছেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত এই ইংলিশ ফুটবলার। সেই সঙ্গে বাংলাদেশের হয়ে খেলা নিয়ে নিজের পরিকল্পনার কোথাও জানিয়েছেন তিনি। এক প্রশ্নের জবাবে হামজা বলেন, 'আগে বাংলাদেশের হয়ে খেলার সুযোগ হোক, এরপর আমাকে কী করতে হবে তা নিয়ে ভাববো। এখন আমি তাদের হয়ে মাঠে নামার অপেক্ষায় আছি। ' বাংলাদেশের জার্সিতে খেলার অভিষেকের অপেক্ষা নিয়ে তিনি বলেন, 'আমি বাংলাদেশের হয়ে খেলি, তা দেশটির মানুষ চান। তারা আমাকে ভালোবাসেন, আমিও বাংলাদেশকে ভালোবাসি। যে কারণে আমি বাংলাদেশের হয়ে খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমার মা-বাবাও এটাই চান। আমি বাংলাদেশের হয়ে খেললে তারা খুশি হবেন। 'এমনিতেই সিলেটি ভাষা মোটামুটি পারেন হামজা। বাংলাদেশের হয়ে খেলার আগে এবার প্রমিত বাংলা ভাষা রপ্ত করছেন হামজা। এ নিয়ে তিনি বলেন, 'বাংলা ভাষা একটু একটু পারি। বাবা আমাকে শিখিয়েছেন। এছাড়া গুগলের সহায়তা নিচ্ছি।

লাইফস্টাইল

ওজন কমাতে হরমোন নিয়ন্ত্রণ

লাইফস্টাইল ডেস্ক : ওজন বেড়ে গেলে অনেকেই আছেন যারা শুধু খাবার কম খেয়ে ওজন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেন। কিন্তু শুধু খাবারের মাধ্যমেই ওজন নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয়। মানুষের শরীরে এমন কিছু হরমোন থাকে যেগুলোর তারতম্য ঘটলে ওজন অতিরিক্ত বেড়ে যায়। ওজন কমাতে অনেকেই অতিরিক্ত শারীরিক পরিশ্রম করেন। এতে সাময়িকভাবে কিছুটা উপকার হলেও দীর্ঘমেয়াদে শারীরিক নানা ক্ষতি হয়। পরিমিত খাবার, ব্যায়াম ও সঠিক জীবনযাপন পদ্ধতির মাধ্যমে হরমোন নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। শরীরে সব হরমোনের মাত্রা ঠিক থাকলে ওজন ধীরে ধীরে কমে যাবে। আসুন জেনে নেই, কীভাবে হরমোন নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ওজন কমানো সম্ভব- ওজন কমাতে কার্ডিও ঘ্রেলিন হরমোন নিঃসণের কারণে আমাদের ক্ষুধা লাগে। দীর্ঘদিন বা অল্পদিন ডায়েট করলে ঘ্রেলিন হরমোন বেড়ে যায়। অনেকে বলেন, ডায়েটের প্রভাব শরীরে দীর্ঘমেয়াদি থাকে না। খাবারদাবারের সামান্য অনিয়মে আবার ওজন বেড়ে যায়। এর কারণ হলো ঘ্রেলিন হরমোন। নিয়ন্ত্রণে যা করবেনড় কার্ডিও ভাসকুলার অ্যাকটিভিটিকে সংক্ষেপে কার্ডিও বলা হয়। মেদ কমাতে কার্ডিওর জুড়ি নেই। নিয়মিত দৌড়ানো, সাঁতার, ব্যাডমিন্টন খেলা, সাইকেল চালানো কার্ডিওর আওতায় পড়ে। এই ধরনের শরীরচর্চা হৃদস্পন্দন ও মাংসপেশীতে অক্সিজেন চলাচল বৃদ্ধি করে। বিপাক বা মেটাবেকালিজম প্রক্রিয়া বাড়িয়ে দেয়। হৃদযন্ত্র সচল করে এবং শরীরে রক্ত চলাচল বৃদ্ধি করে। ঘ্রেলিন হরমোন নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে কার্ডিও। অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ খাবার খান লেপটিন হরমোন আমাদের মস্তিষ্কে জানান দেয়- কতটুকু খেতে হবে, এখন কি খেতে ইচ্ছা করছে কিংবা ক্ষুধা নিবারণ হয়েছে কিনা। শরীরের ফ্যাট বা চর্বি থেকেই লেপটিন হরমোন উৎপন্ন হয়। অনেকের শরীরে লেপটিন হরমোন ঠিকমতো কাজ করে না। ফলে পর্যাপ্ত খাওয়ার পরও মস্তিষ্কে জানান দেয় না, 'পেট ভরেছে কিংবা আর খাওয়া যাবে না।' নিয়ন্ত্রণে যা করবেনড় শরীরে লেপটিন হরমোনের মাত্রা ঠিক রাখতে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ খাবার খেতে হবে। লেবু, বাদাম, ব্রকলি, মাছ, লাল চাল, পেয়ারা, কমলা, ব্রকলি, জাম্বুরা ও ক্যাপসিকামে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট থাকে। দেহের কর্মক্ষমতা ঠিক রাখতেও সাহায্য করে লেপটিন হরমোন। চিনি খাওয়া নিয়ন্ত্রণ ইনসুলিন শরীরের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হরমোন। এটি শরীরে চিনির পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে। আমরা যেসব কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাবার খাই, ইনসুলিন সেগুলো ভেঙ্গে শক্তিতে পরিণত করে। তবে প্রয়োজনের তুলনায় বেশি কার্বোহাইড্রেট খেলে তা শরীরে চর্বি হিসেবে জমা হয়। নিয়ন্ত্রণে যা করবেনড় শাক-সবজি ও ফলমূলে শর্করা বা কার্বোহাইড্রেট কম থাকে। ফলে এগুলো পরিমাণে বেশি খেতে হবে। ভাত, রুটি ও মিষ্টিজাতীয় খাবার কম খেতে হবে। খাবারের তালিকায় লাল আটার রুটি ও লাল চালের রুটি রাখা ভালো। তাতে ডায়েটের পাশাপাশি খাবারের পুষ্টিমাণও বজায় থাকে। রাতে শর্করাজাতীয় খাবার কম
ফ্যাট নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে অ্যাডিপোনিকটিন হরমোন। শরীরের চর্বি ক্ষয় হয়ে শক্তিতে পরিণত করতে সাহায্য করে এই হরমোন। দেহে অ্যাডিপোনিকটিন হরমোনের মাত্রা সঠিক পরিমাণে না থাকলে চর্বি ক্ষয় হয় না। এতে ওজন বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। নিয়ন্ত্রণে যা করবেনড় রাতের খাবারে শর্করাজাতীয় খাবার কম খেতে হবে। মাছ, বাদাম, অ্যাভোকাডো ও অলিভ ওয়েল খাদ্যতালিকায় রাখতে হবে। শর্করা কম খেলে অ্যাডিপোনিকটিন হরমোনের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে থাকবে। প্রোটিন খেলেও ক্ষতি নেই গ্লুকাগন হরমোন শর্করা ও চর্বি ভেঙ্গে শক্তিতে পরিণত করে। এই হরমোন নিয়ন্ত্রণে না থাকলেও শরীরে অতিরিক্ত মাত্রায় চর্বি জমতে পারে এবং ঘন ঘন খাওয়ার প্রবণতা বেড়ে যেতে পারে। এতে দ্রুত ওজন বাড়তে পারে।

নিয়ন্ত্রণে যা করবেনড় প্রোটিনজাতীয় খাবার পর্যাপ্ত খেতে হবে। মাছ, মাংস, সামুদ্রিক মাছ ও বাদামে প্রোটিন থাকে। ঘন ঘন খাওয়ার ইচ্ছায় ক্ষতি মন খারাপ থাকলে, ভয় পেলে ও আবেগপূর্ণ সময়ে দেহে এপিনেফ্রিন হরমোনের মাত্রা বেড়ে যায়। এই হরমোন ক্ষুধার অনুভূতি জাগায়। নিয়ন্ত্রণে যা করবেনড় এপিনেফ্রিন হরমোন নিয়ন্ত্রণে 'হিট' ব্যায়ামের জুড়ি নেই। হিট হলো এক ধরনের কার্ডিও ব্যায়াম। এই ব্যায়ামে নিয়ম হলো- এক মিনিট ধীরে হাঁটার পর আরেক মিনিট জোরে দৌড়াতে হবে।

এরপর ৩০ সেকেন্ড বিশ্রাম নিতে হবে। এই প্রক্রিয়ায় দশ মিনিট ধরে ব্যায়াম করতে হবে। নিয়মিত এই ব্যায়াম করলে এপিনেফ্রিন হরমোন নিয়ন্ত্রণে আসবে। মানুষের বয়স, উচ্চতা ও লিঙ্গ অনুযায়ী নির্ভর করে শারীরিক ওজন কেমন হবে। চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া হরমোন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করা উচিত না।

গোল মরিচ যেভাবে দ্রুত ওজন কমান

লাইফস্টাইল ডেস্ক : খাবারে গোলমরিচের ব্যবহার তো সবারই জানা। স্বাদ বাড়াতে সবাই খাবারে ব্যবহার করেন গোলমরিচ। খাবারের স্বাদ বাড়ায় গোলমরিচ; এতোটুকু জেনেই হয়তো তারা খাবারে গোলমরিচ ব্যবহার করেন। আবার এই স্বাদের খাবার খেয়ে 'গোলুমোলু' হবার সুনামও ঘুচাবে গোলমরিচ। এটা অনেকের জন্য একটা সুখবর বটে! গোলমরিচ ওজনও কমায়। এতোদিন শরীরের ওজন কমানোর জন্য কতো কিছুই না করেছেন। এবার ওজন কমানোর হালটা ছেড়ে দিন গোলমরিচের উপর। কি, শুনে অবাক হচ্ছেন? তবে জেনে নিন গোলমরিচে কী আছে- গোলমরিচ ম্যাগনেসিয়াম, তামা, ম্যাঙ্গানিজ, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, আয়রন ইত্যাদি খনিজ সমৃদ্ধ। এতে আছে ফাইবার এবং সীমিত পরিমাণ প্রোটিন এবং শর্করা। গোলমরিচ খাওয়া হজমে সহায়তা করে। ডায়রিয়া এবং কোষ্ঠকাঠিন্য প্রতিরোধ করে, অন্ত্রের গ্যাস গঠনে বাধা দেয়। গোলমরিচে উপস্থিত অ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়াল এবং অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট, যা সংক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই করতে সহায়তা করে। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রমতে গোলমরিচ কানের ব্যথা প্রতিরোধে সহায়তা করে। গোলমরিচ স্থুলতার বিরুদ্ধে লড়াই করে। গোলমরিচে 'পিপেরিন' নামক একটি শক্তিশালী যৌগ থাকে যা মরিচের স্বাদ বাড়ায়। এই যৌগটি বিপাকের গতি বাড়ায় এবং শরীরে চর্বি জমতে দেয় না, নতুন ফ্যাট কোষ গঠনে হস্তক্ষেপ করে। ফ্যাটি অ্যাসিড, ট্রাইগ্লিসারাইড, রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা কমাতে সাহায্য করে গোলমরিচ। কারণ এক চা চামচ গোলমরিচে মাত্র ৪ ক্যালোরি থাকে। গোলমরিচের বাইরের আবরণে ফাইটোনিউট্রিয়েন্ট থাকে যা শরীরের ফ্যাট কোষ ভাঙতে সাহায্য করে। গোলমরিচ 'থার্মোজেনিক' জাতীয় খাদ্য উপাদান, যা দ্রুত চর্বি ঝরায় এবং বিপাকক্রিয়া বাড়ায়। গোলমরিচে 'কাপাসাইচিন' থাকে। যা চর্বি কমাতে সাহায্য করে এবং মেদ ঝরায়। প্রতিদিন সকালে দু-একটা গোটা গোলমরিচ চিবিয়ে খেলে সারাদিন তা হজমে সাহায্য করে এবং মেটাবলিজমের হার বাড়ায় এবং মেদ ঝরাতে সাহায্য করবে। গোলমরিচে অ্যান্টিঅক্সিডেন্টস এবং অ্যান্টি-মাইক্রোবিয়াল বৈশিষ্ট্য আছে যা আমাদের পেটের ভিসারাল ফ্যাটের বিরুদ্ধে লড়াই করে। পান পাতার সাথে গোলমরিচ চিবিয়ে খেতে পারেন। চর্বি কমিয়ে শরীরের অতিরিক্ত ওজন কমানোর এটি একটি শক্তিশালী উপায়। কারণ গোলমরিচ এবং পান উভয়ই আমাদের শরীর থেকে ফ্যাট কমাতে সাহায্য করে এবং ওজন কমাতে সাহায্য করে। এছাড়া গ্রিন-টি' র সঙ্গে আদা ও গোলমরিচ ব্যবহার করে চা খেতে পারেন। এটি মেদ ঝরাতে বেশ উপকারী।

লেখার সূত্রঃ বোল্ডস্কাই

মিষ্টি দেখলেই খাই-খাই!

লাইফস্টাইল ডেস্ক : যারা মিষ্টি খেতে পছন্দ করেন, তাদের পক্ষে চট করে মিষ্টি ছেড়ে দেওয়া সহজ নয়। পেট সম্পূর্ণ ভরা থাকলেও সামনে নরম তুলতুলে গোলাপজামুন, রসগোল্লা, পান্তুয়া দেখলেই নিজেকে সামলাতে পারেন না অনেকে। মনের মধ্যে তখন শুধু খাই-খাই! দুপুরে খাওয়ার পর একটা মিষ্টি, রাতে খাবারের শেষপাতে চকোলেট কেক, অফিসে কাজের ফাঁকে বিকেলে খিদে পেলেই কুকিজ বা বিস্কুটের হাতছানি! মিষ্টি দেখলেই নিজেকে সামলে রাখতে পারেন না, এমন মানুষের সংখ্যা নেহাত কম নয়। অথচ সব রোগ-বালাইয়ে যম কিন্তু এই মিষ্টি খাওয়ার অভ্যাস। তা-ও যদি কেউ মনের জোরে মিষ্টি-চকোলেট-আইসক্রিম ছেড়েও দেন, তা হলেও চায়ে চিনি দেওয়া বা সকাল-বিকেল কেক-বিস্কুট খেয়ে ফেলা বন্ধ একেবারে বন্ধ করে দেওয়া বেশ কঠিন। ছেড়ে দিলেও হঠাৎ হঠাৎই মিষ্টির জন্য মন ছটফট করতে শুরু করে। অনেক সময় দীর্ঘ সময় ধরে মিষ্টি না খেলে মন বিষণ্ণ হয়ে পড়ে। তখন মনে হয়, এক টুকরো চকোলেট খেয়েই ফেলি! কিন্তু বোঝার আগেই হয়তো গোটা চকোলেটটাই শেষ করে ফেলেন। ফলে ওজন বেড়ে যায় দ্রুত। তার ওপর শরীরে বিভিন্ন রোগও বাসা বাঁধে। মিষ্টি খাওয়ার ইচ্ছে কখন বেশি হয়? * শরীরে প্রোটিনের ঘাটতি হলে * ঘুম কম হলে * মানসিক চাপ বেশি হলে * শরীরে হরমোনের ভারসাম্য বিঘ্নিত হলে পুষ্টিবিদদের মতে, মিষ্টি খাওয়ার ইচ্ছে কিন্তু মূলত মনের খিদে, শরীরের নয়। খুব খিদে পেলে যে মিষ্টি খেতে ইচ্ছে করে তেমনটা কিন্তু নয়। বরং আমাদের মন ভালো করার জন্যেই মূলত মিষ্টি খাওয়ার ইচ্ছে জাগে। তাই একটু সতর্ক থাকলেই চিনি বাদ দিতে পারবেন প্রতিদিনের খাদ্যতালিকা থেকে। কীভাবে তা সম্ভব, রইলো টিপস। * যখন মিষ্টি খাওয়ার ইচ্ছে করবে তখন এক গ্লাস পানি পান করতে পারেন। এতে পেট ভরে যায়, মিষ্টি খাওয়ার ইচ্ছে কমে। এছাড়া টাটকা ফলের রসও খেতে পারেন। * নিয়মিত মাল্টিভিটামিন খেলে শরীরে জরুরি পুষ্টিগুণের ঘাটতি হবে না। তা হলে মিষ্টি খাওয়ার প্রবণতাও কমে যাবে। তবে ওষুধ খাওয়ার আগে চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে তবেই খান। মিষ্টি খেতে ইচ্ছে করলে মৌরি খেতে পারেন, তাতেও লাভ হয়। * আমাদের স্বভাব দুপুর কিংবা রাতে একেবারে ভরপেটে খাওয়ার। আর বাকি সময়টা খিদে পেলেও খিদে চেপে রাখার। অল্প মাত্রায় বারে বারে খাবার খাওয়ার অভ্যাস করুন। খালি পেটে থাকবেন না। খিদের মুখে সামনে মিষ্টি দেখলে বেশি খেয়ে ফেলার প্রবণতা তৈরি হয়। * ডায়েটে কার্বোবাইড্রেট কিংবা ফ্যাটের পরিমাণ কমিয়ে প্রোটিন বেশি করে খান।